" বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)"

এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

384743

ইমতিয়াজ আহমেদ

এম,ফিল, গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ৯৭

সেশন ঃ ১৯৯২-৯৩

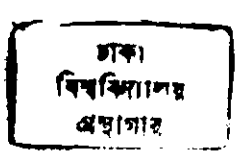

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
954.14
AHB
[illegible]

A. Begum

Dhaka University Institutional Repository

আমার জাগতিক ও পারত্রিক কর্ম প্রেরণার উৎস

শাহ্ আবুল উলা শেখ মোঃ ফরিদ উদ্দিন চিশতী–এর

চরণে

উৎসর্গীকৃত

384743

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

" বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পেরে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি যাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুফিয়া আহমেদ । তাঁর নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কর্মজীবনের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মূল্যবান সময় অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। তাঁর জ্ঞান গর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ গবেষণা কর্মের অগ্রগতিকে পরিণত রূপ দান করেছে। এর সাথে সাথেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী- এর প্রতি যিনি আমার এম. ফিল. প্রথম পর্বের একজন কোর্স শিক্ষক হিসেবে আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন।

এছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ পারভীন হাসান সহ এ বিভাগের অন্যান্য সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে গবেষণা কর্মে আন্তরিক ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

384743

এ গবেষণা কর্ম প্রণয়ন কালে আমি দেশে ও বিদেশের কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করি যাঁরা আমাকে নানা ভাবে মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক জনাব বদরুদ্দীন উমর এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সভাপতি ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গৌতম চট্টপাধ্যায় এবং চন্ডী প্রসাদ সরকার । আমি তাঁদের সকলের কাছে ঋণী।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও গবেষণা বিভাগ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমার পিতা শ্রদ্ধেয় আবু মনসুর আতাউর রহমান- এর স্মৃতির প্রতি যিনি এ গবেষণা কর্ম চলাকালে ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

এ পর্যায়ে আমি যাঁর ঋণ স্বীকার না করলেই নয় তিনি হচ্ছেন আমার পরমাত্মীয় শ্রদ্ধেয় আ.এ. শেখ মোঃ আছরারুল হক চিশতি, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, যিনি গবেষণা কর্মের সূচনালগ্ন থেকেই আমাকে সুপরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

সর্বোপরি আমার মাতামহী নূরজাহান বেগম, ফুফু আয়শা আক্তার, অগ্রজ, ইফতেখার আহমেদ , ভগ্নী, শামসুন নাহার এবং আমার শুভানুধ্যায়ী শেখ, মোঃ মাসুদুল হক চিশতি এবং আব্দুল মালেক মল্লিক, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, সরকারী সাদত কলেজ, করটিয়া , টাংগাইল- এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁরা আমাকে গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধাষ্পদ মাতা নূরুন নাহার রহমান- এর প্রতি, যাঁর নিকট আজন্ম ঋণাবদ্ধ রয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ইমতিয়াজ আহমেদ কৃত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. কোর্সের আবশ্যকীয় শর্তাবলীর আংশিক পরিপূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি স্বয়ং এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধান করেছি এবং প্রার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদান করার জন্য এটিকে বিবেচনা করার সুপারিশ করছি।

সুফিয়া আহমেদ
২৬/১২/২০০০

(জাতীয় অধ্যাপক , ডঃ সুফিয়া আহমেদ)
তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি ১৯০৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা তুলে ধরার একটি বিনীত প্রয়াস। এ গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আলোচ্য সময়ে বাংলার উত্তাল রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতেও বাংলার মুসলমানদের একটি সচেতন অংশ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে অবস্থান গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধানার্থে যে অকৃত্রিম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন তা-ই উপস্থাপন করা। এ গবেষণা কর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচ্য গবেষণাকালে উদারপন্থী কারা তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯০৫ সালে সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়া, মুসলিম লীগের সহিত তাঁদের সম্পর্ক মর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি তাঁদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তীকালে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ কর্তৃক মুসলমানদের সমর্থন অর্জন ও নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠন, বঙ্গীয়-প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওপর প্রভাব বিস্তার, সর্বোপরি ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌচুক্তি সম্পাদনে সর্বভারতীয় মুসলমানদের সর্বত্মাক সহায়তা প্রদান ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী চেতনাবোধকে হিন্দুদের সাথে সম্পৃক্ত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে এ যৌথ আন্দোলনকে এক জাতীয় রূপ দান এবং এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে তার প্রতিবিধানার্থে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের মাধ্যমে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদন এবং এ প্যাক্টকে সর্বজন গ্রাহ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্য- মন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে পরিশিষ্টে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল কর্তৃক ১৯০৬ সালের ১৪ ই এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ও ১৯১৬ সালের ২৪শে এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান কর্তৃক ১৯২৪ সালের ১লা জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কর্তৃক চট্টগ্রামে স্থাপিত এছলামাবাদ- জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ১ম হতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রণীত পাঠ্য প্রণালী এবং আলোচ্য সময়কালে বাংলার মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ রাজনীতিতে যে সকল উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়-	পটভূমি	১-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়-	বঙ্গভঙ্গ যুগে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা ঃ ১৯০৫-১৯১২	৩৬-৬৪
তৃতীয় অধ্যায়-	বঙ্গভঙ্গ রদোত্তর যুগে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকাঃ ১৯১২-১৯১৯	৬৫-৯০
চতুর্থ অধ্যায়-	প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং বেঙ্গল প্যাক্টে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকাঃ ১৯১৯-১৯২৫	৯১-১২৯
উপসংহার-		১৩০-১৩৬
পরিশিষ্ট ১-	১৯০৬ সালের ১৪ ই এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের ভাষণ	১৩৭-১৬১
পরিশিষ্ট ২-	১৯১৬ সালের ২৪ শে এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের ভাষণ	১৬২-১৭০
পরিশিষ্ট ৩-	১৯২৪ সালের ১লা জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ	১৭১-১৭৬
পরিশিষ্ট ৪-	এছলামাবাদ- জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় পাঠ্য প্রণালী বা স্কিম	১৭৭-১৮০
পরিশিষ্ট ৫-	জীবনপঞ্জী	১৮১-১৮৯
গ্রন্থপঞ্জী		১৯০-২০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ঃ পটভূমি

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়।এর ফলে প্রাক-বৃটিশ অর্থাৎ মুঘল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। [১] ক্ষমতা লাভের পর পর কোম্পানী সরকার শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার প্রভাবে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা ইংরেজদের আবির্ভাবের সময় মুসলমানরাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসে।

মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকাকালে প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানে তাঁরাই নিয়োজিত ছিলেন। শাসক সম্প্রদায় হিসেবে তাঁরা সামরিক অধিনায়কত্ব, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় অথবা রাজনৈতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতেন। এ সূত্রগুলো মুসলমানদের অর্থাগমেরও প্রধান অবলম্বন ছিল। [২] কিন্তু কোম্পানী শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে তাঁরা ক্রমান্বয়ে এ সকল বিভাগের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকেন। কোম্পানী সরকার কর্তৃক সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও ছাঁটাইয়ের ফলে বহু মুসলমান চাকুরী হারান।[৩] কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর প্রথম কয়েক বছর রাজস্ব বিভাগে মুসলমান কর্মচারীদের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকলেও পরবর্তীতে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশেষতঃ ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

Dhaka University Institutional Repository

ফলে প্রতি জেলায় মুসলমান রাজস্ব আদায়কারী পরিবর্তে একজন ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হলে মুসলমানদের অবস্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।[৪] মুসলমানদের স্বার্থে আরো বড় আঘাত লাগে যখন সরকার লাখেরাজ সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করেন। এর ফলে বহু মুসলমান পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।[৫] এতদসত্ত্বেও বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিকক্ষেত্র তথা বেসামরিক চাকুরীতে মুসলমানদের প্রাধান্য বজায় থাকে।[৬] কিন্তু ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ও বাংলাকে অফিস-আদালতের ভাষারূপে প্রবর্তন করা হলে মুসলমানদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে।[৭] এ পরিবর্তনের জন্য মুসলমানরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমতাবস্থায় ১৮৪৪ সালে সরকার ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করলে মুসলমানদের অধোগতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে এবং সরকারী চাকুরীর দ্বার তাঁদের জন্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।[৮] এরূপে ইংরেজদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পূর্বের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুসলমানদের মনে ইংরেজ বিরোধী বিদ্বেষ জেগে ওঠে এবং তাঁদের পক্ষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে নিজেদের মানিয়ে নেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এদিক থেকে তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সরকারী চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় তা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁরা বাস্তবমুখী মনোভাব নিয়ে ইংরেজী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য কলকাতার নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা ১৮১৬ সালে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষিত হিন্দুদের সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁরা সরকারী চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আর এভাবেই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলায় একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশ লাভ করে। [৯] অপরদিকে ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা প্রথম থেকেই ইংরেজদের সহিত অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে চলেন। তাঁরা কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন অংশ গ্রহণ করেননি, তেমনি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা থেকেও নিজেদেরকে বিরত রাখেন।[১০] ফলতঃ তাঁরা ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। আর এ কারণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন শিক্ষিত- মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষও ঘটেনি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের যে অনুপ্রবেশ ঘটে তার প্রভাবে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।[১১] রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ইউরোপের যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের অগ্রগতি সাধনে সচেষ্ট হন।[১২] তাঁর পরিচালিত এ আন্দোলন নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। [১৩] উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেত্ত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় । এআন্দোলন ওহাবী [১৪] ও ফরায়েজী[১৫] আন্দোলন নামে পরিচিত।ইংরেজ শাসনের প্রভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় মুসলমানরা যে হতাশায় নিমজ্জিত

Dhaka University Institutional Repository

হন তা দূর করার জন্যই এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে আদিম ইসলামের প্রত্যাবর্তন করাই ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল।[১৬] ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনরূপে আরম্ভ হলেও পরবর্তীতে উভয় আন্দোলনই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।[১৭] কিন্তু রক্ষণশীল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উভয় আন্দোলনই ছিল প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধী। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সমাজের যোগ ঘটায়নি বলে মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি।[১৮] এখানে উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তা মূলত বাংলার নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবস্থাপন্ন মুসলমানরা এতে যোগ দেননি বা এর দ্বারা প্রভাবিতও হননি।[১৯]

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের প্রভাবে বাংলায় যে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি গড়ে উঠে কালক্রমে ঐ শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয় যার ফলে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ দানা বেঁধে ওঠে। তাঁদের এ চেতনাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ধরনের সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[২০] উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিগুলির মধ্যে 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি (১৮৩৭)', 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি(১৮৪৩)','বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন(১৮৫১)',ও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬)'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১] বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে জাতীয় চেতনার বিকাশে এ সকল সংস্থা ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার মুসলমান সমাজে এ সময় নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি না থাকার কারণে তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে যেমন রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা বিকশিত হয়নি তেমনি কোন রাজনীতি সচেতন শ্রেণীও গড়ে ওঠেনি।

মুসলমানদের মানস চেতনায় এক বড় ধরনের পরিবর্তন আসে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এ সময় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। আর এরূপ অনুভূতি থেকেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৫ সালের ৬ই মে কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমানের উদ্যোগে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' বা ' আঞ্জুমান-ই- ইসলামী' নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সংগঠন স্থাপিত হয়। [২২] সংগঠনটি ছিল বৃটিশ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত এবং ভারতের মুসলমানদের কল্যাণ সাধনই এর উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ' মহামেডান এসোসিয়েশন'- ই ছিল প্রথম সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক প্রয়াস।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানরা আরও সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এর উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব নয়। অতএব, মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করতে হলে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক।[২৩] এরূপ পরিবর্তিত মানসিকতার প্রেক্ষাপটে মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাঁদের মধ্যে এক নতুন নেতৃত্বের আর্বিভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধোগতি রোধ করে অচলায়তনের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে যে সকল সমাজকর্মী নেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান[২৪] এবং বাংলায় আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবদুল লতিফ বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ফিরিয়ে আনতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণে প্রথম থেকেই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা দুটি লক্ষ্য স্থির করে পরিচালিত হয়। একটি হল মুসলমানদেরকে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুগত করে তোলা এবং অপরটি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করা।[২৫]

বস্তুতঃপক্ষে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি ১৮৫০ সালের পর থেকেই আবদুল লতিফের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমান সমাজের উন্নয়নে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে সারা ভারতের মুসলমান ছাত্র সমাজের নিকট থেকে "On the advantages of an English Education to Mahomedan Students" শিরোনামে ফারসী ভাষায় এক রচনা প্রতিযোগিতার আহবান করেন।[২৬] তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ খোলা হয়। বাংলার মুসলমানদের জন্যে উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যে দাবী জানান তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্ররা সেখানে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে।[২৭] মহসীন ফান্ডের[২৮] অর্থে হুগলী কলেজ ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে হিন্দু ছাত্রদের প্রাধান্য দেখে আবদুল লতিফ ১৮৬১ সাল থেকেই ঐ তহবিলের সুচারু পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন জানান। অবশেষে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮৫৫ সালে সরকার হুগলী কলেজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করে এবং মহসীন ফান্ডের অর্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণে বৃত্তি প্রদান ও যে সকল কলেজে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া হয় সে সকল কলেজে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[২৯]

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের গতিকে ত্বরান্বিত এবং এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আবদুল লতিফ দুটি পান্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেন। প্রথম নিবন্ধটি 'A Minute on the Hoogly Madrassah' শীর্ষক শিরোনামে ১৮৬১ সালে রচিত এবং কলকাতা থেকে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় নিবন্ধটির শিরোনাম ' A Paper on Mahomedan Education in Bengal'। এ নিবন্ধটি আবদুল লতিফ ১৮৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোশিয়েশন'- এর সভায় পাঠ করেন। উভয় নিবন্ধেই আবদুল লতিফ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট বেশ কিছু সুপারিশ করেন।[৩০]

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণে আবদুল লতিফ যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি এক ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচীও হাতে নেন। এ কর্মসূচীর আওতায় তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবদুল লতিফ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ' A Short Account of My Public Life (1885)'- এ বলেন যে,

" Being fully aware of the prejudice and exclusiveness of the Mahomedan community, and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo society, I founded the Mahomedan Literary Society in April 1863."[৩১]

ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই জাতীয় সংগঠন এ প্রথম স্থাপিত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুবাদ সমিতি (পরবর্তীতে বিজ্ঞান সমিতি নামে পরিচিত) আরো এক বছর পর জন্ম লাভ করে।[৩২] এতদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন মুখপাত্র না থাকার কারণে তাঁদের পক্ষে কথা বলার বা তাঁদের অভাব অভিযোগ সমূহ সরকারের নিকট তুলে ধরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' মুসলমানদের এ প্রয়োজন মেটায়।[৩৩] সংগঠনটির কার্যধারা ছিল দ্বিমুখীঃ আলোচনা ও রচনা পাঠের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান এবং নিজেদের চিন্তা ধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধন এবং উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে নানা রকম পরামর্শ দান।[৩৪]

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর মাসিক ও বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে রচনা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও ভাব বিনিময় করা।[৩৫]

মুসলমানদের অভাব- অভিযোগের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'- এর পক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের বড় লাট ও বাংলার ছোট লাটের কর্মভার গ্রহণ ও দায়িত্বভার ত্যাগের সময় সংবর্ধনা সভা ও বিদায় সভার নিয়মিত আয়োজন করা হত । এ সকল সভায় পঠিত মানপত্রে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী দাওয়ার উল্লেখ থাকত ।[৩৬]

বৃটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে তাঁদের আনুগত্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ১৮৭০ সালের ২৩ শে নভেম্বর কলকাতায় এক বিশেষ সভা আহবান করে ।[৩৭] উল্লেখ্য যে, এ সময় ওহাবীদের বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার ফলে অশিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা প্রশমনে আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' আহূত উক্ত সভায় তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত মুসলিম তাত্ত্বিক মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরীকে[৩৮] আমন্ত্রণ জানান। মৌলভী কেরামত আলী ধর্মীয় নির্দেশাবলী আলোচনা করে বলেন যে, বৃটিশ শাসিত ভারত দার-উল- ইসলাম[৩৯] এবং এখানে শাসকদের বিরূদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী। এ সভার পুরো কার্যবিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ।[৪০]

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে কলকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' সে কমিশনের নিকট ঐ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ করে। এছাড়া ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের আইন পরিষদের সদস্য ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের সভাপতিত্বে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কাছে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের পথে অন্তরায় সমূহ উপস্থাপনের পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository
সরকারের শিক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ইত্যাদি বিষয়ও উত্থাপন করে।[৪১]

সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন হিসেবে প্রথমদিকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'- এর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা না থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সোসাইটি এর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ১৮৯০ সালে সোসাইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচনের বিষয় সংক্রান্ত এক স্মারকলিপি ভারত সচীবের নিকট পেশ করে।[৪২] বৃটিশ সরকারও সোসাইটি প্রদত্ত এ স্মারক লিপি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করেন। ১৮৯৩ সালে আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করলে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এর কর্মোৎসাহে ভাটা পড়ে।

আবদুল লতিফের বয়ঃকনিষ্ঠ সৈয়দ আমীর আলী চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগামী ছিলেন। আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দুরা তাঁদের স্থাপিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করছে অথচ মুসলমানরাও এ ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। তাই মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাঁদের দাবী দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এরূপ অনুভূতি থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৩] আমীর আলী নিজেই এর সম্পাদক হন।[৪৪] এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমীর আলী বলেন যে,

"The Association has been formed with the object of promoting by all legitimate and constitutional means, the well being of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle

Dhaka University Institutional Repository

of strict and loyal adherence to the British crown. Deriving its inspiration from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with Western culture and the progressive tendencies of the age. It aims at the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival, and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims." [৪৫]

'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের সংগঠন ছিল। এর সভ্যগণ সাধারণত পেশাজীবি , সরকারী চাকুরীজীবি ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।[৪৬] মুসলমানদের সংগঠন হলেও 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলত বলে অমুসলমানরাও এতে যোগদান করতে পারতেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যসব বিষয়ে ভোট দান করতে পারতেন।[৪৭] 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। এর দুজন পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং একজন পরামর্শদাতা ছিলেন হিন্দু।১৮৮৩ সালে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিং এসোসিয়েশন-এর অনারেরী ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রায়বাহাদুর- কৃষ্টোদাস পাল ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এর ন্যায় বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর সদস্য হন। [৪৮]

'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে এর কার্যক্রম মূলতঃ সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েই পরিচালিত হয়।[৪৯] মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করার জন্য এসোসিয়েশন ১৮৮১ সালে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৮৮২ সালে এসোসিয়েশন হান্টার[৫০] কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলে ধরে এবং তা প্রতিকারের বিষয়ে কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে। এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৮৪ সালে সরকার কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫১]

রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর কর্মকান্ড মূলতঃ ভারতের বড়লাট ও বাংলার ছোট লাট এর সংবর্ধনা ও বিদায় সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল ১৮৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের নিকট ২৮ পরিচ্ছেদের এক দীর্ঘ স্মারক পত্র প্রদান করা।[৫২] এতে মুসলমানদের অসুবিধা এবং নানাবিধ সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করে সেগুলো সমাধানের উপায় সম্পর্কে কতগুলি দাবী উত্থাপন করা হয়। এ দাবী গুলোর মধ্যে ছিল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী সংরক্ষণ এবং চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান হ্রাস করা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ না করেও তারা চাকুরীতে প্রার্থী হতে পারে। এতে আরো দাবী করা হয় যে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই যোগ্য মুসলমানদের যেন মনোনয়নের ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ দান করা হয়। তাছাড়া মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও এতে দাবী জানান হয়।[৫৩] 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রদত্ত এ স্মারকলিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর ওপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই বড় লাট লর্ড ডাফরিন এক প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[৫৪]

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' কে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মূলক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে এর শাখা স্থাপন করেন।[৫৫] তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ হতে পাঞ্জাব এবং চট্টগ্রাম হতে করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশে এর ৩৪টি শাখা স্থাপিত হয়।[৫৬] ১৮৮৩ সালে এ এসোসিয়েশনকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এর নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' রাখা হয়।[৫৭]

১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' এর কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। অন্যদিকে ১৮৯৩ সালে আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করলে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'- এর কর্মসূচীও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে সংগঠন দুটি তাদের পূর্বের গৌরব ও কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমাজ হিতৈষী শিক্ষিত মুসলমানরা নব উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং ১৮৯৩ সালে 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮] মুসলমান সমাজের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষা বিশেষতঃ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান করাই 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' এর লক্ষ্য ছিল। [৫৯] ইউনিয়নের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। ১৯০২ সালে 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এক দীর্ঘ স্মারক পত্র প্রদান করা হয়।[৬০] ১৮৯৬ সালের মে মাসে কলকাতায় 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' নামে আরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তারা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী শ্রেণীভুক্ত। এসোসিয়েশন- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত এক সার্কুলারে বলা হয় যে,

"All educated Muhammadan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have

Dhaka University Institutional Repository

long felt the need of an organisation whose deliberations and actions will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faith fully represent the views of the Muhammadans and at the same time command the confidence of the public in general as well as of the Government". [৬১]

আইনজীবীদের দ্বারা গঠিত হওয়ায় এ সংগঠনটি মূলতঃ মুসলমান সমাজের আইন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিই এর কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করে।[৬২] এ এসোসিয়েশন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল বলে জানা যায়।[৬৩]

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এ সকল সংগঠনের অনুকরণে এ সময় বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরো অনেক সভা-সমিতি গড়ে ওঠে।[৬৪] এ সকল সংগঠন বিভিন্ন সময় মুসলমান সমাজের সমস্যাবলী সরকারের নিকট উত্থাপনের মাধ্যমে স্ব সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস পায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ সকল সভা-সমিতির কোনটিই যথাযথ অর্থে রাজনৈতিক সংঘ ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাঁদের মাঝে আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রতিই মূলতঃ এগুলোর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ বিকশিত না হওয়ায় তাঁরা সমকালীন রাজনীতির প্রতি কোন প্রকার আগ্রহও প্রকাশ করেননি।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে এতে যোগদান না করার জন্য আহবান জানান। তিনি রাজনীতি পরিহারে মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি কংগ্রেস বিরোধী প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হন। স্যার সৈয়দ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেসের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে একে বাঙ্গালী হিন্দুদের সংগঠনরূপে অভিহিত

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের আরও অধিক সুযোগ দানের এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন করার কংগ্রেসের দাবীরও বিরোধীতা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে সরকারের প্রতি অনুগত থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার জন্য পরামর্শ দেন।[৬৫]

কংগ্রেসের প্রতি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করে। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মুখপাত্র 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-কে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এতে যোগদানের আহবান জানান হলেও উভয় সংগঠনই তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য এর সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'- কে যে আমন্ত্রণ জানান হয়, তার জবাবে সোসাইটির সেক্রেটারী আবদুল লতিফ বলেন যে,

"This committee of the Muhammadan Literary Society of Calcutta regret their inability to accept your invitation as they do not anticipate any benefit to be derived from further present discussion of the difficult and momentous questions likely to occupy the deliberations of the Congress." [৬৬]

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর সেক্রেটারী আমীর আলী অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন যে,

" .... This committee think that no possible advantage will result either to their community or the country at large by assuming an attitude of uneasiness towards the Gvernment and the steps it has taken and intends to take ..."[৬৭]

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে শুধুমাত্র কংগ্রেস ও এর সমর্থনকারী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনার সম্মুখীন হয় তাই নয়,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ সময় কংগ্রেসের প্রতি সংগঠন দুটির মনোভাবের সমালোচনা করে। বাংলা পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' [৬৮] পত্রিকায় সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী[৬৯] মুসলমানদের এরূপ নির্লিপ্ত মনোভাবের সমালোচনা করে বলেন যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অনুধাবন না করেই এর দ্বারা তাদের স্বার্থহানীর অমূলক আশঙ্কা করছে। তিনি আরও বলেন যে, মুসলমান সমাজের কতিপয় শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কারণে তাদের ঐরূপ আশঙ্কা আরও উদ্দীপ্ত হয়েছে।[৭০]

এ সকল সমালোচনা সত্ত্বেও বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। এ সময় বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেসের বিরোধিতায় উত্তর ভারতের মুসলিম সভা- সমিতি গুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন।[৭১]

বাংলার মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের দূরত্বকে বাড়িয়ে তোলে। এ সময় কতিপয় কারণে মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রামকৃষ্ণ পরমহংস[৭২] ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের[৭৩] নেতৃত্বে বাংলায় হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ এর অভ্যুদয় ঘটে। তাঁদের হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চিন্তা কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদেরকেরও প্রভাবিত করে এবং অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাও বিবেকানন্দের নিকট পরামর্শ চান।[৭৪] এ পুনর্জাগরণবাদী চেতনা কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে আরও প্রসারলাভ করে যখন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের[৭৫] নেতৃত্বে উগ্রপন্থী হিন্দুরা শিবাজী ও গণপতি[৭৬] উৎসবের প্রচলন করেন। এসব উৎসব বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক সাড়া জাগায়।[৭৭] বাংলার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য বিপিনচন্দ্র পালও[৭৮], এ সময় তিলকের কার্যক্রমকে সমর্থন করেন[৭৯]। হিন্দুদের এরূপ পুনর্জাগরণবাদী মনোভাবের কারণে মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এ সংগঠনটিকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় বলে মনে করেন।[৮০] আর তাই কংগ্রেসে যোগদান করতেও তাঁরা অনীহা প্রকাশ করেন।

এ সময় হিন্দু লেখকদের একাংশ মুসলমানদের ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করে সাহিত্য রচনা করলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।[৮১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [৮২] প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষী রচনা এ সময় বাংলার মুসলিম মানসকে ভীষণভাবে আঘাত করে। ফলে মুসলমান লেখকরাও হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এস. এম. আকবর উদ্দীন নামে জনৈক লেখক 'আল-এসলাম' [৮৩] পত্রিকায় 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধে হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম কুৎসামূলক রচনার সমালোচনা করেন।[৮৪] হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় মুসলমানদের যেরূপ কদর্যভাবে চিত্রিত করেন তার প্রতিবাদে 'নবনূর'[৮৫] পত্রিকায় বলা হয় যে, সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সাধারণ হিন্দু লেখকরা পর্যন্ত অযথা মুসলিম সমাজের নিন্দাবাদ করেন। আর হিন্দু ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে মুসলমান জাতির অপযশ প্রচার করেন। 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী এ সকল বিষয়ের প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, "ইহাই কি হিন্দু-মুসলমানের শুভ সম্মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়"?[৮৬] বস্তুতঃ পক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকদের

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিদ্বেষী সাহিত্য রচনা হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদেরকে আরও সন্দিহান করে তোলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে চাকুরী লাভের বিষয়কে কেন্দ্র করেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ায় তারা জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদসমূহে সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করে। এ সময় শিক্ষিত হিন্দুরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরী প্রদান এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবী জানান মুসলমানরা তার তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বে।[৮৭]

এ সময় হিন্দুরা গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন[৮৮] আরম্ভ করলে হিন্দু-মুসলমান বৈরী সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এ আন্দোলন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে উজ্জীবিত করে মুসলমানদের বিরূদ্ধে পরিচালিত করে। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে রাজশাহী জেলার তাহির পুরের জমিদার শশি শেখর গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য এক প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেন। কিন্ত কংগ্রেসের উদ্যোক্তাগণ এ প্রস্তাবটিকে অসময়োপযোগী বিবেচনা করে বাদ দেন।[৮৯] এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। মুসলিম পত্র-পত্রিকায় হিন্দুদের দ্বারা সূচিত এ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করার প্রচেষ্টাকে অভিযুক্ত করা হয়।[৯০] এর ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে,এমন কি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়।[৯১]এমতাবস্থায় মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী অনুভূতি আরও জোরদার হয়। কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের এরূপ বিরূপ মনোভাবের জন্য এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

'দি মোসলেম ক্রনিকল'[৯২] পত্রিকাটি হিন্দুদেরকে সরাসরি দোষারোপ করে উল্লেখ করে যে, "... it is the attitude of the Hindus that has kept back the Muslims from joining the Congress." [৯৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের চেতনায় স্বাতন্ত্র্যবোধ দানা বেঁধে ওঠে। এ সময় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটতে শুরু করে এবং চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষিত মুসলমানরা সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। এ প্রতিযোগিতায় তাঁরা হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন এবং তাঁদের পশ্চাৎপদতা ও ব্যর্থতার জন্য মুসলমানদের প্রতি সরকারের গৃহীত নীতিকেই দায়ী করেন। বৃটিশ সরকর অবশ্য সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীনে আনলেও ঐ সকল বিষয়ে কখনই কোন নাটকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।[৯৪] বৃটিশ সরকারের এ উদাসীন মনোভাবের দরুণ মুসলমানদের সরকার প্রীতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকের পর থেকেই মুসলমানরা সরকারের মৃদু সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন।[৯৫]

এ সময় প্যান-ইসলামী আন্দোলনের [৯৬] সূত্রপাত ঘটলে ভারতের মুসলমানগণও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এ আন্দোলনের অগ্রদূত জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭) মুসলিম বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর আদর্শের অনুকূলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১৮৮২ সালে কলকাতায় আগমন করেন। কিন্তু তাঁর বৃটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভারতে মুসলিম জাগরণের নেতৃবৃন্দ উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলার আবদুল লতিফ কেউই তাঁকে সমর্থন করেননি।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও জামাল উদ্দীন আফগানীর কলকাতা আগমন বাংলার বিকাশোন্মুখ মুসলিম মানসে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং তাঁদের একাংশ প্যান-ইসলামী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[৯৮] এ সময় সরকারের প্রতি মুসলমানদের অসন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ভারতের মুসলমান ও তুরস্কের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অগ্রগতির অভাব লক্ষ্য করে উদ্বেগও প্রকাশ করেন। এরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানোর জন্য বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেসের বিপরীতে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলিও স্বধর্মীদের এরূপ মনোভাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।[৯৯] কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে বাংলার মুসলমানরা তেমন একটা অগ্রগতি লাভ করতে পারেননি। কারণ ১৮৯০ সালে আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালে এবং ১৮৯৩সালে আবদুল লতিফ মৃত্যু বরণ করলে বাংলার মুসলিম নেতৃতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়।[১০০] এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলমানরা উত্তর ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই বাংলার মুসলমানরা উত্তর ভারতের মুসলমানদের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।[১০১] এ সময় মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে সর্ব প্রকার নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী জানান।[১০২] ভাইসরয় মুসলমানদের এ দাবীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলে তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো উৎসাহিত হন এবং ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ঢাকা শহরে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক বিবর্তনে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে মুসলমানরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম লাভ করেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকলেও তাঁদের একাংশ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অংশ নেন।[১০৩] ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বদরুদ্দীন তৈয়বজী[১০৪] নামে বোম্বের একজন মুসলমান ব্যারিষ্টার সভাপতির ভাষণে তৈয়বজী সকল সম্প্রদায়ের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করার আহবান জানান[১০৫]। ১৮৯৬ সালে বোম্বের আর একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতা রহমত উল্লাহ সায়ানী[১০৬] কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে জনাব সায়ানী মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের প্রতি বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করে সংগঠনটিতে যোগদানের আহবান জানান[১০৭]।

ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্য থেকেও একটি অংশ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলা থেকে ১৭ জন মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। এর পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলা থেকে কংগ্রেসে মুসলমান প্রতি নিধিদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে বাংলা থেকে ৩৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। আবার ১৯০১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে বাংলা থেকে ৩৪ জন এবং ১৯০৬ সালে ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনে ২২জন মুসলমান বাংলা থেকে অংশগ্রহণ করেন।[১০৮]

এরূপ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করলে এ সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং এ বিভাজনের বিরূদ্ধে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের [১০৯] প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। চিন্তা চেতনার দিক থেকে বাংলার এই সকল বিশেষ গোষ্ঠীর মুসলমানগণ ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রভাবমুক্ত ও উন্মুক্ত মনের অধিকারী। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনধর্মী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা অনুধাবন করেন যে, জাতীয় চেতনার বিকাশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন অপরিহার্য। আর সে কারণেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এ সকল মুসলমানগণ হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশীও বয়কট আন্দোলনে যোগদান করলেও তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থকে তাঁরা খন্ডিতভাবে না দেখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্নভাবেই দেখেন।

এসকল মুসলিম নেতৃবৃন্দই বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত। বলা যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়েই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের আর্বিভাব ঘটে এবং তাঁদের ভূমিকা বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে এক নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। A.K. Nazmul Karim, The Dynamics of Bangladesh Society, Vikas, New Delhi, 1980, p.67 (পরবর্তীতে Nazmul Karim হিসেবে উল্লেখিত)।

২। W.W. Hunter,The Indian Musalmans, First Bangladesh Edition, Dacca,1975, P.142 (পরবর্তীতে Hunter হিসেবে উল্লেখিত)।

৩। A. R.Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Asiatic Society of Pakistan, 1961, P.32 (পরবর্তীতে Mallick হিসেবে উল্লেখিত)।

৪। Mallick, op. cit., P.33.

৫। Hunter, op.cit.,P.167.

৬। Ibid., PP. 148-149.

৭। Mallick, op.cit.,P.48.

৮। Ibid., P.49.

৯। M.Fazlur Rahman, The Bengali Muslims and English Education (1765-1835), First Edition, Dacca, 1973, P.95.

১০। Mallick, op.cit.,P.65.

১১। রাজা রামমোহন রায় একজন হিন্দু ধর্মও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিনি ১৮১৫সালে 'আত্মীয় সভা' এবং ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কার ছিল সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচলনের জন্যও প্রচেষ্টা চালান। সূত্র:Nemai Sadhan Bose, Indian Awakening and Bengal,Third Revised and Enlarged Edition, Calcutta, Reprint, 1990, PP. 34-42 (পরবর্তীতে Nemai Sadhan Bose হিসেবে উল্লেখিত),A.F. Salahuddin

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835), Leiden, 1965, pp.36-38.

১২। Rana Razzaque Ahsan, Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947), Unpublished Ph.D. thesis, University of Dhaka, March,1997,PP. 6-7.

১৩। বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃঃ ২৯(পরবর্তীতে বদরুদ্দীন উমর হিসেবে উল্লেখিত)।

১৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব ইসলামের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার মাধ্যমে মুসলিম মানসের অধ:পতন রোধকল্পে আরব ভূ-খন্ডে এক শক্তিশালী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এ আন্দোলন আরব ভূ-খন্ডের বাইরে ভারতের মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করে। ভারতে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদেরও বিপুল সমর্থন লাভ করে।বাংলায় এ আন্দোলন পরিচালনা করেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। এ আন্দোলন পশ্চিমবাংলায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), তৃতীয় প্রকাশ,ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৪৪-৪৯ (পরবর্তীতে আনিসুজ্জামান হিসেবে উল্লেখিত)।

১৫। ফরায়েজী আন্দোলন ছিল ওহাবী আন্দোলনের অনুরূপ একটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞা। পূর্ব বাংলায় এ আন্দোলন সংঘটিত হয়। সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫৩।

১৬। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথমপ্রকাশ,কলকাতা,১৯৭০,তৃতীয় সংস্করণ,১৯৯০,পৃঃ২৯৮।

১৭। প্রাগুক্ত,পৃঃ২৬৩,২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। আনিসুজ্জামান,পূর্বোক্ত,পৃঃ৪১,বদরুদ্দীন উমর,পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩।

১৯। বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৩, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, আগামী প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯৩,পৃঃ ৪০-৪১, Muin-Ud-Din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1984, PP. 37-38.

২০। বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

২১। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪ - ১৯৭১), প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৭৬, ২৭৭,২৮০ (পরবর্তীতে সিরাজুল ইসলাম হিসেবে উল্লেখিত)।

২২। Jayanti Maitra, Muslim Politics in Bengal (1855-1906): Collaboration and Confrontation, First Published, Calcutta, 1984, P. 74(পরবর্তীতে Jayanti Maitra হিসেবে উল্লেখিত)।

২৩। W.C. Smith, Modern Islam in India, A Social Analysis, Reprinted, New Delhi, 1979, p.7 (পরবর্তীতে W. C. Smith হিসেবে উল্লেখিত)।

২৪। সৈয়দ আহমদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দেখুন S. M. Ikram, Modern Muslim India and the Birth of Pakistan, Second Edition, Revised and Enlarged, Lahore, 1965, PP. 15-66.

২৫। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২, ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, বাংলাএকাডেমী,ঢাকা,প্রথম প্রকাশ,১৯৮৩, পৃঃ ১০৩(পরবর্তীতে ওয়াকিল আহমদ হিসেবে উল্লেখিত) ।

২৬। Enamul Haque, Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings & Related Documents, Samudra Prokashani, Dacca, 1968, pp. 164-165(পরবর্তীতে Enamul Haqueহিসেবে উল্লেখিত)।

২৭। Ibid., p. 166.

Dhaka University Institutional Repository

২৮। হাজীমোহাম্মদ মহসীন১৭৩০ সালে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ সালে তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী মুন্নুজান খানুমের অর্পিত বিশাল সম্পত্তির মালিক হন এবং ১৮০৩ সালে কিছু সম্পত্তি নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ওয়াকফ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াকফ পরিচালনায় অসুবিধার কারণে সরকারের রাজস্ব বিভাগ মহসীন ফান্ড হস্তগত করে এবং ১৮৩৬ সালে এ ফান্ডের অর্থ দিয়ে হুগলী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। সূত্রঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃঃ ১০৫ (পরবর্তীতে ইনাম-উল-হক হিসেবে উল্লেখিত)।

২৯। Enamul Haque, op. cit., pp. 166-167.

৩০। Abdus Subhan, 'Nawab Abdul Latif Father of Muslim Awakening in Bengal', Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 35, June, 1990, P.42.

৩১। Nawab Abdool Luteef Khan Bahadur, A Short Account of my Public Life, Calcutta, 1885, Reprinted in Enamul Haque, op. cit., pp. 167-168.

৩২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৬৩ সালের৬ই অক্টোবর 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর ষষ্ঠ মাসিক সভায় যোগদান করেন। আবদুল লতিফের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর 'গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সূত্রঃ Enamul Haque,op.cit., p.195, F.N.2 .

৩৩। Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal(1884-1912),First Published, Dacca, 1974,p. 167(পরবর্তীতে Sufia Ahmed হিসেবে উল্লেখিত)।

৩৪। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। Enamul Haque, op, cit., p.79.

৩৬। Ibid., pp. 148-149.

৩৭। Ibid.,p.175.

৩৮। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী হানাফী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সুন্নী মুসলিম ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক কাল ধরে পূর্ব বাংলায় ইসলামী শরীয়তের শিক্ষাদান, ইসলামী আচার অনুষ্ঠান ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বাংলার মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., p.171, F.N.3, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা(১৯০৫-১৯৪৭), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৫,পৃঃ ৪।

৩৯। ইসলামের ধর্মীয় বিধান অনুসারে সমগ্র বিশ্ব 'দার-উল- ইসলাম' (শান্তি বা মিত্রভূমি) এবং 'দার-উল-হরব' (শত্রু ভূমি) এ দুটি দার বা দেশে বিভক্ত, মুসলিম আইনে এ দুটি দেশের সংজ্ঞা এবং এতে বসবাসরত মুসলমানদের চর্চিত আচরণের বিস্তারিত নির্দেশিকাও স্পস্টভাবে নির্ধারিত রয়েছে। সূত্রঃ Sufia Ahmed , op. cit., p, 172, F.N.2.

৪০। Enamul Haque , op. cit., p.175.

৪১। ওয়াকিল আহমদ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬, Sufia Ahmed, op. cit., p. 20, মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৪৮ (পরবর্তীতে আবদুর রহিম হিসেবে উল্লেখিত)।

৪২। Sufia Ahmed, op. cit., p. 172.

৪৩। ১৮৮৩ সালের ১৫ ই এপ্রিল প্রকাশিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'- এর প্রতিবেদন-এ এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৮ সাল বলে উল্লেখ করা হলেও আমীর আলী তাঁর স্মৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কথায় ১৮৭৭ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে উল্লেখ করেন। সূত্রঃ Memoirs of the Late RT. Hon'ble Syed Ameer Ali, Islamic Culture, 1932,p.9(পরবর্তীতে Memoirs of Ameer Ali হিসেবে উল্লেখিত), Nazmul Karim, op. cit., p. 213, F.N. 77.

৪৪। Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History (1858-1947), First Published, Bombay , 1959, Reprinted, 1964, p. 49 (পরবর্তীতে Ram Gopal হিসেবে উল্লেখিত)।

৪৫। কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৫২৬ (পরবর্তীতে কাজী আবদুল মান্নান হিসেবে উল্লেখিত)।

৪৬। Sufia Ahmed , op. cit., p. 176.

৪৭। Memoirs of Ameer Ali, op. cit., p.9.

৪৮। Sufia Ahmed, op.cit., p. 177.

৪৯। Ibid., P. 178.

৫০। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার একজন সরকারী আমলাএবং ১৮৮২-৮৩ সালে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন। সূত্রঃ M. Delwar Hussain , A Study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule in Bengal: Charles Stewart to Henry Beveridge, Asiatic Society of Bangladesh, First Published, 1987, p. 114.

৫১। আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।

৫২। ওয়াকিল আহমদ , ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮।

৫৩। Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century, Cambridge,1968,p.312.

৫৪। Sufia Ahmed, op. cit., p. 179.

৫৫। Nazmul Karim, op.cit., p. 214, Sufia Ahmed , op. cit., p. 179.

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। Memoirs of Ameer Ali, op. cit., p. 9.

৫৭। সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯০, Memoirs of Ameer Ali, op. cit., p.9.

৫৮। ওয়াকিল আহমদ,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।

৬১। Sufia Ahmed, op. cit., pp. 181-182.

৬২। ওয়াকিল আহমদ, ১ম খন্ড , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৭।

৬৩। Sufia Ahmed, op. cit., p. 183.

৬৪। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'ও'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় গড়ে ওঠা অন্যান্য মুসলিম সভা-সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ওয়াকিল আহমদ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৩৩-২৪২।

৬৫। Sufia Ahmed , op. cit., pp. 185-186.

৬৬। Ibid., p. 187, ওয়াকিল আহমদ, ২য় খন্ড , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।

৬৭। Sufia Ahmed , op. cit., p. 187.

৬৮। ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী -এর সম্পাদনায় এবং করিমন্নেসার অর্থানুকূল্যে পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে 'আহ্‌মদী' টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি এর অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায় নিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিল। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃঃ ৬ (পরবর্তীতে আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র হিসেবে উল্লেখিত)।

৬৯। আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ১৮৮৬, ১৯০১ এবং ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন প্রতিনিধিরূপে অংশ গ্রহণ করেন।১৯০৩ সালে আব্দুল হামিদ

Dhaka University Institutional Repository

খান ইউসুফজায়ী বাংলায় মুসলিম শিক্ষার উপর বক্তব্য সম্পর্কে একটি ভাষ্য প্রদান করেন। সূত্রঃ সুফিয়া আহমেদ, 'নওশের আলী খান ইউসুফ জাই কর্তৃক ১৯০৩ সালে লিখিত বাংলায় মুসলিম শিক্ষার উপর বক্তব্য সম্পর্কে একটি ভাষ্য', ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র,১৩৮২, পৃঃ ১৯২-২২৪, Sufia Ahmed, op. cit., p.190, ওয়াকিল আহমদ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৪।

৭০। Sufia Ahmed, op. cit., p.190.

৭১। ১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কংগ্রেসের বিরোধিতা করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার লক্ষ্যে 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'প্রতিষ্ঠা করলে বাংলার বিভিন্ন সংগঠনও এর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলা থেকে নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'-এর অধিভুক্ত হয়ঃ (১)সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, কলকাতা (২) ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, মেদিনীপুর শাখা (৩) আঞ্জুমান-ই- ইসলামীয়া, ময়মনসিংহ (৪) আঞ্জুমান-ই-ইসলামীয়া, রংপুর (৫) আঞ্জুমান- ই-মফিদুল ইসলাম, জিংগাপাড়া, মোহনগঞ্জ (৬) ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, হুগলী শাখা (৭) ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, পাবনা শাখা। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., p. 205, F.N.1.

৭২। রামকৃষ্ণ পরমহংস এর প্রকৃত নাম গদাধর চট্টপাধ্যায়। তিনি কলকাতার অদূরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের একজন পুরোহিত ও সাধক ছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। তাঁর মতে ভারতের চিরাচরিত প্রথায় উপাসনার মাধ্যমেই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। তাঁর ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর নামানুসারেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., p. 192, F. N. 2, Nemai Sadhan Bose,. pp.178-185.

৭৩। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 'Parliament of Religions'-এ অংশগ্রহণ করে হিন্দুধর্মের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর চিন্তা ও শিক্ষা জাতীয়তাবাদীদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিপিন চন্দ্র পাল স্বামী বিবেকানন্দকে 'Prophet of Nationalism' বলে আখ্যায়িত করেন। সুত্রঃ Nemai Sadhan Bose, op. cit.,pp. 185-196.

৭৪। Sufia Ahmed, op. cit.,p.192.

৭৫। বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৫৮ সালে এক গোঁড়া চিতপবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী শাখার একজন সদস্য ছিলেন। সূত্রঃ Pansy Chaya Ghosh, The Development of The Indian National Congress (1892-1909), Calcutta, 1960, p. 247 (পরবর্তীতে P.C. Ghosh হিসেবে উল্লেখিত)।

৭৬। শিবাজী একজন মারাঠা যোদ্ধা এবং মুঘলদের বড় শত্রু ছিলেন। মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় মুসলমানরা তাঁকে মুসলিম শাসন বিরোধী হিন্দু অভ্যুত্থানকারী বলেই মনে করতেন। ১৮৯৫ সালে বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজীর জন্ম ও অভিষেক অনুষ্ঠানের স্মরণে শিবাজী উৎসবের প্রচলন করেন। ইতোপূর্বে হিন্দুরা তাঁদের গৃহে ন্যায় ও সৌভাগ্যের দেবতা গণপতি বা গণেশের উপাসনা করতেন। বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উদ্দীপনাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ১৮৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সালে হিন্দুদেরকে প্রকাশ্যে গণপতি উৎসব উদ্‌যাপনে উৎসাহিত করেন। সূত্রঃ Sufia Ahmed , op.cit., pp.210-211, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৬ (পরবর্তীতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান হিসেবে উল্লেখিত)।

৭৭। কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৭৮। বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের সদস্য হন। তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী শাখার একজন অন্যতম বাঙ্গালী নেতা ছিলেন। সূত্রঃ P.C. Ghosh, op. cit., p. 246.

৭৯। Sufia Ahmed , op. cit., p.212.

৮০। I bid., p. 213.

৮১। কাজী আবদুল মান্নান , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

৮২।বঙ্কিম চন্দ্রচট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৫) একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'রাজসিংহ' (১৮৮২-১৮৮৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)একজন সাহিত্যিক ও নাট্যকার ছিলেন।তাঁর রচনার মধ্যে 'আর্য্যগাথা' কাব্যগ্রন্থ(১৮৮২), 'সাজাহান' নাটক (১৯০৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সূত্রঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৯৯-২১৩।

৮৩। 'আল - 'এসলাম' পত্রিকাটি ১৯১৫ সালের ৩রা মে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরাম খান। এটি একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান সাময়িক পত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৮৪। কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৭।

৮৫। 'নবনূর' পত্রিকাটি সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায়

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক পত্রিকা রূপে ১৯০৩ সালের ১৫ ই মে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সূত্র ঃ আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

৮৬। 'অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৭,দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃঃ ২২০, কাজী আবদুল মান্নান , পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৮৭। Sufia Ahmed, op. cit., pp. 195-196.

৮৮। গোহত্যা নিবারণী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। গো-হত্যা রোধ করার জন্য তিনি ১৮৮২ সালে গোরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ আন্দোলন আরও জোরদার হয়। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান মুসলিম মানস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২, Sufia Ahmed, op. cit., p. 198, F.N. 2.

৮৯। Sufia Ahmed, Op. cit., P. 199, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা, (নলিনী মোহন দাশগুপ্ত অনূদিত), কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩৯ (পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবে উল্লেখিত)।

৯০। Sufia Ahmed, op. cit., p.200.

৯১। বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

৯২। ১৮৮২ সালে চট্রগ্রামের শাহ্ বদিউল আলম কলকাতা থেকে 'মহামেডান অবজারভার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে যশোরের আব্দুল হামিদ বি.এ. এই পত্রিকার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে এর নতুন নাম দেন ' দি মোসলেম ক্রনিকল এন্ড দি মহামেডান অবজারভার'। সূত্রঃ ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃঃ ৮৩ (পরবর্তীতে ইমরান হোসেন হিসেবে উল্লেখিত)।

৯৩। The Moslem Chronicle, 3 August 1901.

Dhaka University Institutional Repository

৯৪। Sufia Ahmed, op. cit., p. 202.

৯৫। W.C. Smith, op. cit., pp. 202-203.

৯৬। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ অভ্যন্তরীণ সংকট এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবেলা করার জন্য তাঁর শাসনের পক্ষে বিশ্বের মুসলমানদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে প্যান-ইসলামবাদের কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। সূত্র ঃ W.C. Smith, op. cit., p. 33.

৯৭। এ.কে. এম. ইদ্রিস আলী, 'উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ', ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ -১ম-৩য় সংখ্যা-১৪০৫, পৃঃ ৫২।

৯৮। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী, ১৯৬৮, পৃঃ ৯।

৯৯। Sufia Ahmed, op. cit., p. 206.

১০০। Ibid.

১০১। Ibid., p. 214.

১০২। এ. আর. দেশাই,ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, ভাষান্তর মনস্বিতা সান্যাল, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম অনুবাদ সংস্করণ, ১৯৮৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃঃ ৩৪৬।

১০৩। Ram Gopal, op. cit., p. 78.

১০৪। বদরুদ্দীন তৈয়বজী১৮৯৫ সালে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি 'আঞ্জুমান-ই- ইসলাম'-এর সেক্রেটারী এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হন। তিনি বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও নির্বাচিত হন। সূত্রঃ Ram Gopal, op. cit., p.77, P.C. Ghosh, op. cit., p. 247.

১০৫। Ibid., PP. 77-78.

Dhaka University Institutional Repository

১০৬।রহমত উল্লাহ সায়ানী বোম্বের একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।তিনি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বোম্বের ব্যবস্থাপক সভা ও গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। সূত্রঃ P.C. Ghosh, op. cit., p.246.

১০৭।Ibid.

১০৮।Ibid., P. 208.

১০৯।স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

বঙ্গভঙ্গ যুগে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকাঃ ১৯০৫-১৯১২

ইংরেজগণ ভারতের শাসনভার লাভ করার পর থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত ও বহুল আলোচিত। ১৮৫৪ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর[১] সময় বাংলার সীমারেখা পুনর্গঠনের বিষয়ে সরকারী মহলে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হলেও নানা কারণে ১৯০৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[২] ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ করলে দলমত নির্বিশেষে বাংলার হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান নেতৃবৃন্দও এর প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা সংবাদ পত্রে সম্পাদকীয় লিখে ও সভা-সমিতির মাধ্যমে সরকারের নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ করে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন।[৩] কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর পূর্ব বঙ্গ ও আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা কার্যকর করা হলে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান এর পক্ষ অবলম্বন করেন।[৪]

বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেও মুসলমানদের একাংশ এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের সমকক্ষ এবং মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম, দেলদুয়ারের জমিদার ও আইনজীবী আব্দুল হালিম গজনভী, ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা আতিকুল্লাহ, ফরিদপুরের বেলগাছিয়ার জমিদার আলিমুজ্জামান চৌধুরী, 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ, বগুড়ার নবাব আব্দুস সোবহান চৌধুরী প্রমুখ। তাছাড়া বাঙ্গালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কয়েকজন এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান, 'সোলতান' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আকরাম খান, কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ ছিলেন সে সময়ের মুসলমান সমাজের সম্মুখ সারির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম। এতদ্ব্যতীত দিদার বক্স, লিয়াকত হোসেন, আব্দুল গফুর প্রমুখ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৫]

বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার পশ্চাতে তাঁদের কারণ ছিল এই যে, এর ফলে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। শুধু তাই নয় কলকাতার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নতুন প্রদেশের মুসলমানরা বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তখন কলকাতাই ছিল বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক ও অন্যান্য সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, বঙ্গ ভঙ্গের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা আরও পশ্চাৎপদ হয়ে পড়বে। এমনকি নতুন প্রদেশের সরকার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হলেও তা হবে একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।[৬] সর্বোপরি আব্দুর রসুলের মত নেতা বঙ্গ ভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্তকে এক জাতীয় বিপর্যয় বলে মনে করেন। কেননা এ বিভক্তি বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করবে।[৭] আব্দুর রসুলের মতে,

"It was not for administrative purposes nor was it for the purpose of relieving the Lieutenant-Governor of Bengal that Bengal had been divided into two provinces; but it was simply to wreak Lord Curzon's vengeance on the too harmless and law-abiding people of Bengal that they had been seperated from their with and kin and placed under two different Governments whose chief object will be to aim death blows at the solidarity and homogeneity of the entire Bengali nation by introducing different laws through their different legislatures. "[৮]

এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গ ভঙ্গ কার্যকরী করা হলে পূর্বোল্লেখিত বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর বৈমাত্রেয় সহোদর খাজা আতিকুল্লাহ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে তিনি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত মোকাবেলা করার আহবান জানান। তিনি তাঁর প্রস্তাবে বলেন যে,

".... It is not correct that the Mussalmans of Eastern Bengal, as a body are in favour of the partition of Bengal. The real fact is that,

Dhaka University Institutional Repository

it is only a few leading Mahomedans, who for their own purposes, supported the measure. To support partition is to lay an axe at our feet; for partition means an enormous cost and the people are not able to bear this heavy burden. At least to save ourselves form this cost, the Hindus and Mussalmans should continue to enter an united protest against the measure. I very much regret that the views of the members of the Khaja family of Dacca, to which I have the honour to belong, have been very much misrepresented . It is true that Nawab Salimulla has given his support to the partition but that does not prove that the Khaja family is with him in this respect . As a matter of fact, that is his own individual view and that is not the view of the bulk of the Khaja family. The view of the latter is that partition is a great wrong done both to Hindus and Mussalmans and it should be revoked."[৯]

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফও এ সময় কলকাতার ফেডারেশন হল এ অনুষ্ঠিত বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী এক সভায় সভাপতিত্ব করেন ।[১০] তাছাড়া আলিমুজ্জামান চৌধুরী ফরিদপুরের মুসলমানদের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী এক স্মারক লিপি পেশ করেন। এতে বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয় যে,

"....Your Memorialists deplore the separation of their Province from Calcutta which is the centre of all healthy intellectual life and possesses rare educational facilities. They regard their separation from Calcutta as a heavy blow upon their future advancement and progress."[১১]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালের ৩রা নভেম্বর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ কলকাতায় 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[১২] আব্দুর রসুল এর সভাপতি, মৌলভী ইব্রাহীম মোহাম্মদ ও আব্দুল মাজেদ সহ-সভাপতি, আব্দুল হালিম গজনভী কোষাধ্যক্ষ এবং মৌলভী আবুল কাসেম ও মৌলভী মুজিবর রহমান যথাক্রমে এর সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন।[১৩] আব্দুর রসুলের কলকাতাস্থ ১৪ নং রয়েড স্ট্রীটের নিবাস এ- এসোসিয়েশনের প্রধান সভাস্থল ছিল।[১৪] এ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক পর্যায়ে মুসলমানদের সংগঠিত করার পাশাপাশি বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ আব্দুর রসুলের নেতৃত্বে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমান জনমত গঠন ও মুসলমানদের জোটবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। এ উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কলকাতায় এক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। বেরার অঞ্চলের জমিদার গোলাম আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে সকল সম্প্রদায়ের সাথে একযোগে কাজ করার জন্য 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসোসিয়েশনের ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ বাহাদুর সভাপতি, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ-সভাপতি এবং আব্দুর রসুল এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলা থেকে নির্বাচিত এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ, মৌলভী আবুল কাসেম, আব্দুল হালিম গজনভী, আলিমুজ্জামান চৌধুরী ও মৌলভী মুজিবর রহমান ছিলেন প্রধান।[১৬] তবে এ সংগঠন দুটির তৎপরতা ছিল সীমিত। কেননা ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের ন্যায় বাংলার অধিকাংশ মুসলমানও এসময় মুসলিম লীগের প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিলাতী পণ্য বয়কট বা বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের যে আন্দোলন শুরু হয়[১৭] বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ তার প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুর রসুলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল প্রথম কাতারে। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনধর্মী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৮]আর এজন্যেই তিনি স্বদেশী আন্দেলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলাকালীন সময় বাংলার বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত অনেক সভা-সমাবেশেও অংশগ্রহণ করেন। এসব সভা-সমাবেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনমত গঠনের পাশাপাশি তিনি মুসলমাদেরকেও এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান এবং ইংরেজদের ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন।[১৯] ১৯০৫ সালের ২৩শে সেপ্টম্বর কলকাতার রাজাবাজারে মুসলমাদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আব্দুর রসুল সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি 'হিন্দু-মুসলমানকে একই বঙ্গমাতার সন্তান' বলে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেন।[২০] ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে সহায়তা করার এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারকে জোরালভাবে সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[২১]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর 'কার্লাইল সার্কুলার' [২২] জারি করলে তা সর্বত্র সমালোচনার ঝড় তোলে । সরকারে এ নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর কলকাতায় ফিল্ড এন্ড একাডেমী ক্লাব প্রাঙ্গণে আব্দুর রসুলের সভাপতিত্বে এক সভা আয়োজিত হয়। সভাপতির ভাষণে আব্দুর রসুল ' কার্লাইল সার্কুলার'- এর জবাবে দেশবাসীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আহবান জানান।[২৩] এ সময় স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (National Council Of Education) গঠন করা হয়।[২৪] আব্দুর রসুল এ পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বাংলার অন্যান্য উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে নবাব আব্দুস সোবহান চৌধুরী এবং খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফও এ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। [২৫]

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন।১৯০৬ সালের ১৪ও১৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আব্দুর রসুল।[২৬] আব্দুল হালিম গজনভীও ঐ সভায় অংশগ্রহণ করেন।[২৭] নতুন প্রদেশের সরকার বলপূর্বক ঐ সম্মেলন বানচালের চেষ্টা চালালেও তা সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতিরূপে আব্দুর রসুল জোরাল ভাষায় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।তবে তিনি অসুস্থ থাকায় আব্দুল হালিম গজনভী ভাষণ পাঠে তাঁকে সহায়তা করেন।আব্দুর রসুল তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে জাতীয় জীবনে যে জাগরণের সূচনা হয় সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে,

" Lord Curzon's malignant attempt at the destruction of the unity of Bengal in 1905, though as a great calamity ought to be looked upon by us as a great blessing in disguise. What we could not have accomplished in fifty or one hundred years, that great disaster, the partition of Bengal,has done for us in six months. It's fruits have been the great national movement known as the Swedeshi movement. It is the partition which has brought it about."[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রসুল তাঁর ঐ ভাষণে মুসলমানদের অধঃপতিত অবস্থার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের রাজানুগত নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেন। বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির যে প্রলোভন দেখান তাতে প্রতারিত না হয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তিনি মুনলমানদেরকে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়,

"I therefore appeal to my Mahomedan countrymen to give up their indifference to politics and join the Hindus and co-operate with them in all matters concerning the welfare of the common motherland. Unless you are ready to migrate in a body to Arabia, Persia or Turkey, your political intersts will ever be the same as those of the people of other denominations in Bengal."[২৯]

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনেও আব্দুর রসুল কঠোর ভাষায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করেন।[৩০] একই বছর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে আব্দুর রসুল অনারেরী পদসমূহ বর্জন করার আহবান জানালে ব্রাহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং 'স্বরাজ' [৩১] এ পত্রিকা দুটিতে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।[৩২] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সভা সমাবেশ করার পাশাপাশি আব্দুর রসুল এ বিভাজনের বিরুদ্ধে মুসলমান জনমতকে সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালে ' দি মুসলমান' নামে একটি ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রকাশেও মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনৈতিকদের মধ্যে বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম ছিলেন অন্যতম। তিনি আব্দুর রসুলেরও একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। আবুল কাসেম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন এবং মুসলমান যুবকদেরকে কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কাজে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে [৩৩] সহায়তা করেন। [৩৪]১৯০৫সালের পূর্বে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রভাবশালী বাঙ্গালী মুসলমান নেতা।[৩৫] কংগ্রেসের মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ১৮৯৬ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত অধিবেশন গুলিতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন [৩৬] এবং ১৯০৪ সালে কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন কমিটি ও ১৯০৫ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার পর বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় নিজেদের সংগঠিত করার জন্য 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করলে আবুল কাসেম এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তবে এসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবে তাঁর কার্যকালের বেশীর ভাগ সময় তিনি কলকাতার বাইরে অবস্থান করায় সংগঠনটির কর্মকান্ডে খুব বেশী অবদান রাখতে পারেননি। এতদসত্ত্বেও স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলাকালীন সময় তিনি কলকাতা, চব্বিশ পরগণা ও তাঁর নিজ জেলা শহর বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সমবেশে ভাষণ দেন এবং প্রাদেশিক সভা-সমূহে অংশগ্রহণ করেন।[৩৮] আবুল কাসেম স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে সাংবাদিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুসলমান জনমত গঠনে আব্দুর রসুলের উদ্যোগে ' দি মুসলমান' নামে যে ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন আবুল কাসেম তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। [৩৯] কিন্তু পত্রিকাটির প্রথম ছয় সংস্করণের সম্পাদনা করার পর আবুল কাসেমের ব্যাক্তিগত অসুবিধার কারণে মৌলভী মুজিবর রহমান ঐ কাগজের সম্পাদনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। [৪০]

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে আব্দুর রসুলের অপর সহকর্মী ছিলেন বাংলার অন্যতম নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা, টাঙ্গাইলের জমিদার ও কলকাতার আইনজীবী আব্দুল হালিম গজনভী। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করেন। একজন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে জনাব গজনভী কংগ্রেসের সদস্য ছিলেনএবং ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করে বক্তব্য প্রদান করেন। [৪১] ১৯০৫ সালের ২৭শে আগষ্ট ঢাকার জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।ঐ সভায় প্রায় দশ সহস্র লোক সমবেত হয়। এতে আব্দুল হালিম গজনভীও যোগদান করেন। জনাব গজনভী উক্তসভায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং বিলাতী পণ্য বর্জনের আহবান জানিয়ে তেজস্বী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে,

"কেহ কেহ বলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা আছে। যাহারা এরূপ বলেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা মিথ্যা বলিয়া থাকেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কখনও

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুতা হইতে পারে না; কারণ হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই এক বঙ্গ জননীর সন্তান। ভাই ভাই শত্রুতা হইবে কিরূপে? হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইংরেজের তো জন্মভূমি বাঙ্গালা নহে? তাই আজ আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলে বলি, তোমরা ভাগ করিতে হয় কর, আমরা কিন্তু ভাগ করিতে দিব না। ইংরেজরা পয়সাটীকে বেশ চিনেন। ততদূর থেকে ইংরেজ এসেছেন পয়সা নিতে; সে পয়সা যদি বন্ধ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ফললাভ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ এবার ইংরেজের পকেটে হাত দিতে হইবে। মিটিং তো অনেক করা হইল; কিন্তু কিছুতেই যখন রাজপুরুষরা শুনিতেছেন না, তখন এ ব্যবস্থাই প্রশস্ত।.... এখন হইতে আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। শত বৎসর পূর্ব্বে কি দেশের কাপড়ে দেশের অভাব পূর্ণ হইত না? 'ছেড়া কাপড় পড়িব, তথাপি বিদেশীয় কাপড় পড়িব না,' "সকলে এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন।" [৪২]

আব্দুল হালিম গজনভী তাঁর ভাষণের এক পর্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ঐ বছর ঈদে বা দূর্গোৎসবে কোন প্রকার আনন্দ উৎসব না করার পরামর্শ দেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার উৎসব বা আনন্দে যোগদানে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান।[৪৩] ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ যে দিন কার্যকর করা হয় সেই দিন কলকাতায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক সভাতেও আব্দুল হালিম গজনভী অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ দিনই কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে উভয় বঙ্গের একাত্মবোধের প্রতীকরূপে নির্মিতব্য ফেডারেশন হল-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান করেন। আব্দুল হালিম গজনভী ১৯০৬ সালের ঐতিহাসিক বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন। [৪৪] তিনি স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলমানদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪৫] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার প্রেক্ষাপটে বিকল্প পন্থা হিসেবে জনাব গজনভী ১৯০৭ সালে টাঙ্গাইলে 'ইউনিয়ন হাইস্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম সেক্রেটারী হন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আব্দুল হালিম গজনভী ইতোপূর্বে টাংগাইলের পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সহায়তায় টাংগাইলে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারই-এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল।[৪৬]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চরম মুহূর্তে ১৯০৮ সালের ৭ ই আগষ্ট স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার ডিয়ার পার্কে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।আব্দুল হালিম গজনভী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলমাদেরকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আহবান জানান। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর ভাষণে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ ভাবে আহবান জানান। তিনি বলেন যে,

"It would be idle to ignore that the relations between Hindu and Mahomedans are capable of improvement- a fact which we all deplore.It is obvious that in the best interest of the country it is necessary that there should be the most cordial good will between the two communities, useful and effective. I regret to have to say that now and then individual acts in a manner which wounds the feelings of the Mahomedans, and which are taken advantage of by the enemies of Indian advancement to create and accentuate differences between the two communities. It should be the endeavour of Hindu leaders to prevent such acts of indiscretion and promote harmony and fellow feeling between the two great communities. This is all the more obligatory on them when it is borne in mind that they are wealthier and more influential section of the commumity. Hindus and Mahomedans are the sons of the same common mother .The Hindu is the elder brother.He should take the younger up by the hand, leading him on in the paths of prosperity and progress." [৪৭]

এছাড়া আব্দুল হালিম গজনভী স্বদেশী আন্দোলনের একজন কর্মীও ছিলেন। একজন স্বদেশী কর্মী হিসেবে তিনি কলকাতার চাঁদনী চকের জুতা আমদানীকারকদের বিলাতী জুতা আমাদানী বর্জনে উদ্বুদ্ধ করার কাজেও লিপ্ত হন।[৪৮]

পূর্বে আলোচিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে প্রচারক, বক্তা, কর্মী ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন দীন মোহাম্মদ, দিদার বক্স, হেদায়েত বক্স, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, আবুল হোসেন, আব্দুল গফুর ও লিয়াকত হোসেন প্রমুখ।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম প্রচারকদের মধ্যে দীন মোহাম্মদ ছিলেন অন্যতম। তিনি রানাঘাট, গোবরডাঙ্গা, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত স্বদেশী সভায় ভাষণ দানের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের বাণী প্রচার করেন। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি যশোর সফর করেন। তাঁর সফর ঐ অঞ্চলের আন্দোলনকারীদের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।স্বদেশী প্রচারণা ছাড়াও দীন মোহাম্মদ ' এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি,' [৪৯] -এর সাথে জড়িত ছিলেন বলেও জানা যায়।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

দিদার বক্স কলকাতার একজন স্কুল শিক্ষক ও স্বদেশী প্রচারক ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় এক পত্র প্রকাশ করেন। ঐ পত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের প্রতি আহবান জানান। একজন নিবেদিত কর্মী ও নিয়মিত স্বদেশী বক্তা হিসেবে দিদার বক্স কলকাতায় অনুষ্ঠিত বহু স্বদেশী সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া ১৯০৭ সালের প্রথম দিকে তিনি তমলুক, বাগনান, রাজশাহী ও মালদহ জেলা সফর করে ঐ সকল জেলায় অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করেন। তাছাড়া জেলা সম্মেলনগুলিতে তিনি প্রায়ই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সফর সঙ্গী হতেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে হুগলী- হাওড়া জেলা এসোসিয়েশন তাঁকে প্রচারক এর দায়িত্বে নিযুক্ত করে। পরবর্তী বছর তিনি হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বিলাতী পণ্য বর্জনের পক্ষে এক প্রস্তাব পেশ করেন। [৫১]

স্বদেশী বক্তা হিসেবে আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য 'সোলতান' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ঢাকার স্কুল শিক্ষক হেদায়েত বক্সের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকার ১৯০৭ সালের মে মাসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। [৫২]

স্বদেশী বক্তা হিসেবে হুগলীর আবুল হোসেন এবং বাটাজোরের প্রাক্তন ফার্সী ভাষার শিক্ষক আব্দুল গফুরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা নদীয়া, দিনাজপুর, পাবনা, ত্রিপুরা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, ডায়মন্ড হারবার সহ কার্যত সমগ্র বাংলাতে অনুষ্ঠিত স্বদেশী সভাতে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সকল অঞ্চলে প্রদত্ত ভাষণে তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আব্দুল গফুর তাঁর স্বদেশী বক্তৃতায় তুরস্কের সুলতানের প্রতি বৃটিশ সরকারের অসদাচরণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর শ্রোতাদেরকে সরকার বিরোধী সংগ্রামে লাঠি খেলা শেখার আহবান জানান। গফুরের বক্তৃতার এরূপ সংগ্রামী সুর সরকারী মহলে যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করে। [৫৩]

স্বদেশী আন্দোলনের আর একজন প্রচারক ছিলেন পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী। পাংশার মুসলমানদেরকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। জনাব রওশন আলী চৌধুরী পাংশার জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র প্রচার করে স্বদেশী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে স্থানীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।[৫৪]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে বক্তা, প্রচারক ও কর্মীরূপে যাঁদের সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিয়াকত হোসেন। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম স্বদেশীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "উদ্দেশ্যের অকপটতা, স্বদেশের স্বার্থের প্রতি অনন্যমনা অনুরাগ এবং সেই স্বার্থের সেবায় নির্ভীকভাবে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই বললেও চলে"।[৫৫] স্বদেশী আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মীরূপে লিয়াকত হোসেন ১৯০৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কাছে লিখিত এক পত্রে বঙ্গভঙ্গের চরম বিপর্যয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ঐ পত্রে তিনি বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিলাতী পণ্য বর্জন করাকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৫৬] তাছাড়া লিয়াকত হোসেন ১৯০৫ সালের ২৪শে অক্টোবর কলকাতার কলেজ স্কয়ার প্রাঙ্গণে আয়োজিত বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী এক বিশাল জনসভাতেও যোগদান করেন। ঐ সভায় প্রায় দুই হাজার মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। মৌলভী ওয়াজেদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় জনাব লিয়াকত হোসেন বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোরাল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভায় উপস্থিত অন্যান্য সকলের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বদেশী আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করন।[৫৭] তিনি 'কার্লাইল সার্কুলারের' বিরুদ্ধে গঠিত 'এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' এর সক্রিয় সভ্য হন।[৫৮] তিনি সোসাইটির পক্ষ থেকে এর শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন[৫৯] এবং এর তহবিল সংগ্রহেও সহায়তা করেন। [৬০] স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাংলার যে সকল উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে লিয়াকত হোসেন ছিলেন অন্যতম।[৬১] ১৯০৬ সালের ১৮ ই এপ্রিল বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে কলেজ স্কয়ার প্রাঙ্গণে সম্মেলন প্রত্যাগত নেতাদের সম্মানে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে মৌলভী মুজিবর রহমানের সঙ্গে লিয়াকত হোসেনও যোগদান করেন। উভয় নেতাই ঐ সভায় বরিশাল সম্মেলনে সংঘটিত ঘটনার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী আচরণের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন।[৬২] সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলাকালীন সময় ১৯০৬ সালের গ্রীষ্ম মৌসুমে 'ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে' -এর কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করলে লিয়াকত হোসেন ধর্মঘটকারীদের স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও সক্রিয় তৎপরতা চালান। এ লক্ষ্যে তিনি আসানসোল ও ঝরিয়ায় ধর্মঘটকারীদের বিভিন্ন সভাতেও ভাষণ দেন।[৬৩] ১৯০৭ সালের ৩রা জুন লিয়াকত হোসেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য 'মুসলমান দুনিয়া কা ওয়াস্তে মুস্তাদ আত্তর কাফির মাত হো' (মুসলমানগণ দুনিয়ার জন্য অবিশ্বাসী ও বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত হও) শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ কাজে আব্দুল গফুরও লিয়াকত হোসেনের সহযোগী ছিলেন। এ পুস্তিকা প্রকাশের কিছুদিন পর তাঁরা বরিশালে তা বিতরণ করতে গেলে তাঁদের উভয়কেই তাৎক্ষণিক ভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে লিয়াকত হোসেনকে তিন বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[৬৪]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সাহিত্য রচনা ও বিভিন্ন ধরণের লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিরাজী ছিলেন স্বদেশী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি।[৬৫] তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পারস্পারিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় তা নিরসনে তিনি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তা স্বাধীনতা অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি এ বাধা অপসারণে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করেন এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে হিংসা-দ্বেষ, অভিমান ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে ওঠার আহবান জানান। ১৯০৫ সালে শিরাজী কর্তৃক রচিত 'নব উদ্দীপনা' কবিতাটিতে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকামী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[৬৬] এতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনার ওপর জোর দিতে গিয়ে বলেনঃ

> "হিন্দু মুসলমান হলে এক প্রাণ,
> ফুৎকারে উড়িবে পর্ব্বত পাষাণ
> নিশ্বাসে ছুটিবে প্রলয় পবন
> ভূভঙ্গে জ্বলিবে কালাগ্নি ভীষণ "।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলাকালীন সময় ইসমাইল হোসেন শিরাজীর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থ। এতে তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও মুসলিম জাগরণের ওপর আলোকপাত করেন।[৬৮] ইসমাইল হোসেন শিরাজী চেয়েছিলেন যে, জীবন সংগ্রামে পশ্চাদৎপদ মুসলমানদের মাঝে আত্মচেতনা ফিরিয়ে এনে তাদেরকে হিন্দুদের সমকক্ষ করে তোলে ইংরেজদের অধীনতা থেকে সম্মিলিতভাবে মুক্তি অর্জন করতে। [৬৯] তাঁর এরূপ অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটে 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থে। এ গ্রন্থের 'অনল প্রবাহ' শিরোনামে রচিত কবিতায় শিরাজী মুসলমারদেরকে তাঁদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়ে বলেনঃ

"উঠ তবে ভাই! উঠ মুসলমান,
জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ
সাধহ কর্তব্য রাখিবারে মান
এখনি নিশার হবে অবসান।
এখনি ভাতিবে আলোক রাশি"।[৭০]

একই কবিতায় শিরাজী জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু সমাজের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা নিবেদন করে বলেনঃ

"পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার
ঘুচাতে দাসত্ব কলঙ্কের ভার
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন
জাতীয় কলঙ্ক করিতে মোচন,
করেছে সকলে কি পণ কঠিন "।[৭১]

শিরাজী জাতীয় জীবনে অবদান রাখার জন্য মুসলমানদেরকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার আহবান জানিয়ে ঐ কবিতায় বলেনঃ

"জাতীয় উন্নতি সাধন কারণ
উৎসর্গ করবে স্বকীয় জীবন,
হবে ধন্য মান্য মানব জনম
চিরদিন বিশ্বে অমর রবে"।[৭২]

অনল প্রবাহ গ্রন্থটি সরকারের নিকট আপত্তিকর বিবেচিত হওয়ায় বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে দুই বছরের জন্য কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[৭৩] এ কারাবরণ রাজনীতির সঙ্গে শিরাজীর যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ করে তোলে।[৭৪] জানা যায় তিনি ১৯০৬ সালে কলকতায় কংগ্রেস অধিবেশনেও একজন প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। [৭৫] কিন্তু শিরাজীর বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী অবস্থানকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থকরা সুনজরে দেখেনি এবং ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে সিরাজগঞ্জে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আগমন উপলক্ষে সভা-সমিতির আয়োজন করা কালীন সময় বঙ্গ ভঙ্গের সমর্থকদের হাতে শিরাজী

Dhaka University Institutional Repository

প্রহৃত হন। [৭৬] এতদসত্ত্বেও তিনি স্বদেশ ভক্তিপূর্ণ কবিতা রচনা করা, স্বদেশী সভায় অংশগ্রহণ ও ভাষণ দান অব্যাহত রাখেন।[৭৭]

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলাকালীন সময় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মসূচীতেও অংশগ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীকগণ এককভাবে অথবা হিন্দুদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৭৮]

১৯০৫ সালে বাংলার প্রখ্যাত উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুল হালিম গজনভী স্বদেশী পণ্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচলনের উদ্দেশ্যে কলকাতার বউবাজার ও লাল বাজার সড়কের মোড়ে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানী' নামে একটি বড় দোকান স্থাপন করেন।[৭৯] একই উদ্দেশ্যে জনাব গজনভী ১৯০৮ সালে বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম নেতা বগুড়ার নবাব আব্দুস সোবহান চৌধুরীর সাথে যৌথ উদ্যোগে ২লক্ষ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে 'বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। [৮০] উপরোক্ত দু'জন ছাড়াও এ কোম্পানীর পরিচালক মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে আহমদ মুসাজী সোলাজী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং রাধাচরণ পাল প্রমুখ। [৮১] আব্দুল হালিম গজনভী তাঁর নিজ এলাকা টাঙ্গাইলে বস্ত্রবয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন বলেও জানা যায়।[৮২] তাছাড়া আরও জানা যায় যে, আব্দুল হালিম গজনভী মুসলমান ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য 'বেকা ইন্ডিয়ান রেকর্ড' নামে একটি গ্রামোফোন কোম্পানীও স্থাপন কারন। [৮৩] এছাড়াও বাংলার নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মুসলিম নেতা আব্দুর রসুল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে অশ্বিনী কুমার দত্ত ও অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সহযোগিতায় 'কো-অপারেটিভ নেভিগেশন লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৪]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি সংবাদপত্রও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মুসলমান জনমত গঠন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন ও স্বদেশী আদর্শের প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গুলির মধ্যে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'সোলতানে'র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।'দি মুসলমান' পত্রিকাটি ১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রকাশিত হয়। [৮৫] আব্দুর রসুল ও আব্দুল হালিম গজনভীর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এ পত্রিকার সম্পাদক হন বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম এবং ম্যানেজার হন মৌলভী মুজিবর রহমান। কিন্তু কয়েকমাস পর আবুল কাসেম এর সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে মৌলভী মুজিবর রহমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং আমরণ এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।[৮৬] মৌলভী মুজিবর রহমান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একজন আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আর এজন্যই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সংবাদ এ পত্রিকাটিতে গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৬ শে এপ্রিল 'দি মুসলমান ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Do Mussalmans Benefit Better Than the Hindus by Swadeshism?' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ও হিন্দুদের ন্যায় উপকৃত হবে। বিষয়টি উক্ত প্রবন্ধে পরিসংখ্যান তথ্য সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপঃ[৮৭]

পূর্ব বঙ্গ ও আসাম			বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বিহার		
জেলা	তাঁতী	জোলা	জেলা	তাঁতী	জোলা
চট্টগ্রাম	১,৭১০	২,২৯৫	পাটনা	১৫,১০৫	৩৮,৬৩৩
নোয়াখালি	-	-	গয়া	৩,৯৭৪	৭৪,২৫২
ত্রিপুরা	১,৩৬৩	-	সাহাবাদ	৭,৬৫২	৫৩,৪৯৫
বাখরগঞ্জ	-	১৩,৩৪৩	সর্মা	৭,৯৯৫	৯৭,২২২
ফরিদপুর	২,৬৬২	৫৮,১৫৮	চম্পারণ	২৮,২০২	৭৩,৯৯৯
ময়মনসিংহ	১০,৮০৬	৩০,১২৯	মুজাফরপুর	৫৪,০৬৬	৮৫,২১৬
ঢাকা	১৪,১৮৬	৫৯,৩৮০	দ্বারভাঙ্গা	৭৬,২৫৮	৫৭,৫২৮
পাবনা	৪,০২০	৮৩,৯২৩	মোট	১,৯৩,২৫২	৪,৮০,৩৪৫
বোগরা	২,২০৯	১২,৫৫৯	এছাড়া অন্যান্য		
রঙ্গপুর	২,৮৫০	-	জেলা	তাঁতী	জোলা
জলপাই গুড়ি	৬,০৯৯	-	নদীয়া	৭,৭১২	২০,০১৬
দিনাজপুর	৫,৪৮৯	১,৫১৭	যশোহর	৭,৭৫৯	৪৪,১৭৪
রাজসাহী	১,৪৫৪	১৮,৪০০	খুলনা	১,৭১৮	২৬,৯৩৭
মালদহ	৭,৫২৬	১১,৩৫০	২৪-পরগণা	১২,২৯৬	১৭,৬৫০
মোট	৬০,৩৭৪	২,৯১,০৫৪	মোট	২৯,৪৮৫	১,০৮,৭৭৭

উপরোক্ত পরিসংখ্যানের আলোকে নিবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয় যে, " .... it was clear that Swadeshism or preference of country- made cloths will

Dhaka University Institutional Repository

benefit the Mussalmans as much as, if not more than the Hindus."[৮৮] স্বদেশীও বয়কট আন্দোলনের স্বপক্ষে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Swadeshi Boycott and Swaraj' শীর্ষক অপর এক নিবন্ধে বলা হয় যে, " Our countrymen must therefore either use their best endeavor to secure self-government or Swaraj or be prepared to have the unpleasant duty of carrying on a vigorous boycott of foreign goods for the purpose of protecting and developing their nascent industries . If they fail in this duty of theirs, they will deserve to remain for ever the hewers of wood and drawers of water of the foreigners."[৮৯]

'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান নিজেও মনে করেন যে, ''বিদেশী কাপড় আমদানি বন্ধ হলে জোলারা, বিদেশী জুতা আমদানি বন্ধ হলে মুসলিম চামড়ার ব্যবসায়ীরা, চিনি আমদানি বন্ধ হলে মুসলিম আঁখ উৎপাদক ও গুড় প্রস্তুতকারীরা লাভবান হবেন''।[৯০] মুসলমান সমাজের মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এবং মুজিবর রহমানের আবেগহীন ও যুক্তিনির্ভর লেখনীর কারণে শিক্ষিত ও চাকুরীজীবি মুসলমান মহলে 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।[৯১]

বঙ্গ ভঙ্গ যুগে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের দ্বারা পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'সোলতান' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।[৯২] মওলানা ইসলামাবাদী গোড়া থেকেই একজন কংগ্রেসী ভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। তাই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন 'সোলতান' পত্রিকাটির ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং এ সম্পর্কে পত্রিকাটিতে বহু নিবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালের ২৭ শে অক্টোবর 'সোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐরূপ এক নিবন্ধে বলা হয় যে, "কলকাতার সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, কিন্তু কতিপয় রাজনৈতিক কান্ডজ্ঞানহীন মুসলমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবেন না- তাঁরা ২০,০০০ প্রচার পত্র বিলি করেছেন। 'সোলতান' মুসলমানদের উক্ত প্রচারে বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ করে"।[৯৩] পত্রিকাটি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য হিন্দুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। কেননা 'সোলতান' -এর মতে মুসলমানরা স্বদেশী আন্দোলন বিমুখ থাকলে ভারতের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের একচেটিয়া হয়ে পড়বে, আর এর ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে পত্রিকাটি আলীগড়

Dhaka University Institutional Repository

ও ঢাকার মুসলমান নেতৃবৃন্দের রাজানুগত রাজনৈতিক ধারাকেও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে এবং মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আহবান জানায়।[৯৪]

'দি মুসলমান' এবং সাপ্তাহিক 'সোলতান' ছাড়াও 'নবনূর' পত্রিকাটিও এ সময় বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পক্ষে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তাদের মধ্যে বৈষম্যের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করায় ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বদেশী আন্দোলন' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, " ইংরেজ আমাদের উন্নয়ন কার্যে যতটা সহায়তা করুক না কেন; তাঁহার ভেদ নীতিই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। ইংরেজের ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপিক্ষীণ পার্থক্যের রেখা- তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে"।[৯৫]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার মুসলমান মহিলাদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সে যুগে মুসলমান মহিলাদের পশ্চাদৎপদ সামাজিক অবস্থান সত্ত্বেও সচেতন মুসলমান মহিলাদের কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। এরূপ সচেতন মুসলমান মহিলাদের একজন জনৈকা খায়রন্নেসা খাতুন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালান। খায়রন্নেসা খাতুন একজন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন বলে জানা যায়।[৯৬] ১৯০৫ সালে 'স্বদেশানুরাগ' শিরোনামে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে খায়রন্নেসা খাতুন মুসলমান মহিলাদেরকে বঙ্গভঙ্গ রিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন যে,

"এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।....ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী শাড়ী পরিত্যাগ করি, বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চোখে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্ত্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী-সু পায়ে দিয়া হুচট্ খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব"।[৯৭]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণের অংশ গ্রহণের ফলে এ ধারণাই প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বাইরেও বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ নিহিত আছে।[৯৮] অবশ্য বঙ্গভঙ্গকে

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র করে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করলেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ স্ব-সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের মাঝে উদার ও প্রগতিশীল চিন্তার সম্প্রসারণ এবং মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মুসলিম লীগ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজীনয়তা উপলব্ধি করে এতে যোগদান করাকে সমীচীন মনে করেন। আর এরূপ উপলব্ধি থেকেই ১৯০৭ সালে আব্দুর রসুল মুসলিম লীগে যোগ দেন।[৯৯] পরবর্তীতে মৌলভী আবুল কাসেম, মুজিবর রহমান, আব্দুল হালিম গজনভী,[১০০] মওলানা আকরাম খান প্রমুখ বাংলার অপরাপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতারাও মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের সংগঠন 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলভী মুজিবর রহমান ও দিদার বক্সকে ঐ বছর করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য মুসলিম লীগ- এর অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।[১০১]

এ সময় বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'- এর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।[১০২] ইতোপূর্বে পশ্চিম বাংলার মুসলিম লীগ সদস্যরাও সেখানে মুসলিম লীগের একটি শাখা স্থাপনে সচেষ্ট হন। এ উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদের নবাবের দিওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে ১৯০৯ সালের ২১ শে এপ্রিল কলকাতায় মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আব্দুর রসুলও যোগদান করেন।[১০৩] উক্ত সভায় 'পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯১০ সালে আব্দুর রসুল পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ- এর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[১০৪]

ইতোমধ্যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও ভাইসরয় বা বড়লাট লর্ড মিন্টো যে প্রস্তাব করেন তা বৃটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়ে ১৯০৯ সালের ' ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট' -এর অঙ্গীভূত হয়। মর্লি-মিন্টো সংস্কার নামে পরিচিত এ নতুন আইনে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ছয়টি সংরক্ষিত আসন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করা হয়।[১০৫] এ ঘোষণায় মুলমানগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ সংস্কারের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দের বৃহত্তর অংশ স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্যবোধ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ধর্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি সংখ্যালঘুদের সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্ব থাকা অত্যন্ত আবশ্যক বলেও উল্লেখ করেন।[১০৬]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা চুক্তি নামে পরিচিত 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে অনুমোদিত হয় তাতে আব্দুর রসুলও উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ অধিবেশনে তিনি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' -এর পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করে যে বক্তব্য প্রদান করেন তাতে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। অথচ কংগ্রেস কর্তৃক স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' এ মুসলমানদের অন্যতম দাবীরূপেই সন্নিবেশিত হয়। এ থেকে মনে হয় যে, সম্ভবতঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে আব্দুর রসুল স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেন। অবশ্য 'দি মুসলমান ' পত্রিকার সম্পাদক ও বাংলার অন্যতম উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী মুজিবর রহমান স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে মত পোষণ করেন। মুজিবর রহমান মনে করেন যে, মুসলমানদেরকে উন্নতির পথে টেনে আনতে না পারলে ভারতে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে না। আর এ জাতীয়তার খাতিরেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেন ।তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের বিশেষ অধিকারের কোন বিরোধ ছিল না। তিনি যে ধরনের জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাস করতেন তা ছিল একটু বিচিত্র প্রকৃতির । "হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য বিভিন্নমুখী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও স্বদেশপ্রেম মনুষত্বের বেদনাবোধ ও ভৌগলিক আবেষ্টনের ভিত্তিতে যে জাতীয়তা গড়ে ওঠে তাই ছিল তাঁর কাম্য"।[১০৭] মুজিবর রহমানের মতে,

"The nationality that we contemplate for India will be of a new and novel type. It will not be uniform but multiform, it will be a weft of many different strands; and in order that we may make a stable and durable fabric of it, we must see that each one, of its component elements may attain its maximum of strength, durability and resiliency. There can be no alliance between strength and weakness.

Dhaka University Institutional Repository

It is only on an alliance butween strength and strength that true union can be based. And in order that the Mussalman may contribute his just quota to the upbuilding of Indian nationality he must see that his own community is strong, well balanced, united and disciplined."[১০৮]

সম্ভবত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মুজিবর রহমানের উপরোক্ত ধারণা পোষণের কারণেই তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।[১০৯]

ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পাশাপাশি এ সময় বৃটিশ সরকার বঙ্গ ভঙ্গের কারণে বাংলায় যে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার নিরসন করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলা প্রদেশকে পুনরায় একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনাধীনে আনেন এবং ১৯১১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের এ সিদ্ধান্ত ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী করা হয়।[১১০]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় এ বিভাজনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, একই ভৌগলিক গন্ডীর অভ্যন্তরে বসবাসরত হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ বাংলার জনগণের জন্য অনৈক্য ও অকল্যাণ ব্যতীত কোন হিত সাধন করতে পারে না। আর এরূপ উপলব্ধি থেকেই বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আর সেজন্য তাঁরা মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এর বিরোধিতা করেন। তবে পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়। বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী মুজিবর রহমান অবশ্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে গোড়া থেকেই স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে মত পোষণ করেন। মোট কথা বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রাদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেননি এবং বঙ্গভঙ্গ রদোত্তর যুগেও নিজেদের উদার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকেই স্বধর্মীদের মধ্যে বিস্তারের চেষ্টায় রত থেকেছেন।

তথ্য নির্দেশ

১। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সূত্রঃ R.C. Majumdar (Edited), An Advanced History of India , Second edition (with corrections), London, 1965, p. 1042.

২। Sufia Ahmed,op.cit., pp.228-244.

৩। Ibid., pp.247-249.

৪। Ibid., p.251.

৫। ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৪৬-১৪৭, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদঃ জাতীয়তাবাদের সন্ধানে, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য, ১৪০৫, পৃঃ ৫৪।

৬। Chandiprasad Sarkar, The Bengali Muslims: A Study in Thier Politicization (1912-1929), First Published, Calcutta, 1991, p. 24 (পরবর্তীতে Chandi prasad Sarkar হিসেবে উল্লেখিত)।

৭। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা (নলিনী মোহন দাশ গুপ্ত অনূদিত), কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ৩০১(পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবে উল্লেখিত)।

৮। The Indian Nation Builders, Part I, 3rd edition , Madras, 1944, p. 385 (পরবর্তীতে Indian Nation Builders হিসেবে উল্লেখিত)।

৯। Sufia Ahmed , op.cit.,pp.254-255.

১০। Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), 2nd Reprint, New Delhi, 1994, p.428 (পরবর্তীতে Sumit Sarkar হিসেবে উল্লেখিত)।

Dhaka University Institutional Repository

১১। Sufia Ahmed, op. cit., p. 256, Bhuiyan Iqbal (edited), Selections From the Mussalman (1906-1908), First Published, Calcutta, 1994, pp.110-111 (পরবর্তীতে Bhuiyan Iqbal হিসেবে উল্লেখিত)।

১২। Sumit Sarkar, op. cit., p.440 .Rajata Kanta Ray, Social Conflict and Poitical Unrest in Bengal (1875-1927), Delhi,1984, P. 186 (পরবর্তীতে Rajat Kanta Roy হিসেবে উল্লেখিত)।

১৩। Bhuiyan Iqbal, op.cit., p.100.

১৪। Sumit Sarkar, op.cit., p.430.

১৫। Chandiprasad Sarkar, op.cit.,p.25, Sumit Sarkar, op.cit., p.440.

১৬। Sufia Ahmed, op.cit., P. 223, Bhuiyan Iqbal, op.cit., pp.107-108, Rajat Kanta Ray, op. cit.,pp.187-188.

১৭। Sufia Ahmed, op. cit., pp.257-258. স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা। অন্যদিকে স্বদেশী শিল্পের বিকাশে বিলাতী পণ্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করাই ছিল বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য। অবশ্য এর অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদকদেরকে বৃটিশ পার্লামেন্টের ওপর তাদের প্রভাবের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত করা। সূত্রঃ Jayanti Maitra, op. cit., p.246.

১৮। Naresh Kumar Jain (edited), Muslims in India, vol.I, New Delhi, 1976, p.35 (পরবর্তীতে N.K.Jain হিসেবে উল্লেখিত)।

১৯। ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৪৭।

২০। Sumit Sarkar, op.cit., p.425.

২১। Haridas and Uma Mukherji, Indias Fight for Freedom or the Swadeshi Movement (1905-1906), Calcutta, 1958,p.69 (পরবর্তীতে Haridas and Uma Mukherji হিসেবে উল্লেখিত)।

২২। ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর চীফ সেক্রেটারী আর ডব্লিউ কার্লাইল এক সার্কুলার জারি করেন। এটি কার্লাইল সার্কুলার নামে অভিহিত। এ সার্কুলারে বলা হয় যে, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে সে

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রতিষ্ঠান সমুহের আর্থিক সাহায্য, ছাত্রবৃত্তি ও অর্থ মঞ্জুরী বাতিল করা হবে।

সূত্রঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩ (পরবর্তীতে মুহম্মদ আবদুল্লাহ হিসেবে উল্লেখিত)।

২৩। Sumit Sarkar, op. cit.,p.426.

২৪। Ibid., p.164.

২৫। K. M. Chakravorti (Published by), The National Council of Education, Bengal ; A History and Homage, Jadavpur University, Calcutta, 1968,pp.35-37.

২৬। Haridas and Uma Mukherji, op. cit., p.156.

২৭। N. K. Jain, op. cit., vol. I, p.180.

২৮। Indian Nation Builders , op. cit.,pp.392-393.

২৯। Ibid.,p.411.

৩০। ইমরান হোসেন , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭।

৩১। ব্রাহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১ সালে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের একজন আপোসহীন সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯০৪ সালেল ২৬ শে নভেম্বর 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সূত্রঃ শ্রী অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ , কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৯৩। 'স্বরাজ' পত্রিকাটি সাপ্তাহিকরূপে বাংলা ১৩১৩ সনে প্রথম প্রকাশিত হয় ।সূত্রঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯১।

৩২। Sumit Sarkar, op.cit., 430.

৩৩। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫),১৮৬৯ সালে আই, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্ত সামান্য ত্রুটির অজুহাতে ১৮৭৩ সালে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৭৬ সালে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।১৮৮২ সালে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এ বিদ্যালয়টি পরবর্তীতে রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নামে

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাত হয়। ১৮৭৯ সালে তিনি 'দি বেঙ্গলী ' পত্রিকার মালিকানা নিয়ে সম্পাদনা শুরু করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে এবং ১৯০২ সালে আহমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সূত্রঃ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬৯-৫৭০।

৩৪। Pradip Kumar Lahiri, Bengali Muslim Thought (1818-1947) ; Its Liberal and Rational Trends, First Published, Calcutta, 1991, p.68 (পরবর্তীতে P.K. Lahiri হিসেবে উল্লেখিত)।

৩৫। Jayanti Maitra, op. cit., p. 32.

৩৬। Sufia Ahmed ,op. cit., p. 209.

৩৭। Sumit Sarkar, op, cit., p. 417.

৩৮। Ibid.,pp. 428-429.

৩৯। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ১০৮ (পরবর্তীতে মুর্তাজা আলী হিসেবে উল্লেখিত)।

৪০। কাজী সুফিউর রহমান , 'একটি অগ্রণী বাঙ্গালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা' চতুরঙ্গ, শরৎ- ১৪০০, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা-২, পৃঃ ১৬৮।জানা যায় আবুল কাসেম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'দি বেঙ্গলী', পত্রিকার সহ - সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি 'প্রগ্রেস', 'মুসলিম স্টান্ডার্ড', 'মোসলেম', 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

৪১। S.P. Sen (ed.), Dictionary of National Biography, vol. II, Calcutta, 1973, p. 32 (পরবর্তীতে S. P. Sen হিসেবে উল্লেখিত)।

৪২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ই ভাদ্র ১৩১২, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃঃ ৩ ও ১১ই ভাদ্র ১৩১২, ২৭ শে আগষ্ট , ১৯০৫, পৃঃ ৩।

৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ই ভাদ্র ১৩১২, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০৫ , পৃঃ ৩।

৪৪। S.P. Sen, op. cit., vol. II, p.32.

৪৫। মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। খন্দকার আব্দুর রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, টাংগাইল, ১৯৯২, পৃঃ ৪২২। The Moslem Chronicle, 8 August 1903. 'মহামেডান এসোসিয়েশনে'র নির্বাচিত সহ-সভাপতিবৃন্দ ছিলেন এ. গজনভী, ইরাদাতুল্লাহ, সৈয়দ আব্দুল জাব্বার চৌধুরী, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, আব্দুল গাফ্ফার খান, সৈয়দ আব্দুল গাফ্ফার আলী হাসান প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দ। সূত্রঃ The Moslem Chronicle, 8 August 1903.

৪৭। Bhuiyan Iqbal, op. cit.,pp. 163-164.

৪৮। Sumit sarkar, op, cit., p. 429.

৪৯। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ২২ শে অক্টোবর 'কার্লাইল সার্কুলার' ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধে 'এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' গঠিত হয়। ১৯০৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর কলকাতার কলেজ স্কয়ার প্রাঙ্গণে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সভায় এ সংগঠনটির জন্ম হয়। সূত্রঃ Haridas and Uma Mukherji, op. cit., p.92, S.P. Sen, op. cit., Vol.II, p.172.

৫০। Sumit Sarkar, op. cit., p.430.

৫১। Ibid., p.431.

৫২। Ibid., pp.431-432.

৫৩। Ibid., p. 433 .

৫৪। ওয়াকিল আহমদ , মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ৩০ (পরবর্তীতে ওয়াকিল আহমদ রওশন আলী চৌধুরী হিসেবে উল্লেখিত)।

৫৫। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০০।

৫৬। Sumit Sarkar, op. cit., p. 433.

৫৭। Haridas and Uma Mukherji, op. cit., pp. 89-90.

৫৮। Sumit Sarkar, op. cit., p. 433.

৫৯। Ibid., p. 364.

৬০। Sumit Sarkar, op.cit., p.433.

৬১। Haridas and Uma Mukherji, op. cit., p.92.

৬২। Ibid., p.165.

Dhaka University Institutional Repository

৬৩। Sumit Sarkar, op.cit., pp.433-434.

৬৪। Ibid., pp.434-435.

৬৫। Ibid., p.432.

৬৬। ডক্টর বদিউজ্জামান, ইসমাইল হোসেন শিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃঃ ২৩৭-২৩৮ (পরবর্তীতে বদিউজ্জামান হিসেবে উল্লেখিত)।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪।

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।

৭০। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, অনল প্রবাহ, তৃতীয় সংস্করণ, সিরাজগঞ্জ, ১৩৬০, পৃঃ ২৪ (পরবর্তীতে ইসমাইল হোসেন শিরাজী হিসেবে উল্লেখিত), আনিসুজ্জামান মুসলিম মানস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

৭১। ইসমাইল হোসেন শিরাজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।

৭২। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৩।

৭৩। Sufia Ahmed ,op. cit., p.316, বদিউজ্জামান , পূর্বোক্ত, পৃঃ৭০।

৭৪। বদিউজ্জামান , পূর্বোক্ত , পৃঃ৭২।

৭৫। Sufia Ahmed, op. cit., p.316. কিন্তু পরিশিষ্টে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে সকল বাঙ্গালী মুসলমান প্রতিনিধিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে শিরাজীর নাম নেই। দ্রষ্টব্য Ibid., Appendix- c, pp.394-396.

৭৬। Sumit Sarkar , cp.cit., p.432. ডঃ বদিউজ্জামান ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রহৃত হওয়ার মূল কারণ আরও গভীর বলে মত পোষণ করেন। তাঁর মতে শিরাজীকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জের স্থানীয় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল এবং শিরাজীর প্রতিপক্ষ মুসলমানরা দুই ভাবে সংগঠিত ছিলেন- (ক) সিরাজগঞ্জের স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান মুসলমান ও (খ) স্থানীয় মুসলমান সমাজের গোঁড়া অংশ। শিরাজীর পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমিক ভাবে সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন না বলে শিরাজীর রাজনৈতিক খ্যাতিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান অনেক মুসলমান ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং তাঁরা শিরাজীর সুনামকে সুনজরে দেখেননি। অন্যদিকে শিরাজীর উদার ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের একটি বড় অংশের ওপর তাঁর প্রভাব মুসলমান সমাজের গোঁড়া অংশ সহ্য করতে পারেননি। আর শিরাজীর প্রতি এ উভয় প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীতাবোধই পরিণতি লাভ করে তাঁকে প্রহারের মধ্য দিয়ে। সূত্রঃ বদিউজজামান , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২-৭৩।

৭৭। Sumit Sarkar, op. cit., p.432.

৭৮। ইমরান হোসেন , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯।

৭৯। Sumit Sarkar , op. cit., p.117, S. P. Sen, op.cit.,Vol.II, p.32.

৮০। Sumit Sarkar , op.cit., p.127.

৮১। Jayanti Maitra, op.cit., p.249.

৮২। Sumit Sarkar , op.cit., p.121.

৮৩। Bhuiyan Iqbal, op.cit., pp.206-207.

৮৪। Sumit Sarkar, op.cit., p.133.

৮৫। ইতোপূর্বে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে দুটি ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। একটি 'দি মহামেডান অবজারভার' (১৮৮৫)- এর সম্পাদনা করেন চট্টগ্রামের শাহ বদিউল আলম এবং অন্যটি 'দি মুসলিম ক্রনিকল' (১৮৯৫)-এর সম্পাদক ছিলেন যশোরের আব্দুল হামিদ বি.এ.। প্রথম পত্রিকাটি স্বল্পকাল স্থায়ী হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রায় দশ বছর চলে। সূত্রঃ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭-১০৮ ।

৮৬। মৌলভী আবুল কাসেম দীর্ঘ সময় তাঁর নিজ জেলা বর্ধমানে অবস্থান করার কারণে তাঁর পক্ষে নিয়মিতভাবে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবুল ফজল, 'মৌলভী মুজিবর রহমান,' মাহে নও, জানুয়ারী, ১৯৬৫,পৃঃ ১৫ (পরবর্তীতে আবুল ফজল মাহে নও হিসেবে উল্লেখিত)।

৮৭। অমর দত্ত, উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গ ভঙ্গ (১৯০৫) , প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬০-৬১ (পরবর্তীতে অমর দত্ত হিসেবে উল্লেখিত)।

৮৮। Jayanti Maitra, op.cit., p.248.

৮৯। অমর দত্ত , পূর্বোক্ত , পৃঃ ৬১-৬২।

৯০। ইমরান হোসেন , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮।

৯১। আবুল ফজল, মাহেনও, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯২। 'সোলতান' পত্রিকাটি মাসিক রূপে ১৯০২ সালে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিছুকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় 'সোলতান' পত্রিকাটি সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

৯৩। অমর দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪।

৯৪। Sumit Sarkar, op.cit., pp.438-439.

৯৫। ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮।

৯৬। শামসুর রহমান, 'আমাদের সমাজ এবং লেখকের স্বাধীনতা', সুন্দরম, শীত সংখ্যা, ১৪০৫, পৃঃ ৭।

৯৭। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃঃ ১৯৮ (পরবর্তীতে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম হিসেবে উল্লেখিত), আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০০।

৯৮। Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics (1936-1947), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, First Published, 1987, p. 10 (পরবর্তীতে Harun-or-Rashid হিসেবে উল্লেখিত)।

৯৯। মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।

১০০। Dictionary of National Biography-তে উল্লেখ করা হয় যে, আব্দুল হালিম গজনভী কখনো মুসলিম লীগে যোগদান করেননি। দ্রষ্টব্য S.P. Sen, op.cit., vol. II, p.33.

১০১। Bhuiyan Iqbal, op. cit., p. 135.

১০২। Matiur Rahman, From Consultation to Confrontation: A Study of The Muslim League in British Indian Politics (1906-1912), London, 1970, p. 67 (পরবর্তীতে Matiur Rahman হিসেবে উল্লেখিত)।

১০৩। Matiur Rahman, op. cit., p.76.

১০৪। Ibid., p.78.

Dhaka University Institutional Repository

১০৫। উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে যে সকল দাবী দাওয়া উত্থাপন করেন তন্মধ্যে রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়। সৈয়দ আমীর আলীও লন্ডনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে সরকারী মহলে ব্যাপক প্রচারণা চালান। ফলে সরকারও মুসলমানদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে এ ব্যবস্থাকে ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন। সূত্রঃ বদরুদ্দীন উমর,পূর্বোক্ত,পৃঃ ৬৮, মুহম্মদ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

১০৬। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা (প্রথম খন্ড), কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ২৯২, Mrinal Kumar Basu, Rift and Reunion: Contradictions in the Congress (1908-1918),First Published, Calcutta, 1990,p. 207 (পরবর্তীতে Mrinal Kumar Basu হিসেবে উল্লেখিত)।

১০৭। মুহম্মদ হবিবুল্লাহ, 'মুজিবর রহমান' মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৭, পৃঃ ৫৬৭।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬৮।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬৭।

১১০। Gautam Chattopadhyay, Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle (1862-1947), New Delhi, 1984, p.47.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বঙ্গভঙ্গ রদোত্তর যুগে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকাঃ ১৯১২-১৯১৯

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জের বঙ্গ ভঙ্গ রদের ঘোষণার মাধ্যমে ১৯০৫ সালে সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটে এবং বাংলা ভাষাভাষী বিভক্ত অঞ্চল সমূহ পুনরএকত্রিত হয়। বঙ্গ ভঙ্গ রদের এ সরকারী সিদ্ধান্তে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাঁদের মাঝে হতাশা নেমে আসে। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ যুগে মুসলমানরা শিক্ষা ও চাকুরী লাভ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলা পুনরএকত্রিত করণের ফলে তার ধারাবাহিকতা ব্যবহত হবে।

নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে রাজানুগত মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেও বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণাকে তাঁরা রাজ আজ্ঞা হিসেবেই মেনে নেন।[১] কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজের তরুণ ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ যাঁরা সরকার সমর্থক হিসেবেই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিলেন, এক্ষণে তাঁরা সলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন রাজানুগত মুসলমান নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রাজ আজ্ঞা হিসেবে বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী ঘোষণাকে মেনে নেয়ায় তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের এই রাজভক্তির নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি চরম অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করায় তাঁরা বৃটিশ সরকারের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আমূল পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনে বৃটিশ সরকার বিরোধী যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার তীব্রতা প্রশমনের জন্য ভাইসরয় লর্ড হার্ডিং ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংয়ের সহিত সাক্ষাত করেন। ভাইসরয় প্রতিনিধি বৃন্দকে নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ কালীন সময় শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের যে অগ্রগতি সাধিত হয় তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বঙ্গ ভঙ্গ রদের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হন তার প্রতিবিধানের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য একজন বিশেষ শিক্ষা অফিসার নিয়োগের বিষয়েও প্রতিনিধিবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জনগণের নিকট প্রচার করা হয়।[২]

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এ সরকারী সিদ্ধান্তকে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানালেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যদিও তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত বাংলার উদাপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ একমত হতে পারেননি।

বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনাকে বিলাসিতারূপে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান মুসলমানের জন্য অর্থব্যয় না করে মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশের শিক্ষার প্রয়োজন মিটানোর জন্য এ অর্থ ব্যয় করা উচিত।[৩] আর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কারণেই ১৯১২ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে রাসবিহারী ঘোষ[৪] -এর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দলটি কলকাতায় ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করেন সে দলে আব্দুর রসুলও ছিলেন।[৫] মওলানা আকরাম খান এ আশংকা প্রকাশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থব্যয় করার ফলে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানে অর্থবরাদ্দ করা বন্ধ করে দিবে। তাই তিনি মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবর্তে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।[৬] এ প্রসঙ্গে বাংলার উদারপন্থী মুসলীম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি যেহেতু সকল সম্প্রদায়ের জন্য উম্মুক্ত সেহেতু বাংলার মুসলমানগণ এ প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন না। 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের বেতন হ্রাস, মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের দাবী জানায় । এ সময় নবাব সলিমুল্লাহ কেবলমাত্র পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবী জানালে 'দি মুসলমান' এ দাবী সমর্থন না করে উল্লেখ করে যে, এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভক্তির সৃষ্টি হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে। 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য ভাইসরয়ের প্রতিশ্রুত বিশেষ মুসলমান শিক্ষা অফিসার নিয়োগের পরিবর্তে সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সীর মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন বিশেষ মুসলমান শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করার প্রস্তাব করে।[৭] উল্লেখ্য যে, বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সীর মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একজন 'এ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' নিয়োগ করেন।[৮]

এতদসত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমানদের অনুভূতিতে যে আঘাত হানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি তার প্রতিকারে খুব সামান্যই সহায়ক হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে রাজানুগত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তকে রাজ আদেশ হিসেবে মেনে নিলেও বাংলার মুসলমান নেতৃত্বের তরুণ ও শিক্ষিত অংশ এর ফলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের মনে সরকার বিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বৃটিশ সরকার পুনরএকত্রিত বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁরা সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন [৯] এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক নীতি পুনর্নির্ধারণ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১০] এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী বিক্ষুব্ধ মুসলমান নেতৃবৃন্দের এ পরিবর্তিত সরকার বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাথে মানসিক ব্যবধান কমিয়ে আনার প্রয়াসে রত হন। এ সময় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি বঙ্গ ভঙ্গ সমর্থনকারী তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দের এরূপ সরকার বিরোধী মনোভাবের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে উল্লেখ করে যে, "Agitate and you will get what you want ; be calm and you will have your head chopped off".[১১] 'দি মুসলমান' পত্রিকার এরূপ মন্তব্য বঙ্গভঙ্গ সমর্থকারী বাংলার বিক্ষুব্ধ তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে তাঁদের সরকার বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব আরও প্রবল হয় এবং তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে নিজেদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের অব্যবহিত পরেই ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদ উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ঢাকায় উভয় বাংলার মুসলমান নেতাদের এক যৌথ সভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় পুনরএকত্রিত বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খাজ আতিকুল্লাহ, আব্দুর রসুল, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও অংশগ্রহণ করেন।[১২] ঐ সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ গুলির মধ্যে আব্দুর রসুল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল উল্লেখযোগ্য। আব্দুর রসুল তাঁর ঐ প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গ রদের পটভূমিতে সমগ্র বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বশীল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে,

" That in view of the recent administrative changes, it is desirable that a strong representative association for the whole of Bengal be established, with headquarters at Calcutta, and branches in all the districts and sub- districts to promote the advancement and welfare of the Mahomedans of Bengal". [১৩] মৌলভী মুজিবর রহমান আব্দুর রসুলের ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১৪]

নবগঠিত বঙ্গে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের আগ্রহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক আজিজ মীর্জা[১৫] বাংলার নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী নেতা আব্দুর রসুলের কাছে লিখিত এক পত্রে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের বিকল্প কোন স্বতন্ত্র প্রাদেশিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা না করার আহবান জানান। তিনি তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন যে,

"... The All India Muslim League claims to represent the whole Muslim population , and if the important Presidency of Bengal does not accommodate it, its (i. e. AIML's) position will certainly be undermined and it will never be able to speak on behalf of the Muslims of India."[১৬]

এরূপ পরিস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গ রদজনিত কারণে বাংলার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ১৯১২ সালের ২রা মার্চ কলকাতার ডালহৌসী

Dhaka University Institutional Repository

ইনষ্টিটিউটে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়।[১৭] নবাব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় পুনরএকত্রিত বাংলার ২৫টি জেলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আব্দুর রসুল, মৌলভী আব্বুল কাসেম ও মওলানা আকরাম খান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজীতিক নেতৃবৃন্দও অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। আবুল কাসেম ঐ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারীও নিযুক্ত হন।[১৮] বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংঘ গঠন করাই ঐ কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল। নবাব সলিমুল্লাহ বাংলার মুসলামানদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তিনি মুসলিম লীগ-এর সাথে সংযোগ বাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বঙ্গভঙ্গ কালীন সময়ে গঠিত 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' ও 'পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' কে যুক্ত করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ' গঠন করার পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ নবাব সলিমুল্লাহর মতকে সমর্থন করাই সমীচীন মনে করেন। কারণ বাংলার মুসলমানদের ওপর তখনও নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকার সমর্থক ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় ছিল। তাই নবাব সলিমুল্লাহর অভিপ্রেত বিষয়টি যখন প্রস্তাবাকারে উথ্যাপন করা হয় তখন আবদুর রসুল উক্ত প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[১৯]

নবগঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলীম লীগ'- এ নবাব সলিমুল্লাহ সভাপতি এবং বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্য থেকে মৌলভী আবুল কাসেম যুগ্ম সম্পাদক এবং আব্দুর রসুল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[২০] এর সদর দফতর কলকাতায় স্থাপিত হয়।[২১] 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ' গঠনের পর থেকে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলিম লীগের কর্মকান্ডে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন।

এ সময় বঙ্গভঙ্গ রদের পটভূমিতে সর্বভারতীয় পর্যায়েও মুসলিম লীগ সদস্যদের মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাঁরা দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলেই মনে করেন। মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যরাই মূলত এ দাবীর প্রতি সোচ্চার হন।[২২] এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের এ এ দাবীর সহিত একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের প্রাক্কালে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা ও মুসলিম লীগ সদস্য মৌলভী মুজিবর রহমান বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুসলিম লীগের সদস্যপদ বৃদ্ধি ও এর কর্মসূচী বিস্তারের জন্য এবং এর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অঙ্গ সংগঠন সমূহের সংবিধান সংক্রান্ত সকল সমস্যার নিরসনকল্পে একটি কমিটি গঠন করার জন্য এক প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেন।[২৩] মুসলিম লীগকে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মুজিবর রহমানের এ প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা অধিবেশনে মুসলিম লীগের নীতি ও সংবিধান পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এর সাধারণ সম্পাদক ওয়াজির হাসানকে[২৪] নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৫]

এ অনুসারে ১৯১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর বাঁকীপুরে আগা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর আমূল পরিবর্তন সাধন করে একটি নতুন সাংবিধানিক খসড়া প্রণয়ন করা হয় [২৬] যা ১৯১৩ সালের ২২ ও২৩ শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।[২৭] ঐ অধিবেশনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল ও অংশ গ্রহণ করেন।[২৮] নতুন সংবিধানে ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনকে মুসলিম লীগ সংগঠনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এতে যৌথ কার্যপ্রণালী নির্ধারণের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পর্যায়ক্রমিক বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়।[২৯] ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা চুক্তি তথা 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র প্রেক্ষাপট রচনায় মুসলিম লীগের এ কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক।

কেবলমাত্র মুসলিম লীগের ভিতরেই নয় এর বাইরেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাঁদের কর্মপরিধি বিস্তারের চেষ্টা করেন। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হলেও বঙ্গীয় লীগের অভ্যন্তরে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন রাজানুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ন ছিল। তাই বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ একই সঙ্গে বঙ্গীয় লীগের ভিতরে ও বাইরে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের নেতৃত্বকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

এ সময় বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও ভারতের বাইরে সংঘটিত আরও কতিপয় ঘটনা বাংলার মুসলমানদের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করে। ১৯১১ সালে ইটালী কর্তৃক বিনা উস্কানীতে তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলী আক্রমণ এবং১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বল্কান রাষ্ট্র সমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলমানরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কারণ তুরস্কের খলীফা ছিলেন ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের (মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেম) তত্ত্বাবধায়ক এবং সমগ্র বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। তাই বল্কান যুদ্ধ ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। এরূপ পরিস্থিতিতে বৃটেন তুরস্কের শত্রু গোষ্ঠীদের পক্ষাবলম্বন করলে বল্কান যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[৩০] কেননা ইতোপূর্বেই বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনা বাংলার মুসলমানদের মনকে বিক্ষত করে, তদুপরি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের অবস্থান গ্রহণের ফলে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানরা উপলব্ধি করেন যে, বৃটিশরা শুধুমাত্র ভারতেই মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করেনি, ভারতের বাইরেও তারা মুসলমানদের পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে তাঁদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব আরও জোরদার হয়। এমতাবস্থায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলমান জনমতকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার জন্য তুরস্কের প্রতি তাঁদের সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং আব্দুর রসুল, ডঃ আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর[৩১] সঙ্গে মিলিত ভাবে তুরস্কের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জনের প্রচেষ্টা চালান।[৩২]

তুরস্কের অনুকূলে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও প্রচারণা চালান। এ সময় বৃটিশ সরকারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী মুজিবর রহমান তাঁর সম্পদনায় প্রকাশিত বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯১৩ সালের ২৩ শে মে 'Come over into Macedonia and help us ' নামে তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত এক পুস্তিকা পাঁচ সংখ্যায় উদ্ধৃত করেন। এ পুস্তিকা উদ্ধৃত করার জন্য 'দি মুসলমান' পত্রিকার অফিসে খানা তল্লাসি চালানো হয় এবং 'দি মুসলমান'-এর যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল সংখ্যায় ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হয় সেগুলি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯১৪সালের ১৩ ই নভেম্বর মৌলভী মুজিবর রহমান 'England, Turkey and Indian Mussalman' শিরোনামে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় অপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এর ফলে 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি বৃটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী মি: জে. জি. কামিং এক পত্রে 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মোলভী মুজিবর রহমানকে সতর্ক করে দেন। এতদসত্ত্বেও মৌলভী মুজিবর রহমান তুরস্কের অনুকূলে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন এবং 'দি মুসলমান' পত্রিকার মাধ্যমে বল্কান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন।[৩৩]

এ সময় বাংলার রাজনীতিতে আবুল কাশেম ফজলুল হকের আবির্ভাব বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। ফজলুল হক নবাব সলিমুল্লাহর আশীর্বাদে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করলেও অচিরেই তিনি নবাবের রাজনৈতিক আদর্শকে পরিত্যাগ করে সরকারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন[৩৪] এবং বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

বল্কান যুদ্ধের পর পরই ১৯১৩ সালে কানপুরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি মসজিদ ধবংস করলে মুসলমান জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমান নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক গ্রেফতার হয়। এ ঘটনা ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার মুসলমানদের মনেও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনার জন্য ফজলুল হক দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে কানপুর সফর করেন।[৩৫] বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুসলমান জনমত সংগঠিত করার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'কানপুর মস্ক ডিফেন্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ[৩৬]সভাপতি এবং ফজলুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আব্দুর রসুল এ সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মৌলভী মুজিবর রহমান ও মওলানা আকরাম খান এ এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন।[৩৭] কালক্রমে মফঃস্বল অঞ্চলেও এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে । মফঃস্বল অঞ্চলের মুসলমানদেরকে এ আন্দোলনের পক্ষে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে লিয়াকত হোসেন, ইসমাইল হোসেন শিরাজী ,

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান প্রমুখ উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।তাঁরা উত্তর ও পূর্ব বাংলার কিছু অংশের গ্রাম অঞ্চলের মুসলমানদেরকেও সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রয়াস পান।[৩৮] এরূপ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকারও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [৩৯] বাংলার নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুলকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দান করলেও তাঁর সরকার বিরোধী তৎপরতার কারণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর এ নিয়োগ বাতিল করে দেন।[৪০]

কিন্ত সরকারের এ নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের দায়িত্বপালনে বিরত হননি। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ সময় তাঁরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করার পন্থা অবলম্বন করেন। উল্লেখ্য যে,১৯১৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী আবুল কাসেম বর্ধমান নির্বাচনী এলাকা[৪১] এবং এ. কে. ফজলুল হক ঢাকা নির্বাচনী এলাকা[৪২] হতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নির্বাচিত হন। বিধায়ক হিসেবে তাঁরা উভয়েই সরকারী চাকুরী এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও বেশী সংখ্যক মুসলমান নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।[৪৩] তাছাড়া মুসলমান বিদ্যার্থীদের জন্য শিক্ষা বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা এবং কলকাতায় একটি সুসজ্জিত আবাসিক আর্টস কলেজ স্থাপন ও এর ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যও তাঁরা প্রস্তাব করেন। এ ব্যাপারে এ. কে. ফজলুল হক বেশ তৎপর ছিলেন। তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত মুসলমানদের দাবী দাওয়া আদায়ে সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৪৪] বস্তুতঃ পক্ষে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের এ সকল প্রচেষ্টার ফলেই বৃটিশ সরকার পরবর্তীতে শিক্ষা, সরকারী চাকুরী এবং স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে আরও যত্নবান হন।[৪৫]

ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গভঙ্গ রদোত্তর কালের এ পর্যায়ে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশকে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের নিয়োজিত করেন। এ প্রচেষ্ঠার অন্যতম অঙ্গরূপে তাঁরা জমিদার ও মহাজনদের শোষণ নিপীড়নে জর্জরিত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রায়তদের সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন।এ উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার কামারের চরে এক বিশাল প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, মৌলভী আবুল কাসেম, খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী, মওলানা আকরাম খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলনে জমিদারদের কাছে প্রজাদের জন্য কতিপয় অধিকার দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি ঐ সম্মেলনের কার্যবিবরণী প্রকাশ করে। বাংলার নিয়মতান্ত্রিক প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক প্রয়াস।[৪৬]

কৃষক প্রজা ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা দূর করার উদ্দেশ্যে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙ্গালী উলামাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে উলামাদের গভীর প্রভাব নিহিত রয়েছে।[৪৭] আর এরূপ উপলব্ধি থেকেই মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী,[৪৮] মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান উদ্যোগী হয়ে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে আলেমদের এক সম্মেলন আহবান করেন। মওলানা আকরাম খানের সভপতিত্বের অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে আলেমদের স্থায়ী সংগঠন 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'।[৪৯] সংগঠনটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অমুসলমানদের মন থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অপসারণের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষেত্রে ঐক্য ও সংহতি বিধান করা।[৫০] বাংলার রাজনীতিতে উলামাদের সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'ই ছিল প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা।[৫১] মওলানা আকরাম খান এ সংগঠনের সম্পাদক এবং মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৫২] ১৯১৫ সালে মওলানা আকরাম খানের সম্পদনায় কলকাতা থেকে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'আল- এসলাম' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।[৫৩] পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মওলানা আকরাম খান এর ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন যে, ''স্বধর্ম ,স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্তই

Dhaka University Institutional Repository

আল-এস্‌লামের প্রচার''।[৫৪] মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।[৫৫] কিন্তু উলামাদের সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতির কারণে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল না।

মুসলমান রায়ত ও ওলামা ছাড়াও বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে মুসলমান সমাজে নবজাগরণ আনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলমান সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ করতেও প্রয়াসী হন। ১৯১১ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর মওলানা মনিরুজ্জামান ইলামাবাদী সহ কয়েকজন সাহিত্যকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'।[৫৬] মওলানা আকরাম খান, মৌলভী মুজিবর রহমান, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ সহ আরো অনেকেই এর সদস্য ছিলেন।[৫৭] ১৯১৮ সালের জুন মাসে এ সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়।[৫৮] বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালীদের বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুদের সামনে মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এর একটা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।[৫৯] 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র সভায় হিন্দু কবি ও লেখকরা অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের লেখাও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপা হত।[৬০]

এ পর্যন্ত মুসলিম লীগের কাঠামোর বাইরে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে তাদের কর্মকান্ডের প্রতি দৃকপাত করা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। কিন্ত প্রতিষ্ঠাকালের পর হতে ১৯১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এর কোন বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐ বছর ১৩ ই এপ্রিল ঢাকায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৬১] বাংলার অন্যতম উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ. কে. ফজলুল হক ঐ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে' এ সময় রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় থাকা সত্ত্বেও ঐ অধিবেশনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের চাপে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য নিরসনে কলকাতায় উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাতিক্রমধর্মী প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬২] ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে নবাব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে' রাজানুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের অবস্থান দূর্বল হয়ে পড়ে এবং এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নিযুক্ত হলে[৬৩] বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পুরোভাগে চলে আসেন।

১৯১৬ সালের ২৪ শে এপ্রিল বর্ধমানে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৬৪] আব্দুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দেরাই একচেটিয়াভাবে কর্তৃত্ব করেন। সভাপতিরূপে ঐ অধিবেশনে আব্দুর রসুল জ্ঞানগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর গুরত্বারোপ করেন। কারণ তাঁর মতে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যেই মাতৃভূমির কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। মুসলমানরা পুরনো ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করে রাজনীতি চর্চায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় তিনি তাঁদের সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন যে,

"....you are also to be congratulated for discarding the antiquated ideas about politics and adopting such liberal and lofty views as are consistent with the dignity and self respect of the great community to which you and I have the honour to belong."[৬৫] তিনি তাঁর ভাষণে পূর্ববর্তী মুসলমান নেতৃবৃন্দের রাজানুগত ও রাজনীতি পরিহার করে চলার নীতির সমালোচনা করে বলেন,

" I am of opinion that in the past our leaders made the greatest mistake in keeping themselves aloof from all political movements. Had it not been for this egregious political blunder, the Mahomedans of today would have been far more advanced in thier ideas than the members of other communities ."[৬৬]

রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আব্দুর রসুল মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য আহবান জানান।তিনি বলেন যে, "There is a Bengali proverb ' It is only the crying child that gets the Milk'. In the history of the world has any body - politic ever got any right or concession without ever asking for it ? No. Before you ask for any such right or concession with any hope or prospect of success, you must organise yourselves and agitate for it."[৬৭]

ভারতে স্বায়ওশাসনের বিষয়ে আব্দুর রসুল তাঁর ভাষণে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান ব্যবস্থাপক

Dhaka University Institutional Repository

সভাগুলির কার্যকারিতার সমালোচনা করে বৃটিশ সরকারের নিকট দায়িত্বশীল স্বায়ওশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান ।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে,

"We, the people of India must make up our minds to ask our rulers either to do away with these councils or to give us real Self-Government by which I mean responsible Government such as exists in Canada, Australia and South Africa. Under this system the Legislative Councils are entirely elective to which the members of the Executive Council or Cabinet are responsible."[৬৮] তাছাড়া মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত সংগঠনে পরিণত করার জন্য আব্দুর রসুল মুসলমানদেরকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহবান জানান।[৬৯]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি এ সময় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ আরও এক দফা সাফল্য অর্জন করেন। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আব্দুর রসুল, মৌলভী আবুল কাসেম ও এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় জয়লাভ করে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৭০] এ বিজয় ব্যবস্থাপক সভার ভিতরেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের অবস্থানকে সংহত করে।

বঙ্গীয় লীগের অভ্যন্তরে নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার পর বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য হিন্দুদের সাথে সমঝোতা স্থাপনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীাগের উদ্যোগেও অংশগ্রহণ করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেন। এর ফলে ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এ সময় ভারতের জন্য প্রবর্তিত সংস্কার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথম আলোচনা হয়।[৭১]

১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৭২] একই সময় বোম্বেতে কংগ্রেসেরও অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি এস. পি. সিনহা এবং লীগ অধিবেশনের

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি মাজহারুল হক[৭৩] তাঁদের অভিভাষণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বোম্বে অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ভারতের ভবিষৎ শাসনতন্ত্রের বিষয়ে এ দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে বৃটিশ সরকারের নিকট তাদের পরিকল্পনা পেশ করবে। এ যুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মুসলিম লীগ যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটি গঠন করে তাতে বাংলা থেকে ১১ জন সদস্যের নাম স্থান লাভ করে। এদের মধ্যে আব্দুর রসুল, মৌলভী মুজিবর রহমান, এ. কে. ফজলুল হক , মওলানা আকরাম খান, মৌলভী আবুল কাসেম, আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৭৪] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে লীগ কমিটির সাথে পরামর্শ করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠন করে।[৭৫] উভয় কমিটি হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের ১৭ ও ১৮ ই নভেম্বর কলকাতায় মিলিত হয় এবং যৌথভাবে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনা রচনা করে ।১৯১৬ সালের ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের নবম বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনাটি উত্থাপন করা হয়।[৭৬] ঐ অধিবেশনে আব্দুর রসুল, মৌলভী আবুল কাসেম, মওলানা আকরাম খান, এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ বাংলার উদাপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ অংশ গ্রহণ করেন [৭৭] আব্দুর রসুল ঐ অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংস্কার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করে বলেন যে, ''নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার সংস্কার কমিটি প্রণীত ও কাউন্সিল অনুমোদিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনাটি এ উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে একযোগে সরকারের নিকট দাখিল করছে; যাতে মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রূপে তার প্রয়োগ করা হয়।''[৭৮] এ প্রস্তাবটি পেশ করতে গিয়ে আব্দুর রসুল আরও বলেন যে,

''আমি বহু বছর ধরে কংগ্রেসের সাথে জড়িত আছি, এবং স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুলের বিষয়টি বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় গতকালই বলেছেন যে, স্বায়ত্তশাসন ভারতে অপরিচিত কিছু নয়, এবং ইসলামের আদিকাল থেকেই মুসলমানরা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত। এটা তাঁদের কাছে নতুন কিছু নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং নিজেদের সমস্যগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিবিধান করতে চান। বিদেশী শাসকবৃন্দ জনগণের মনোভাব বুঝতে পারছেন না বিধায় তারা তাদের কষ্ট সমূহও উপলব্ধি করতে অক্ষম। কতিপয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলছেন যে, স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নাকি শিক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও মুসলমানরা বৃটিশদের তাড়িয়ে দিতে চান। সভাপতি মহোদয় শ্রোতাদের নিশ্চিতরূপে বুঝিয়ে বলেছেন যে , ঐরূপ কোন অভিপ্রায়ই তাদের নেই । এটা সুবিদিত যে, ইংল্যান্ড পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীনতা প্রিয় দেশ এবং এটাও জানা কথা যে, ইংল্যান্ড অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা কামনা করে থাকে। ইংল্যান্ড যখন বল্কান রাষ্ট্র সমূহের স্বাধীনতা কামনা করেছে তখন তারা কি এটা ভাবতে পারে যে, ভারতীয়রা বল্কান রাষ্ট্র সমূহ অপেক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ? তাই আমি মনে করি ইংল্যান্ড ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করতে পারে না। নিগ্রোরাও স্বাধীনতা লাভ করেছে। বর্তমান প্রস্তাবের কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত এবং কংগ্রেস ও লীগ রচিত নীতিমালাগুলো স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথে প্রথম পদেক্ষেপ মাত্র। জনগণ কেবল দেশের সরকার ব্যবস্থায় আরও অধিকতর অংশগ্রহণ লাভ করতে চায়। কোন কোন পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের পর উপনিবেশ গুলোর প্রশাসনে তাদের জনগণকে আরও অধিকার দেয়া হবে।সভাপতি মহোদয় বলেছেন যে, তা যদি সত্যি হয়, তবে ভারতীয়দেরকেও ভারতের প্রশাসনে একটা অংশ দেয়া উচিত... মি. এল. কার্টিস সামনেই উপস্থিত আছেন, তিনি অনেক বইও লিখেছেন, এবং সভাপতি মহোদয় তার মনোভাব জানতে পেরেছেন যে, তাঁর মতে সাম্রাজ্যের প্রশাসনে ভারতকে অধিকার দেয়া উচিত। তিনি যদি সত্যিই ঐরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।''[৭৯]

আব্দুর রসুলের প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে এ. কে. ফজলুল হক বলেন যে, ''ভারতের সকল সম্প্রদায়ই হোমরুল চায়। হিন্দু, খ্রষ্টান, জৈন, পার্সী সকলেই তা চায়। তাহলে মুসলমানরা তা কেন চাইবে না? যদি তারাও সমভাবে তা চায়,তবে এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।''[৮০] ফলে আব্দুর রসুলের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনেও এ সময় অনুরূপ প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত এ যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' নামে অভিহিত। এ প্যাক্ট অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী স্বীকার করে নেয় এবং এতে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশগুলির আইন সভায় মুসলমানদের প্রভাব সংরক্ষণের (Weightage) ব্যবস্থা রাখা হয়। বিনিময়ে মুসলিম লীগও পাঞ্জাবে ৫০% ও বাংলার আইন সভায় ৪০% আসন গ্রহণে সম্মত হয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ প্রদেশ দুটিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়।

'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' ছিল বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের জন্য একটি বড় সাফল্য। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যমতের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মতে এ প্যাক্টের ফলে প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলমানরা স্পষ্টতই বেশী আসন লাভ করবে। কেননা১৯০৯ সালের সংস্কার আইনে বাংলার মুসলমানরা

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে প্রাদেশিক আইন সভায় ১১.৩%শতাংশ আসন লাভ করে সেখানে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র মাধ্যমে মুসলমানরা আইন সভায় ৪০% শতাংশ আসন লাভ করবে।[৮১]

বাংলার বিভিন্ন মুসলমান পত্র-পত্রিকাতেও 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' ও সাপ্তাহিক 'সোলতান' পত্রিকা দুটি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'কে স্বাগত জানায়। 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, এতদিন যাবত পত্রিকাটি যে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল, 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্টে'র মধ্যে ঐ লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।[৮২] সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র প্রশংসা করে এবং ভবিষ্যতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনে একযোগে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করে।[৮৩]

কিন্তু বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫২.৬% শতাংশ যেখানে মুসলমান সেখানে তাদের জন্য আইন সভায় ৪০% শতাংশ আসন গ্রহণ করে বাংলার উদার পন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ উদারতার পরিচয় দিলেও বাংলার রক্ষণশীল ও রাজানুগত মুসলমানরা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর [৮৪] নেতৃত্বে এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপেনের জন্য মুসলরাদের স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়ার অভিযোগে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজিনীতিকদের অভিযুক্তও করেন। এতদসত্ত্বেও ১৯১৭ সালের ৮ই এপ্রিল বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। [৮৫] ফলে এর প্রতিবাদে রক্ষণশীল নেতা নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলিম লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন ' -এ যোগদান করে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন।

'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র প্রতি বাংলার রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধী মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বরিশাল প্রাদেশিক লীগ অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার মুসলমানদের জন্য 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্টে' বর্ণিত হার অপেক্ষা আরও বেশী প্রতিনিধিত্ব দানের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি আহবান জানান। [৮৬] তাছাড়া বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐ অধিবেশনের সভাপতি বাংলার অন্যতম উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসেম বাংলার মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫০% শতাংশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য সরকারের নিকট আহবান জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। [৮৭] তাঁর এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এভাবে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার মুখে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ যখন 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে'র মাধ্যমে অর্জিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টায় রত ঠিক সে সময় ১৯১৭ সালের ৩১শে জুলাই[৮৮] বঙ্গভঙ্গ যুগে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও বাংলার প্রখ্যাত উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৮৯] তাঁর তিরোধানে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের নেতৃত্বে এক বড় ধরনের আঘাত লাগে এবং অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। [৯০] এতে পূর্বেকার পরামর্শ সভার স্থলে সংসদীয় কাঠামোর জন্য প্রস্তাব করা হলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ যেমন- বাংলায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাংলার সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' ও সাপ্তাতিক 'মোহম্মদী' পত্রিকা দুটিতে এ সংস্কার পরিকল্পনার সমালোচনা করা হয়। 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে বর্ণিত স্বায়ত্তশাসনকে অভিশপ্ত বলে অভিহিত করে। পত্রিকাটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে যে, 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্ট' মুসলমানদের সর্বনিম্ন দাবী এবং এতে সন্নিবেশিত শর্তের সামান্যতম পরিবর্তন হলেও মুসলমাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। [৯১] সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটিও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনার সমালোচনা করে। [৯২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগও এ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে নিন্দা জানায়। [৯৩]

ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হলে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। এ সময় তুরস্কের খিলাফতকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা ভারতের অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

অংশের ন্যায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদেরকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে। খিলাফতের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে মুসলমানরা সংগঠিত হতে শুরু করলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও এ বিষয়ে বাংলার মুসলমান জনমতকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে সমগ্রভারত ব্যাপী খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়।

এ সময় বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দমননীতি অনুসরণ করলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের ডাক দেয় এবং মুসলমানদেরকে এ কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করার লক্ষ্যে খিলাফতের দাবীকে সমর্থন করে। এরূপে বৃটিশ সরকার কর্তৃক একদিকে তুরস্কের খলীফার প্রতি অসদাচরণ এবং অন্যদিকে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষাপটে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলমানদের সংগঠিত করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন পরিচালনায় নব উদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার সরকার সমর্থক তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমানদের মনে যে বৃটিশ বিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ সে মনোভাবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। এ সময় বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ঐ অর্থ দ্বারা বাংলার দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা যাতে মুসলিম লীগের সরকার অনুগত নীতির পরিবর্তে আরও বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এই সময় সমগ্র বাংলার মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগের বিকল্প একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের কারণে তাঁদের সে প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে বাংলার মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হলেও এ সময় মুসলিম লীগকে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করার জন্য সর্বভারতীয় মুসলমানদের প্রয়াসে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ সক্রিয়ভাবে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে এ সময় সরকার অনুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় থাকায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ সময় বঙ্গীয় লীগ কাঠামোর বাইরেও নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যু হলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গীয়লীগে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন এবং ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' সম্পাদনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। ১৯১৮ সালে বৃটিশ সরকার মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ঘোষণা করলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটলে একদিকে তুরস্ক এবং অন্যদিকে ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু ও মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সুবাদে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন।

তথ্যনির্দেশ

১। Sufia Ahmed, op.cit., p.300.

২। Sufia Ahmed, 'Origins of the Dhaka University' The Dhaka University Studies, vol.xxxx, June, 1984, p.107 (পরবর্তীতে Origins of the Dhaka University হিসেবে উল্লেখিত) Sufia Ahmed, op.cit., p.301, Muhammad Abdur Rahim,The History of The University of Dacca, University of Dacca,Dacca,1981,p.5 (পরবর্তীতে Abdur Rahim হিসেবে উল্লেখিত)।

৩। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 40.

৪। রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১), কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৮৭৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।তিনি ১৮৮৪ সালে ডক্টর অব 'ল' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি আইন অনুষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯১ সালে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং ১৮৯৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন। তিনি ১৮৯৬ সালে

Dhaka University Institutional Repository

৯ সি.আই.ই.এবং ১৯০৯ সালে সি.এস.আই. উপাধি লাভ করেন। রাসবিহারী ঘোষ ১৯০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ১৯০৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হন।সূত্রঃ Origins of the Dhaka University, op. cit., p.109, Sufia Ahmed, op.cit., p.301.

৫। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী,বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, কিশোরী মোহন চৌধুরী, দ্বারকানাথ চক্রচর্তী,যাত্রামোহন সেন প্রমুখ।
সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., pp 301-302, Abdur Rahim, op.cit.,p.5.

৬। Chandiprasad Sarkar,op.cit., p.40.

৭। Ibid.,p.41.

৮। Origins of the Dhaka University, op.cit., p.109, Sufia Ahmed, op.cit., p.302.

৯। Sufia Ahmed, op. cit., p.299.

১০। Matiur Rahman, op.cit., p.237.

১১। Rajat Kanta Ray, op. cit., p. 220.

১২। Sufia Ahmed, op. cit., p.299. বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ঐ সভায় উপস্থিত অন্যান্য মুসলমান নেতারা হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ , নবাব খাজা মুহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর , নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খানবাহাদুর , সৈয়দ হোসাইন হায়দার চৌধুরী খান বাহাদুর,মৌলভী সৈয়দ আব্দুল জাব্বার, ডঃ এ.এ.সোহরাওয়ার্দী, এ.আজিজ, মৌলভী হেমায়েত উদ্দীন আহম্মদ খানবাহাদুর , মৌলভী মুহম্মদ ইসমাইল ,মৌলভী আমিন উদ্দীন, মীর্জা ফকির মুহম্মদ, হাকিম হাবীবুর রহমান, হাফেজ আব্দুল রাজ্জাক চৌধুরী, গোলাম মহিউদ্দীন, মৌলভী আব্দুল হক , মুন্সী আব্দুল গফুর, মুন্সী কমরউদ্দীন, দিওয়ান কামদাদ খান,মৌলভী আব্দুল মালিক,মুন্সী আসগর হোসাইন খান, মৌলভী আব্দুস সামাদ এবং মুন্সী আহমেদ হোসাইন খান। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., pp. 299 -300.

১৩। Abul Hayat, Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1966, pp. 21-22 (পরবর্তীতে Abul Hayat হিসেবে উল্লেখিত), Matiur Rahman, op.cit., p.244.

১৪। Abul Hayat, op.cit., p.22.

Dhaka University Institutional Repository

১৫। আজিজ মীর্জা (১৮৬৫-১৯১২) ১৮৮৭ সালে আলীগড়ে অবস্থিত 'মহামেডান এংল্যো ওরিয়েন্টাল কলেজ' থেকে বি.এ.পাশ করেন। তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিরূপেও দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯০৯ সালে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অনারেরী সেক্রেটারী নির্বচিত হন। সূত্রঃ N.K.Jain, op.cit., Vol.I,p.111.

১৬। Harun-or-Rashid, op.cit., p.11.

১৭। ঢাকা প্রকাশ,২৭শে ফাল্গুন ১৩১৮,১০ই মার্চ,১৯১২, Matiur Rahman, op, cit., p. 247.

১৮। Matiur Rahman, op, cit., p.249.

১৯। Ibid.

২০। Harun -or-Rashid,op. cit., p.12, Mrinal Kumar Basu, op. cit., p. 164.

২১। Chandiprasad Sarkar,op. cit.,p.44.

২২। Matiur Rahman, op. cit., p. 246.

২৩। Ibid., p. 256.

২৪। ওয়াজির হাসান (১৮৭৪-১৯৪৭) আলী গড় ও এলাহাবাদের মুইর কলেজে অধ্যয়ন শেষে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। সূত্রঃ Mushirul Hasan, Nationalism and Communal Politics in India (1916-1928), First Published, New Delhi, 1979, pp. 327 – 328 (পরবর্তীতে Mushirul Hasan হিসেবে উল্লেখিত)।

২৫। Matiur Rahman, op.cit.,p.256.

২৬। Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundations of Pakistanঃ All-India Muslim League Documents (1906-1947), Vol.I,Karachi,1969,pp.258-259(পরবর্তীতে Sharifuddin Pirzada হিসেবে উল্লেখিত)।

Dhaka University Institutional Repository

২৭। Ibid., pp.279-281.

২৮। আবুল ফজল, সাংবাদিক মুজিবর রহমান, বাঙলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭,পৃঃ.১০৪।

২৯। Sharifuddin Pirzada, op.cit.,pp.279-281.

৩০। Harun-or-Rashid, op.cit.,p.15.

৩১। ডঃ আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ও লন্ডনে অধ্যয়ন শেষ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি টেগোর আইন অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লন্ডন প্যান-ইসলামিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।এছাড়া তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন। সূত্রঃ Bazlur Rahman khan, Politics in Bengal(1927-1936), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987,p.200 (পরবর্তীতে B.R.Khan হিসেবে উল্লেখিত)।

৩২। Mrinal Kumar Basu, op.cit.,p.209.

৩৩। মুজিবর রহমান, মুহম্মদ হবিবুল্লাহ, মাসিক মোহাম্মদী , ১৩শ বর্ষ , ৮ম সংখ্যা , জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৭, পৃঃ ৫৬৫, Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 45 (F. N.-46), 49.

৩৪। Mushirul Hasan,op.cit.,p.82.ফজলুল হকের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ঃ ৫।

৩৫। Harun-or-Rashid, op.cit.,p.15.

৩৬। মওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতের প্যান-ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি 'আল হিলাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক এবং ১৯২৪ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট ' স্বাক্ষরকারী নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। সূত্রঃ Chandiprasad Sarkar, op.cit., p.250.

৩৭। Harun-or-Rashid,op.cit.,p.16.

৩৮। Chandiprasad Sarkar,op.cit.,p.50.

৩৯। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) একজন আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। ১৮৮৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং অল্পকাল

Dhaka University Institutional Repository

পর সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য,১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্তি লাভ করেন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত চারবার এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালে তিনি পঞ্চমবার উপাচার্য নিযুক্ত হন। সূত্রঃ নূরুল ইসলাম ও সেলিনা হোসেন (সম্পা),বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী ঢাকা,পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭,পৃঃ ৭৫-৭৬ (পরবর্তীতে নূরুল ইসলাম ও সেলিনা হোসেন হিসেবে উল্লেখিত)।

৪০। J.H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal,University of California,1968, P.78 (পরবর্তীতে J.H. Broomfield হিসেবে উল্লেখিত)।

৪১। Mrinal Kumar Basu, op.cit.,p.208.

৪২। এ.কে.এম. ইদ্রিস আলী,এ.কে.ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি, ইতিহাস, পরিষৎ পত্রিকা, ঢাকা, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ - চৈত্র, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ,পৃঃ ৯৭।

৪৩। Chandiprasad Sarkar, op.cit.,pp.51-52.

৪৪। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানদের অগ্রগতি ও দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এ.কে.ফজলুল হকের অবদান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন Rajmohan Gandhi, Understanding The Muslim Mind, Penguin Books , First Published in the U.S.A. by the State University of New York Press, Albany 1986, Reprinted in India, by Ananda Offset Private Limited, Penguin Books, Calcutta, 1990, p.208.

৪৫। Chandiprasad Sarkar, op.cit.,pp.53 - 56.

৪৬। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ , ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ২৩-২৪ (পরবর্তীতে আবুল মনসুর আহমদ হিসেবে উল্লেখিত), Taj ul-Islam Hashmi, Pakistan as a Peasant Utopia ঃ The Communalization of Class Politics in East Bengal (1920-1947), Colorado,1992, P.30.

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের সমাজ জীবনে উলামাদের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন Rafiuddin Ahmed, The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Indentity, Delhi, 1981, pp. 39-105, Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Copyright, 1983, Reprinted by Permission by Princeton University Press, by Academic Publishers, Dhaka.

৪৮। মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী বর্ধমানের টুব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এর দিনাজপুর শাখার সভাপতি হন। সূত্রঃ Mohammad Siraj Mannan, The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947): A Study of their Activities and Struggle for Freedom, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987,pp. 102-103.

৪৯। আবুল ফজল, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, মাহে নও, ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, জুন , ১৯৬২, পৃঃ ৩৫ (পরবর্তীতে আবুল ফজল হিসেবে উল্লেখিত),আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, অতীতের কথা,দিনাজপুর, ১৩৭৭বাং, পৃঃ ১০(পরবর্তীতে আফতাব উদ্দীন চৌধুরী হিসেবে উল্লেখিত)।

৫০। Chandiprasad Sarkar, op.cit.,p. 60.

৫১। Rajaty kanta Ray, op. cit., p. 74.

৫২। আবুল ফজল, মাহে নও, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬, আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৩৬।

৫৩। আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ২০৬।

৫৭। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p.62.

৫৮। আনিসুজ্জামান সামায়িক পত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২, মুজফফর আহমদ , আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি(১৯২০-১৯২৯), লেখক কর্তৃক সংশোধিত বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ২১ (পরবর্তীতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ হিসেবে উল্লেখিত)।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৬১। Harun-or-Rashid, op. cit., p.17.

৬২। Ibid.

৬৩। B.R.Khan,op.cit.,p.14.

৬৪। মুর্তাজা আলী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।

৬৫। The Bengalee, Calcutta, Tuesday, April 25th , 1916, 12th Bysakha, 1323.

৬৬। Ibid.

৬৭। Ibid.

৬৮। Ibid.

৬৯। Ibid.

৭০। Mrinal Kumar Basu, op.cit., p.215.

৭১। Mushirul Hasan, op. cit., pp.68-69.

৭২। Sharifuddin Pirzada, op. cit., p.324.

৭৩। Mushirul Hasan, op. cit., p.327.

৭৪। মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসমাইল, নবাব নাসির হোসেন খান খয়াল, মওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং মৌলভী নাজিমুদ্দীন আহমদ। সূত্রঃ Sharifuddin Pirzada, op. cit., p.355.

৭৫। Shila Sen, Muslim Politics In Bengal (1937-1947), New Delhi, 1976, p. 46 (পরবর্তীতে Shila Sen হিসেবে উল্লেখিত)।

৭৬। Sharifuddin Pirzada, op. cit., p. 362.

৭৭। Chowdhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan, Lahore, 1961, p. 37.

৭৮। Sharifuddin Pirzada, op. cit., p. 379.

৭৯। Ibid.,pp. 379-380.

৮০। Ibid., p. 380.

৮১। Chandiprasad Sarkar, op, cit.,p.74.

৮২। Ibid.,p.75.

৮৩। Ibid., p.74.

Dhaka University Institutional Repository

৮৪। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ধনবাড়ীর জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং ১৯০৬ সালে সিমলা ডেপুটেশনে বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং ১৯১৮ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'- এর সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন।১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং ১৯২৯ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ সালে খান বাহাদুর, ১৯১১ সালে নবাব, ১৯২৪ সালে নবাব বাহাদুর এবং ১৯২৭ সালে সি.আই.ই.উপাধিতে ভূষিত হন। সূত্রঃ Chandiprasad Sarkar, op. cit., p.250, B. R. Khan, op. cit., pp. 202-203.

৮৫। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p.75, Mrinal Kumar Basu, op. cit., p.302.

৮৬। Ibid.

৮৭। Mrinal Kumar Basu, op. cit., p.302.

৮৮। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p.78.

৮৯। মুর্তাজা আলী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০।

৯০। J. H. Broomfield, op. cit., p.117.

৯১। Chandiprasad Sarkar, op. cit., pp.78-79.

৯২। Ibid., p.79.

৯৩। Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনএবং বেঙ্গল প্যাক্টে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকাঃ ১৯১৯-১৯২৫

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কতিপয় কারণে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ বিস্তার লাভ করে। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গ ভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে ভারতের বিশেষতঃ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের মনে বৃটিশ বিরোধী চেতনা সঞ্চারিত হয়। এ সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে আরও প্রবল করে তোলে। ১৯১১ সালে ইটালী কর্তৃক তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলী আক্রমণ সম্পর্কে বৃটেনের নীরবতা অবলম্বন, ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে সংঘটিত পরপর দুটি বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের শত্রুদের পক্ষে ইউরোপীয় শক্তি সমূহ বিশেষতঃ বৃটেনের ভূমিকা ইত্যাদি কারণে ভারতের মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। কেননা তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা তথা সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা।

এ সময় কয়েকটি সংবাদ পত্র তুরস্কের প্রতি ভারতের মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জন এবং তাদের বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ গুলির মধ্যে কলকাতা থেকে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা 'আল হিলাল' লাহোর থেকে জাফর আলী খানের[১] সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা 'জমিনদার' এবং দিল্লী থেকে মওলানা মোহাম্মদ আলীর [২] সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা 'কমরেড' ও উর্দু পত্রিকা 'হামদার্দ'- এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ পত্রিকাগুলির ক্ষুরধার লেখনী মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে আরও উদ্দীপিত করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে প্যান-ইসলামবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়।[৩] ফলে ভারতের মুসলমানরা এ সময় প্যান- ইসলামবাদী ভাবাদর্শের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৪ সালে সূচিত প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করলে ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের প্রতিই তাঁদের নৈতিক ও মানসিক সমর্থন ব্যক্ত করেন। কিন্তু ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্ক বৃটেন ও তার মিত্রদের [৪]

Dhaka University Institutional Repository

কাছে পরাজিত হলে ভারতের মুসলমানগণ তুর্কী খিলাফত এবং খলীফার ভবিষৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও এ সময় পরাজিত তুরস্ক ও খিলাফতের ভাগ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির ভাষণে বৃটেন ও তার মিত্ররা তুর্কী সাম্রাজ্যকে যে ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করার আয়োজনে লিপ্ত হয় তাতে তুরস্কের খলীফা ও পবিত্র স্থান সমূহের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[৫] তিনি তাঁর অভিভাষণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে,

"All questions relating to the Khilafat and the protection of our holy places are intimately bound up with the vital articles of our faith ....We are loyal subjects of the rulers, and are prepared to prove our loyalty in actual practice by making sacrifices. But this temporal loyalty is subject to the limitation imposed by our undoubted loyalty to our faith."[৬] খিলাফতের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে তিনি তাঁর ভাষণে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে,

"...in making sacrifices one after another, the dividing line may soon be reached; we need hardly emphasize that in case there is a conflict between Divine laws and the mandates of our rulers, every true Mussalman will allow the Divine Commandments to prevail over human laws, even at the risk of laying down his life."[৭]

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) বৃটেনের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভারতের মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তুরস্কের অখন্ডতা এবং খিলাফত ও পবিত্র স্থান সমূহের (মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেম) মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। খিলাফতের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের জনমতকে সংগঠিত করার জন্য এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খান, মৌলভী আবুল কাসেম, মৌলভী মুজিবর রহমান, প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে ১৯১৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এক সভার আয়োজন করেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের খিলাফত ও খলীফার ভাগ্য সম্পর্কে মুসলমানরা যখন উৎকণ্ঠিত ঠিক সে সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দমনমূলক 'রাওলাট বিল' [৯] ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করলে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ নিপীড়নমূলক বিলের সমালোচনায় নিষ্ক্রীয় থাকেননি। তাঁদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা দুটি এ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যে, ভাইসরয়ের কাউন্সিলের কোন ভারতীয় সদস্য যদি এ বিলের প্রতি সমর্থন জানান তবে তিনি জনগণের আস্থা হারাবেন। অন্যদিকে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি এ বিলের বিরোধিতা করার আহবান জানায় । কেননা এর দমনমূলক ধারা সমূহ মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করে।[১০] এমতাবস্থায় ভারতীয় সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৯সালের ২৮ই মার্চ বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়। ফলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং 'রাওলাট আইন' বাতিলের জন্য জোর আন্দোলন শুরু হয়। পাঞ্জাবে এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯১৯সালের ১৩ই এপ্রিল মাইকেল ও ডায়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব সরকার জালিয়ানওয়ালা বাগে অনুষ্ঠিত 'রাওলাট আইন' বিরোধী এক জনসভার ওপর গুলিবর্ষণ করলে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। এ বর্বরোচিত ঘটনা ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে।[১১] এ মর্মন্তুদ হত্যাকান্ড বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদেরকেও ভীষণ ভাবে আন্দোলিত করে। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান পাঞ্জাবের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন এবং বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন জনসভায় এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে বৃটিশ সরকারের নির্দয় আচরণ সম্পর্কে অবহিত করেন।[১২] এ ঘটনার তদন্তের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করে তাতে বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ. কে . ফজলুল হকও অর্ন্তভুক্ত হন।[১৩]

384743

এরূপে 'রাওলাট আইন' ও পাঞ্জাবের ঘটনা প্রবাহে সমগ্র ভারত যখন বিক্ষুব্ধ সে সময় তুরস্কের খিলাফতকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংকট ঘনীভূত হতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত সংক্রান্ত সমস্যাটিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য এ সময় মুসলমানরা তৎপর হয়ে ওঠেন। খিলাফত বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদের এরূপ সাংগঠনিক তৎপরতার প্রতি বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এত সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। লক্ষ্ণৌ র ফিরিঙ্গী মহলের মওলানা আব্দুল বারী খিলাফত প্রশ্নে এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালীন সময় আটককৃত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে [১৪] মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উলামা সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খানও সে উদ্যোগে সাড়া দেন।[১৫]

এ সময় খিলাফত ও খলীফার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সংগঠিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ কাউন্সিল এক সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের আহবান জানায়।[১৬] ১৯১৯ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর মওলানা আব্দুল বারী ও ইব্রাহীম হারুন খান জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় চারশত প্রতিনিধি ও কয়েক হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।[১৭] বাংলা থেকে ঐ সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম ও মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৮] সম্মেলনে ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর খিলাফত দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দিবসটি প্রার্থনা, সভা-সমাবেশ ও হরতাল পালনের মাধ্যমে উদযাপনের পক্ষে সম্মেলন মত প্রকাশ করে। এতে হিন্দুদের সমর্থন আদায়ের জন্য আহবান জানানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সর্বোপরি ঐ সম্মেলনে সর্বভারতীয় ফিলাফত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বোম্বেকে কেন্দ্র করে সকল প্রদেশে এর শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।[১৯]

সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার সারা ভারতে হরতালসহ প্রথম 'খিলাফত দিবস' পালিত হয়। ঐ দিন কলকাতার প্রায় সমস্ত ভারতীয় দোকান-পাট বন্ধ থাকে এবং জুম্মার নামাজের পর খিলাফতের স্থায়িত্বের জন্য মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করা হয়। বিকেলে কলকাতার টাউন হলে মুসলমানদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জনসভায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ. কে. ফজলুল হক

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিত্ব করেন।[২০] এছাড়া বিভিন্ন জেলা শহরেও খিলাফত বিষয়ক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৯সালের ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর দিল্লীতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজিনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হক। ঐ দিনের সভায় তুরস্কের প্রতি ন্যায় আচরণ না করা পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত শান্তি উৎসব[২১] বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া খিলাফত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা না হলে বৃটিশ পণ্য বর্জন এবং সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে চলার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় ।সভায় খিলাফত বিষয়ক একটি প্রতিনিধিদল ইংল্যান্ডে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়।[২২] সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য ঐ সভায় মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পন্ডিত মদন মোহন মালভীয়া, জওরলাল নেহরুসহ কংগ্রেসের বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।[২৩] সভাপতির ভাষণে মাহাত্মা গান্ধী খিলাফত প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান এবং জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সরকারের সাথে অসহযোগিতা করারও প্রস্তাব করেন।[২৪]তিনি তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[২৫]

সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনের অব্যবহিত পরপরই ১৯১৯ সালের ২৫শে নভেম্বর দিল্লীতে উলামাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৬] ঐ সভায় বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান। এতে উলামাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গঠন করা হয় সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ'।[২৭] বাংলা থেকে মওলানা আকরাম খান ঐ সংগঠনের সাংবিধানিক কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন।[২৮]উলামাদের সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' -এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও কংগ্রেসপন্থী [২৯]এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সর্বভারতীয় উলামা সংগঠনটি খিলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০সালের প্রথমদিকে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বাংলায় সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রাদেশিক শাখা স্থাপনে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উদ্যোগেই গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি। মওলানা আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে [৩০] গঠিত এ কমিটির সহ- সভাপতি হন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এছাড়া মওলানা আকরাম খান এর সাধারণ সম্পাদক এবং মৌলভী মুজিবর রহমান[৩১] ও যশোরের অ্যাডভোকেট মজীদ বখ্শ[৩২] এর সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৩৩] কলকাতার কলুটোলা ষ্ট্রীটের হিরণবাড়ী লেনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সদর দফতর স্থাপন করা হয়।[৩৪]

১৯২০ সালের ২৮ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, মৌলভী আবুল কাসেম ও মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণসহ সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা অংশ গ্রহণ করেন। [৩৫]ঐ সম্মেলনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খিলাফত সংক্রান্ত মুসলমানদের দাবী দাওয়া যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করবে। এ ছাড়া বিলাতী পণ্য বর্জন এবং ১৯শে মার্চ সমগ্র দেশ ব্যাপী হরতাল সহ খিলাফত দিবস পালন করার পক্ষেও সম্মেলনে মত প্রকাশ করা হয়।[৩৬]

এ সময় সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয় । এতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেমও অর্ন্তভুক্ত হন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করাই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল।[৩৭]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলনের পর পরই ১৯২০ সালের ৩রা মার্চ প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনে দেশ বরেণ্য খিলাফত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খান, মৌলভী, মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতারাও অংশগ্রহণ করেন।[৩৮] ঐ সভা কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাদি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। মওলানা আকরাম খান উক্ত সভায়

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত আন্দোলনে অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বাংলা ভাষায় তেজদৃপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।[৩৯]মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে,

'' প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য করা কর্তব্য ইহা অনেক হিন্দু বলিতেছেন; কিন্তু ইহা কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুরও বিপদ বটে। প্রবল বলশেভিক বিভীষিকার ফলে রিফর্ম এ্যাক্ট পার্লামেন্টে রাতারাতি পাশ হইয়া গেল। যদি এশিয়ার স্বাধীন রাজ্যসমূহ লোপ পায়, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা বর্জিত এশিয়া ভূমিরই একাংশ রূপে পূর্ণ 'স্বায়ত্তশাসন' লাভ করার আশা করা বামন হইয়া চাঁদ ধরার চেষ্টার ন্যায় বাতুলতা মাত্র । তুরস্ক লোপ পাইলে, লুপ্তপ্রায় পারস্যের লোপ ধ্রুব। তুরস্ক ও পারস্যের লোপের পর কাবুলের স্বাতন্ত্র্য থাকিতেই পারে না । সুতরাং তদবস্থায় প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া অনুকূল স্বায়ত্তশাসন লাভ হইতেই পারে না।'' মওলানা ইসলামাবাদীর এ আন্তরিক আবেদনের ফলে সভা স্থলেই দুই-সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।[৪০]

১৯২০সালের ১৯শে মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতের সর্বত্র হরতাল সহ দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন কলকাতায় কাজকর্ম কার্যত বন্ধ থাকে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খিলাফত বিষয়ক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।

মোফঃস্বল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইল জেলায়। টাঙ্গাইল পার্কে আয়োজিত ঐ সভায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়। দেলদুয়ারের খ্যাতনামা জমিদার এবং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার অন্যতম নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুল হালিম গজনভী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঐসভায় অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করেন।[৪১] জনাব ইসলামাবাদী তাঁর ভাষণে গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ নীতি' -কে [৪২] (Gandhian method of Staygraha) ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করার পক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন।[৪৩]

ইতোপূর্বে ১৯২০সালের ৯ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ মেনিফেষ্টো প্রকাশ করেন। এতে খিলাফত প্রশ্ন ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করা না হলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার কথা উল্লেখ করা হয়।[৪৪] ১৭ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির অধিবেশন গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং ঐ অধিবেশনেই অসহযোগের পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৪৫] এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ১৪ই মে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময় জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য স্কটিশ বিচারপতি লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে নিযুক্ত কমিশনও এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৪৬]এর ফলে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করে এবং দেশবাসীর সরকার বিরোধিতা উত্তুঙ্গে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে ১৯২০ সালের ১ ও ২ রা জুন এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভার আয়োজন করা হয় ।ঐ সভায় অসহযোগ কর্মসূচীকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথাঃ

(ক) অনারেরী পদ ও উপাধি ত্যাগ করা

(খ) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করা

(গ) সরকারী চাকুরী বিশেষতঃ পুলিশ ও সেনা বাহিনীর চাকুরী ত্যাগ এবং

(ঘ) কর প্রদান স্থগিতকরণ।

সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভাইসরয় এক মাসের মধ্যে শান্তি চুক্তি সংশোধনে বৃটিশ সরকারকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হলে ১লা আগষ্ট হতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।[৪৭]

এলাহাবাদ সম্মেলনে অসহযোগের যে কর্মসুচী ঘোষণা করা হয় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাকে স্বাগত জানায় । তাঁদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা দুটি ঐ কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের আহবান জানায়।[৪৮]এমতাবস্থায় ১লা আগষ্টের কর্মসুচীকে সামনে রেখে বাংলার জনসাধারণকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও হরতাল পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ হরতালের সমর্থনে প্রাচীরপত্র (Posters) এবং ইশতিহার (Leaflets) প্রকাশ ও বিতরণ করেন। এর মধ্যে বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক মওলানা আকরাম খান লিখিত 'কর্ত্তব্যের আহবানে সাড়া দাও' শীর্ষক ইশতিহারটি প্রকাশনার কারণে সরকার প্রেসএ্যাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে তাৎক্ষণিক ভাবে বে- আইনী ঘোষণা করে। ঐ ইশতিহারটি প্রকাশ করার অভিযোগে মওলানা আকরাম খানের সাপ্তাহিক 'মোহম্মদী' পত্রিকাটির জামানত এবং বাংলার অপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হক প্রকাশিত মুসলমান সমাজের নতুন মুখপত্র 'নবযুগ' পত্রিকাটির যে

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যায় ঐ ইশতিহার ছাপা হয় সে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪৯] এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট হরতাল সহ তৃতীয় খিলাফত দিবস পালন করা হয়।

১৯২০ সালের ১০ই আগষ্ট তুরস্ক মিত্রপক্ষের সাথে অপমান জনক সেভার্স (Sevres) চুক্তি স্বাক্ষর করলে খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ফলে স্বভাবতঃই ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ আরও চরম আকার ধারণ করে এবং এর প্রতিবাদে ৩১শে আগষ্ট সারা ভারতে আরো একটি খিলাফত দিবসপালন করা হয়।[৫০] সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে কলকাতায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-এ-ওলামা-এ-হিন্দ -এর বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। আর এরই সঙ্গে ১৯২০সালের ১লা আগষ্ট থেকে সূচিত অসহযোগ আন্দোলনের গতি পূর্ণ মাত্রা লাভ করে।

চূড়ান্ত ভাবে অসহযোগের কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পর বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। অসহযোগ আন্দোলনের মূলমন্ত্র প্রচারে এ সময় তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত খিলাফত সভায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালের ৬ই অক্টোবর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত ঐরূপ এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঐ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যার মাধ্যমে ছাত্ররা নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। তিনি দেশের অভাব- অভিযোগ ও তা পরিপূরণের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে বাঙ্গালী মৌলভী ও মওলানাদের কঠোর সমালোচনা করেন। এছাড়া তিনি তাঁর ভাষণে মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। মওলানা ইসলামাবাদীর সঙ্গে মওলানা আকরাম খানও ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন। মওলানা আকরাম খান তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু- মুসলমান ভুল বুঝাবুঝির মূল কারণ হিসেবে ধর্মীয় গোঁড়ামীকে দায়ী করে এর সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় খৃষ্টান শাসন থেকে ইসলামের মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনকেই অপরিহার্য বলে মত প্রকাশ করার মাধ্যমে খিলাফত আন্দোলন এবং কংগ্রেস পরিচালিত স্বরাজ[৫১] আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগ সূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

সভা-সমাবেশের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে এর অনুকূলে জনগণের মানসিকতা গঠনের প্রয়াস চালান। এ উদ্দেশ্যে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 'আল-এসলাম' পত্রিকায় কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। মুসলমানদের নিকট খিলাফতের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি তাঁর 'খেলাফৎ' শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে বলেন যে,

"পবিত্র স্থান সমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাত ছাড়া হইলে, রাজধানী কনস্টানটিনোপলে বিজাতির কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে খলিফার পদ মর্য্যাদা থাকে না, খলিফার পদ মর্য্যাদা না থাকিলে তিনি খলিফা রূপে থাকিতে পারেন না, খলিফা না থাকিলে এমাম নির্দিষ্ট না থাকিলে মোছলমানের মোছলমানী থাকে না, এছলাম কাএম থাকেনা, জুম্আ, জমআৎ, ঈদ ও হজ ইত্যাদিতে খলিফা বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা অনুমতির প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব এছলাম রক্ষা করিতে হইলে, মোছলমান নামে অভিহিত হইতে হইলে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের উম্মতের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিতে হইলে খলিফাকে রক্ষা করা, খলিফার রাজ্য, তাহার ক্ষমতা ও পদামর্য্যাদা রক্ষা করা, প্রত্যেক মোছলমানের ফরজ। যাহারা খলিফার পদমর্য্যাদা, এমামের পদগৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে না, তাহারা মোছলমান নামে পরিচিত হইতে পারিবে না।"[৫৩]

তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসহযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জনাব ইসলামাবাদী তাঁর 'ঈমানের পরীক্ষা সরকারের সাহচর্য্য ত্যাগ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে,

"বিজাতি বিধর্ম্মী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যাহারা মোছলমানের সহিত কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত নহে, মোছলমানের অনিষ্টসাধন করিতে, তাহাদের রাজ্য রাজত্ব হস্তগত করিতে, এছলাম ধর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যত নহে বরং শান্তির সহিত পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে অভ্যস্ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে, সদ্ব্যবহার ও সাহচর্য্য করিতে এছলাম ধর্ম্মে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা মোছলমানের স্বার্থে আঘাত করিতে অথবা মোছলেম রাজ্য ধ্বংস বা অধিকার করিতে, মোছলমানের পবিত্র স্থান সমূহ জয় করিতে, এছলাম ধর্ম্মের অবমাননা করিতে, মোছলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অগ্রসর হয়, সেরূপ জাতির সহিত মিলা মিশা করা, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা, তাহাদের কোন কাজে সহযোগিতা ও সাহচর্য্য করা নিষিদ্ধ ও মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"।[৫৪]

সর্বোপরি অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁর 'অসহযোগিতা ও আমাদের কর্ত্তব্য' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেন যে, "এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি,-খেলাফৎ সমস্যার সমাধান, তুরস্ক ছোলতানের হৃতরাজ্য সমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের খলিফার পদমর্য্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা করা। ২য়টি ভারতে স্বরাজ লাভ''।[৫৫] অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে ঐ একই নিবন্ধের অন্যত্র মওলানা ইসলামাবাদী মত প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাই হল সবচেয়ে কার্যকরী অবলম্বন। এর প্রভাবে একদিকে যেমন ইংরেজদের ক্ষমতা লোপ পাবে অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসী তাদের ন্যায় সঙ্গত ও ধর্মানুমোদিত দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যেক ভারতবাসীরই অংশগ্রহণ করা কর্তব্য।[৫৬]

মওলানা ইসলামাবাদী ছাড়াও এ সময় বাংলার অন্যতম উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক, কবি ও সমাজ সংস্কারক ইসমাইল হোসেন শিরাজীও অসহযোগ আন্দেলনে জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ছোলতান' পত্রিকায় 'হিন্দু মোছলমান' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে শিরাজী খিলাফত ও পবিত্র ভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভারতের মুক্তি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র স্থান ও মুসলিম রাজ্য সমূহ কখনো নিরাপদ হতে পারে না। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুদের স্বার্থই অধিক সিদ্ধি হবে বলে অনেক মুসলমান যে ধারণা পোষণ করেন শিরাজী তাঁর প্রবন্ধে সে ধারণাকেও অলীক বলে মন্তব্য করেন।[৫৭]

এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে সরকারী অফিস- আদালত ও ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের যে কর্মসূচী গৃহীত হয় তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হক এবং মজীদ বক্স মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিধি অনুসারে গঠিত নতুন কাউন্সিল নির্বাচন হতে তাঁদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন।[৫৮]

একই সময় অসহযোগের অংশরূপে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কার্যক্রমও আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচীর সম্প্রসারণ ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগী মওলানা আকরাম খান ঢাকা ও চট্টগ্রামে বহু সভা-সমাবেশ করেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই বাংলায় সরকারী বিদ্যালয় বর্জনের আন্দোলন শুরু হয় ও প্রসার লাভ করে।[৫৯]

১৯২০সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলে খিলাফত ও অসহযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন সম্মিলিতরূপ পরিগ্রহ করে।[৬০] এর ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের আন্দোলন নব উদ্দীপনায় শুরু হয় এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে মুসলমান ছাত্ররা ব্যাপক সংখ্যায় এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।[৬১] দেশ বরেণ্য উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সময় পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের অনেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম।[৬২] তিনি ছিলেন তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র।[৬৩] অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য এ সময় তিনি একাধিক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দানের মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝে অসহযোগের মূলমন্ত্র প্রচার করেন এবং বৃটিশ সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন।[৬৪] শুধু তাই নয় জনাব ইব্রাহিম সরকার পরিচালিত শিক্ষা বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আহবানে সাড়া দিয়ে নাগপুর সম্মেলনেও যোগদান করেন।[৬৫] জনাব ইব্রাহিম ছাড়াও পরবর্তীকালে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপে পরিচিত আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নামও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই ছিলেন তখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র।[৬৬] অসহযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উভয়েই এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলার খিলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও পালন করেন।[৬৭] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী রূপে আবুল মনসুর আহমদ এবংআবুল কালাম শামসুদ্দীন উভয়েই ছিলেন কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী।[৬৮]

সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিকল্প হিসেবে এ সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সহায়তায় 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে সেখানে 'এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়' নামে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। জনাব ইসলামাবাদী ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। 'আল-এসলাম' পত্রিকায় 'এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়', শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জনাব ইসলামাবাদী প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের একটি পাঠ্য প্রণালীও প্রণয়ন করেন।[৬৯] জানা যায় যে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর 'এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চবিদ্যালয়'ই ছিল বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনকারীদের দ্বারা স্থাপিত প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় বিদ্যালয় ।[৭০] এছাড়া স্থানীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে ময়মনসিংহের বৈলর বাজারেও অনুরূপ একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল মনসুর আহমদ এর হেড মাষ্টার এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর এসিস্ট্যান্ট হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন।[৭১]

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনে সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের এ কর্মসূচীর সাথে বাংলার নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হক একমত হতে পারেন নি। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বৃটিশ পণ্য ও সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জনের কর্মসূচীটুকু সমর্থন করলেও শিক্ষার্থীদের স্কুল কলেজ ত্যাগ করার কর্মসূচীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, এ ধরণের কর্মসূচী অনুসরণের ফলে মুসলমানরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৭২] কেননা হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে। তারা সে সব পরিবার থেকে এসেছে যারা কয়েক পুরুষ ধরে শিক্ষিত ও প্রাগ্রসর। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্তে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ তারা গৃহেই গুরুজনদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও হয় অশিক্ষিত না হয় অর্ধশিক্ষিত । এমতাবস্থায় বিদ্যালয় বর্জন কর্মসূচীর ফলে তাদের শিক্ষা - দীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।[৭৩] ১৯২০সালের ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সুধী সম্মেলনেও ফজলুল হক অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন।[৭৪] কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গণ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে ফজলুল হকের বিরোধিতা সফল হয়নি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কার্যক্রমও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

১৯২১সালের ১৪ই জানুয়ারী কলকাতার মীর্জাপুর পার্কে বিদ্যালয় বর্জনকারী ছাএদের এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয় ।ঐ সভায় প্রায় চৌদ্দ হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মৌলভী মুজিবর রহমান। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাস , সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পি. ব্যানার্জী প্রমুখ খ্যাতনামা হিন্দু নেতৃবৃন্দও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৭৫] একই দিনে অপরাহ্ন ৪টায় মীর্জাপুর স্কোয়ারে বিদ্যালয় বর্জনকারী ছাত্রদের আরো একটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বাংলার অপর উদার পন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় জনাব আকরাম খান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ রূপে বিদ্যালয় বর্জনে ছাত্রদের উৎসাহিত করে বক্তব্য প্রদান করেন। জনাব খান তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্রদের স্বরাজ অর্জনেও অনুপ্রাণিত করেন।[৭৬] ফেব্রুয়ারী মাসে একই স্থানে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় জনাব আকরাম খান বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে ছাত্ররা যাতে তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে অব্যাহত ভাবে বিদ্যালয় বর্জন চালিয়ে যায় তজ্জন্যও ছাত্রদের উপদেশ প্রদান করেন।[৭৭]

অসহযোগ আন্দোলনের এ চরম মুহূর্তে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হকের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি অসহযোগের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে আসন্ন আইন পরিষদ নির্বাচনে তাঁর মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। বাংলার অপর উদারপন্থী নেতা বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেমও নির্বাচনে অংশ নেন।[৭৮] ফজলুল হকের এরূপ আচরণে বাংলার অন্যান্য উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁর এরূপ আকস্মিক মত পরিবর্তনের কঠোর সমালোচনা করে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি লিখে যে,

"Now, Moulvi Fazlul Haq has turned his back and is gonig to stand for election to the Bengal Lagislative Council, inspite of the decision to the contrary, arrived at by the Khilafat Committee. People say that the shadow of a ministership has proved too tempting to him and so like a brave general encouraging and leading an army to battle field, he shows his back and runs away to a safe retreat... leaving his followers to their fate."[৭৯] এরূপ মনোভাব পরিবর্তনের ফলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে ফজলুল হক ও আবুল কাসেমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে ফজলুল হক ও মৌলভী আবুল কাসেমের সম্পর্ক ছেদ হওয়া সত্ত্বেও বাংলার অন্যান্য উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের কার্যক্রম পুরোমাত্রায় অব্যাহত রাখেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার মীর্জপুর পার্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় মওলানা আকরাম খান অংশগ্রহণ করেন। ঐ সভায় তিনি সরকারী ট্রামওয়ে কোম্পানী বর্জন করার সাথে সাথে আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সহিত সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।[৮০]

এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ ইউরোপীয়দের অধীনে কর্মরত মুসলমান এবং মুসলমান কারখানা

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদেরকেও অসহযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালান । মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইউরোপীয়দের পারিবারিক কাজকর্মে নিয়োজিত মুসলমান লস্কর (Laskars) ও গৃহভৃত্যদের এবং মওলানা আকরাম খান মুসলমান দপ্তরীদের (Daftaris) সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৮১] এ সময় মুসলমান কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান উভয়েই বাংলার মুসলমান শ্রমজীবি ও কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে অসহযোগের মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে এ আন্দোলনের ছায়াতলে সমবেত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান উভয়েই বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও ছিলেন।[৮২]

অসহযোগ আন্দোলনের এ পর্যায়ে বিলাতী পণ্য বর্জনের বিষয়টিও গুরুত্ব লাভ করে । এ সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি বিলাতী পণ্য বর্জন ও দেশী খদ্দর ব্যবহার করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।[৮৩] কংগ্রেস-খিলাফত কমিটির এ আহবানে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরাও সাড়া দেন। মওলানা আকরাম খান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ আহবানকে গ্রহণ করেন এবং নিজে বিলাতী কাপড় বর্জন করে খদ্দরের তৈরী সাদা তফন (লুঙ্গি), সাদা কুর্তা ও সাদা টুপি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।[৮৪] এ ছাড়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা কলকাতায় 'স্বদেশী-খিলাফত স্টোরস লিঃ' নামক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন।[৮৫] স্বদেশী পণ্যের প্রসারে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উদারপন্থী মুসলিমদের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী আরও অনেকের অংশ গ্রহণের ফলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন আরও প্রচার ও ব্যাপকতা লাভ করে। এদের মধ্যে কুমিল্লা জেলায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী। জনাব চৌধুরী ১৯২১ সালে কুমিল্লা জেলা খিলাফত কমিটির সভাপতি এবং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী আইন অমান্য করার দায়ে তিনি দু'সপ্তাহের

Dhaka University Institutional Repository

কারাদন্ড ভোগ করেন।[৮৬] আশরাফ উদ্দীন আহমদের সমসাময়িক ছিলেন একই জেলার জনাব হাবিবুর রহমান চৌধুরী গান্ধী-নীতি বিশ্বাসী জনাব চৌধুরী ১৯২১ সালে ছাত্রাবস্থাতেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৮৭]

চট্টগ্রামে এ সময় শাহ বদিউল আলম সক্রিয়ভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জনাব বদিউল আলম ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলেরই সদস্য ছিলেন এবং কয়েকবার কংগ্রেসের বঙ্গীয় ও সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। ফিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকালীন সময় তিনি মওলানা আকরাম খানের সঙ্গে একযোগে কাজকর্ম করেন এবং এ আন্দোলন চলাকালে তিনি এক বছর কারাদন্ডও ভোগ করেন। শাহ বদিউল আলমের স্বদেশী মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী ছিলেন।গান্ধী ভক্ত হওয়ায় তিনি ' ওয়ালী গান্ধী' নামেও খ্যাত ছিলেন। জনাব ওয়ালিউল্লাহ ছাত্রাবস্থাতেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য বহরমপুর জেলে তিনি ৩৭ দিন কারাবরণ করেন।[৮৮]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে এ সময় ফরিদপুর জেলায় সক্রিয় নেতৃত্ব দেন মৌলভী তমীয উদ্দীন খান। জনাব তমীয উদ্‌দীন ফরিদপুর জেলা খিলাফত কমিটির সহ-সভাপতি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন [৮৯] এবং বিলাতী কাপড়ের পরিবর্তে দেশী খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।[৯০] মৌলভী তমীয উদ্দীন খান ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি নাগপুরে অনুষ্ঠিত ফিলাফত কনফারেন্স এবং কংগ্রেস-লীগ অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করেন।[৯১] অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু তাঁর ঐ বাহিনী সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয় এবং ঐ বাহিনী গঠনের অভিযোগে তাঁকে চৌদ্দ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[৯২] ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত পাংশা গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী কংগ্রেস বা খিলাফত কমিটির কোন পদাধিকারী না হলেও তিনি কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী একজন সংগঠক

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন।[৯৩] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে পাংশার মুসলমানদেরকের তিনিই সংগঠিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৯৪] হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী জনাব চৌধুরী 'কোহিনূর' নামক একটি মাসিক পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক ছিলেন।[৯৫]

দিনাজপুরে বসবাসকারী মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ও তাঁর ভ্রাতা মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী উভয়েই সক্রিয় কংগ্রেসপন্থী এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মওলানা কাফী বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় খিলাফত -কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন জেলায় খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ আন্দোলনের অনুকূলে জনগণকে উৎসাহিত করেন।[৯৬]

অসহযোগ আন্দোলনে দিনাজপুরের হিলি অঞ্চলের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন আফতাব উদ্দীন চৌধুরী। কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী জনাব চৌধুরী হিলি অঞ্চলে অসহযোগের অংশরূপে বিলাতী পণ্য বর্জনের কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান । অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হিলি বাসীর নিকট তুলে ধারা জন্য তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশেরও আয়োজন করেন। এর ফলে ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়।[৯৭]

এ সময় সিরাজগঞ্জে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক , কবি ও কংগ্রেসপন্থী নেতা জনাব ইসমাইল হোসেন শিরাজী। উল্লেখ্য যে, বল্কান যুদ্ধের সময় ডাঃ আনসারী-এর নেতৃত্বে ভারত থেকে তুরস্কের যে মেডিকেল মিশন প্রেরণ করা হয় শিরাজী তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ সফরের ফলে শিরাজী প্যান-ইসলামবাদী ভাবাদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তুরস্ক সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি 'তুরস্ক ভ্রমণ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৮] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইসমাইল হোসেন শিরাজী সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস ও ফিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ সালের ২৫,২৬ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বর সিরাগঞ্জে অনুষ্ঠিত তিনটি জনসভায় জনাব শিরাজী সভাপতিত্ব করেন। ঐ সকল সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বিদেশী পণ্য

Dhaka University Institutional Repository

বর্জন স্বরাজ লাভের সহজ পন্থা, খিলাফত পুনরুদ্ধার, আঙ্কারায় অর্থ সাহায্য প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। সভায় পিকেটিং চালাবার জন্য একটি বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক সংঘও গঠিত হয় । সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে আঙ্কারা সরকারের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের জন্য এ সময় শিরাজী এক প্রচার পত্রও প্রকাশ করেন।[৯৯]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এ পর্যায়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি ব্যাপক ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন রূপে আবির্ভূত হয় তাছাড়া এ সময় ভারতের মুসলমানরা খিলাফত কমিটি সংগঠিত করার বিষয়ে এত অধিক মনোযোগী ছিলেন যে, মুসলিম লীগের অস্তিত্ব একরূপ ম্লান হয়ে আসে।[১০০] অনেক জেলায় কংগ্রেস অফিসেই খিলাফত কমিটির অফিস স্থাপিত হয় ।[১০১] হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতি এ সময় এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অনেক মুসলমান নেতা মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন বলেও ভাবতে আরম্ভ করেন।[১০২] ফলে এ সকল কারণে ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যত একটি নিষ্ক্রীয় সংগঠনে পরিণত হয়।[১০৩]

অসহযোগ আন্দোলনের চরম মুহূর্তে ১৯২১ সালের ১৮ই নভেম্বর ইংল্যান্ডের যুবরাজ ভারত সফরে আসেন। তাঁর আগমনকে স্বাগত না জানিয়ে অসহযোগের অংশ হিসেবে ঐ দিন ভারতের সর্বত্র হরতাল পালন করা হয়। ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষেও কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবৃন্দ হরতাল আহবান করেন। এমতাবস্থায় ঐ কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য সরকার মওলানা আকরাম খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলভী মুজিবর রহমান ও ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দসহ অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে।[১০৪] এতদসত্ত্বেও সরকার অসহযোগ আন্দোলনের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। এরূপে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চৌরীচৌরার হিংসাত্মক ঘটনায় [১০৫] মর্মাহত হয়ে মহাত্মা গান্ধী খিলাফত কমিটির সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করেন। অভীষ্ট সিদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের এ আকস্মিক ঘোষণায় মুসলমানরা অত্যন্ত নিরাশ হন।[১০৬] যদিও খিলাফত আন্দোলন তখনো অব্যাহত থাকে। অবশ্য এ আন্দোলনও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি এবং ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা মুস্তফা কামাল আইন প্রণয়ন করে মুসলমানদের এ প্রাচীন ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খিলাফতের বিলোপ সাধন করলে ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহেও ভাটা পড়ে এবং অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে।[১০৭]

অসহযোগ আন্দোলনের অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তির ফলে সমগ্রভারতের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিবর্তন সূচিত হয় । এর ফলে 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্ট' এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বিনষ্ট হয়।[১০৮] বলা বাহুল্য যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়টি ছিল হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা ও সম্প্রীতির স্বর্ণকাল।

এসময় ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানরাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বিস্মৃত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হয়। চরমপন্থী হিন্দু-মুসলমান সংবাদপত্রগুলি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিভেদ সৃষ্টিকারী অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। বিভিন্ন স্থানে গো-হত্যা ও মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।[১০৯]

এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তাঁরা। উপলব্ধি করেন যে, অতি সত্তর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক উন্নয়নের নতুন উপায় উদ্ভাবন করা না হলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিবর্তিত গতি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্রবাদের বিস্তার ঘটাবে। তাই তাঁরা হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার নতুন প্রেক্ষাপট রচনায় উদ্যোগী হন । এসময় অসহযোগ আন্দোলন উত্তরকালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রোধকল্পে চিত্তরঞ্জন দাস বাস্তব কর্মপন্থা নিয়ে সরকারের কাউন্সিলে যোগ দান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁর এ মত গৃহীত না হওয়ায় চিত্তরঞ্জনদাস সরকারের কাউন্সিলে প্রবেশে তাঁর পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন।[১১০] বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খানও চিত্তরঞ্জন দাসের নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১১১] বাংলার অপর দুই উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক মৌলভী আবুল কাসেম এবং এ. কে. ফজলুল হক খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাঁরা কাউন্সিলে যোগ দানের জন্য চিত্তরঞ্জন দাসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।[১১২]

চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা অপরিহার্য।[১১৩] তাই তিনি স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীর প্রতি বাংলার মুসলমানদের সমর্থন অর্জনে সচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে তিনি দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। প্রথমটি, বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টি, শিক্ষার অভাবে মুসলমানরা পশ্চাৎপদ। এ দুটি বিষয়কে সম্মুখে রেখে তিনি বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করেন।[১১৪] এ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাস 'ফরওয়ার্ড'[১১৫] পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেন যে,

"Is it not unjust to shut out the community which commands the largest majority in the province from their legitimate share of the country? 'Let them wait till they are efficient' is not a very convincing argument especially as the Hindus and the Muhammadans alike have been kept out of their own by an alien bureaucracy exactly on this plea."[১১৬]

বাংলার মুসলমানদের সমর্থন অর্জনে চিত্তরঞ্জন দাসের এ প্রচেষ্টায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দও সহায়তা করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে হিন্দু- মুসলমান সহযোগিতার বিষয়টি রাজনৈতিকরূপ লাভ করে এবং ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে রচিত হয় ঐতিহাসিক হিন্দু- মুসলমান চুক্তিনামা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' । এ প্যাক্ট প্রণয়নে অন্যান্যদের সঙ্গে মৌলভী মুজিবর রহমান , মওলানা আকরাম খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১১৭] স্যার আব্দুর রহিমের বাসগৃহে 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র শর্তাবলী খসড়া চূড়ান্ত করা হয়।[১১৮] 'বেঙ্গল প্যাক্টে' সন্নিবেশিত শর্তাবলী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করায় এ চুক্তি বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সমাজে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়।[১১৯] বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিও এ চুক্তির সমর্থনে সংবাদ পরিবেশন করে। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় এ চুক্তির প্রশংসা করে লিখে যে ,'' .... দেশকে চির-পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভারতের দুইটি প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায় হিন্দু মোছলমানের মিলন ও সম্প্রীতি যে একান্ত অপরিহার্য্য তাহাতে মত দৈততা হইতে পারে না''।[১২০] মৌলভী মুজিবর রহমান সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র সমর্থনে মন্তব্য করে যে,

"The Mussalman as a community must be made to understand that Swaraj does not mean the predominance of any one Indian community over another, but that it means freedom for all."[১২১]

এরূপে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের প্রচার ও প্রচেষ্টার ফলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের নিকট স্বরাজ্য দলের গ্রহণীয়তাও বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলমানদের সহায়তায় স্বরাজ্য দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১২২] অবশ্য মুসলমানদের নিকট আদৃত হলেও হিন্দু নেতাদের অনেকে এ চুক্তিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। এ বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদিত হয়। ১৯২৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদন করে।[১২৩]

স্বরাজ্য দল ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদিত হওয়ার ফলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী হিন্দু নেতৃবৃন্দ আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্যাক্ট বিরোধী জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী হিন্দু নেতৃবৃন্দ কলকাতার হরিশ পার্কে এক প্রতিবাদ সভা আহবান করেন। হিন্দু নেতারা তাঁদের প্রচারণায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উক্ত সভায় অনেক মুসলমান আলেমকেও আমন্ত্রণ জানান। এমতাবস্থায় বাংলার উদার পন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী অপপ্রচার থেকে মুসলমান জনমতকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। মুসলমান জনমত যাতে প্যাক্ট বিরোধী প্রচারণার দ্বারা কোন

Dhaka University Institutional Repository

ভাবেই প্রভাবিত না হয় তার জন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খানও হরিশ পার্কের সভায় যোগ দেন এবং 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন।[১২৪] ১৯২৪ সালের ২৫ শে মার্চ কলকাতা ময়দানে মুসলিম পলিটিক্যাল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র ওপর বক্তৃতা কালে মওলানা আকরাম খান চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে বলেন যে, "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি বাঙ্গালার মুসলমানদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে এবং তাহারা স্বরাজ প্রাপ্তির পরে হিন্দু-মোছলেম চুক্তির ফল গ্রহণে প্রস্তুত আছে"।[১২৫] ১৯২৪ সালের ২৬শে মার্চ মওলানা মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত খিলাফত কনফারেন্সের অধিবেশনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্য থেকে মওলানা আকরাম খান যোগদান করেন। ঐ সভাতেও 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদিত হয়।[১২৬]

'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধীদের অব্যাহত প্রচারণা সত্ত্বেও এ সময় স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল তিন চতুর্থাংশ আসনে বিজয়ী হয়। চিত্তরঞ্জন দাস নিজে মেয়র নির্বাচিত হন এবং তরুণ মুসলমান নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ডেপুটি মেয়র মনোনীত করেন।[১২৭] বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান কলকাতা কর্পোরেশনের সম্মানিত সদস্য (Alderman) নির্বাচিত হন।[১২৮] স্বরাজ্য দলের এ বিজয়ের ফলে কলকাতা কর্পোরেশনের মত হিন্দু- প্রধান প্রতিষ্ঠানে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মুসলমান মোটা বেতনের দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী লাভ করেন।[১২৯] এর ফলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুরা চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি আরো বিরূপ হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁরা এই বলে প্রচারণা চালান যে, "চিত্তরঞ্জন দাস বাংলাদেশকে মুসলমানদের কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন"।[১৩০]

এরূপ পরিস্থিতিতে রক্ষণশীল হিন্দুদের তৎপরতা মোকাবেলার জন্য চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনের আহবান করেন। বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।[১৩১] কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির সভাপতি এবং বাংলার বিশিষ্ট উদারপন্থী মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিক মৌলভী ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত না করায় সিরাজগঞ্জের মুসলমানরা ঐ সম্মেলন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৩২] জনাব শিরাজীও এ কারণে সম্মেলনের বিরোধিতা করেন।[১৩৩] এর ফলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী হিন্দুরা সিরাজগঞ্জ সম্মেলন বানচাল করার জন্য তৎপরতা চালান। কংগ্রেস বিরোধী মুসলমানগণও এ সুযোগে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের বিরোধিতা করার প্রয়াস পান।[১৩৪] এমতাবস্থায় সিরাজগঞ্জ সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্যে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান চিত্তরঞ্জন দাসের পরামর্শ সাপেক্ষে 'ছোলতান' পত্রিকার সাব-এডিটর আবুল মনুসর আহমদকে সম্মেলনের পূর্বেই শিরাজী সকাশে প্রেরণ করেন।[১৩৫] তাঁর চেষ্টায় এবং অভ্যর্থনা-কমিটির চেয়ারম্যান পাবনার জমিদার বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ও টাঙ্গাইলে অবস্থিত করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর মধ্যস্থতা ও অনুরোধের ফলে শিরাজীর মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং সম্মেলন সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে সম্মত হন।[১৩৬]

১৯২৪ সালের ১ লা জুন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বহু সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সিরাজগঞ্জ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা মওলানা আকরাম খান অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই পারস্পারিক সন্দেহের অবসান ঘটানোর আহবান জানান। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে এক শ্রেণীর মুসলমান যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মওলানা আকরাম খান তাকে অলীক ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে হিন্দুরাও মুসলমানদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাকেও তিনি অমূলক বলে আখ্যায়িত করেন।[১৩৭] মওলানা আকরাম খান তাঁর অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে স্বার্থের সংঘাতে ধর্মকে ব্যবহার করার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করে বলেন যে,

"এ দেশের হিন্দু মুসলমান স্বধর্ম্মের প্রেম অপেক্ষা পরধর্ম্মের বিদ্বেষকেই অধিক সম্মান দান করিয়া থাকেন। নচেৎ ধর্ম্মের যে আদেশ নিষেধগুলি মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তিরূপে পরিগণিত- যেগুলিকে পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্মের মূলনীতি ও শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য হইতে শত যোজন দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, সে গুলিকে পদদলিত করার সময় কাহারও মধ্যে একটু ধর্ম্ম প্রবণতা বা উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

না।.... হিন্দু মুসলমানের এ লড়াই ধর্ম্মের লড়াই নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা অধর্ম্মের লড়াই''।[১৩৮]

মওলানা আকরাম খানের পান্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে উদ্দীপ্ত করে। তাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে সর্বসম্মত ক্রমে গৃহীত হয়।[১৩৯]

বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের সহায়তায় 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদিত হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ্য দলের মূল কর্মসূচী আইন সভায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। এ কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে নব নির্বাচিত আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে গভর্নর লর্ড লিটনের আহবান প্রত্যাখ্যান করেন।[১৪০] এ সময় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ. কে. ফজলুল হক স্বরাজ্য দলের টিকিটে আইন সভায় নির্বাচিত হলেও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করা সম্পর্কিত স্বরাজ্য দলের নীতিকে উপেক্ষা করে গভর্ণরের আহবানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। [১৪১] কারণ তিনি মনে করেন যে, এর ফলে তিনি বঙ্গীয় মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে আরও বেশী কাজ করার সুযোগ লাভ করবেন।[১৪২] কিন্তু এর ফলে চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত ফজলুল হকের বৈরীভাবের সৃষ্টি হয় এবং ফজলুল হকের মন্ত্রীত্বও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি । স্বরাজ্য দলের বিরোধিতার মুখে মাত্র ছয় মাস পরই তাঁর মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটে।[১৪৩] এ.কে. ফজলুল হক স্বরাজ্য দল ত্যাগ করা সত্ত্বেও বাংলার অপরাপর উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ও স্বরাজ্য দলের নীতির প্রতি আস্থায় অবিচল থাকেন।

'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে সাময়িকভাবে সফল হলেও তাঁদের এ সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ একদিকে হিন্দু সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রকাশনা ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু কংগ্রেস নেতারা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ও স্বরাজ্য দলের প্রতি বিরূপ ছিলেন [১৪৪] এবং অন্যদিকে বৃটিশ সরকারও স্বরাজীদের অভিপ্রায় সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সংশয়ের বীজ বপনের মাধ্যমে আইনসভার হিন্দু-

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্রিয় হয়।[১৪৫] এমতাবস্থায় ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাস অকালে মৃত্যুবরণ করলে 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং কংগ্রেসের প্যাক্ট বিরোধী সদস্যদের প্রভাবে ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল বলে ঘোষণা করে।[১৪৬]

এর ফলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেসের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণে মৌলভী মুজিবর রহমান, আশরাফউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল্লা হেল বাকী সহ বাংলার অনেক উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস হতে পদত্যাগ করেন।[১৪৭] মওলানা আকরাম খান অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন এবং ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও নির্বাচিত হন।[১৪৮] পরবর্তীতে মৌলভী মুজিবর রহমান ও আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর ন্যায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করলেও [১৪৯] তাঁদের পক্ষে আর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র মাধ্যমে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আর পরবর্তীকালে কোন সময় গড়ে ওঠেনি।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত আন্দোলন ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার করে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর নিকট থেকে স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সেই চেতনা ও মনোভাবকে সংঘবদ্ধ করার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন। এ সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে ইংরেজ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী যে প্রতিবাদের ঢেউজাগে তার সঙ্গে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী ক্ষোভকে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ খিলাফতের দাবীকে জোরদার করে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতাকে আরও ব্যাপকতর করার প্রয়াস পান। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর সহায়তায় খিলাফত আন্দোলন অসহযোগের পর্যায়ে উপনীত হলে তা জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং হিন্দুরাও ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তুরস্কের খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষায় হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন পরিচালনায় বাংলার মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন খিলাফত সভায় অসহযোগের মূলমন্ত্র প্রচার করেন। খিলাফতের নিরাপত্তা ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এ সময় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনকে অপরিহার্য বিবেচনা করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করার প্রয়াস পান । বস্তুতঃপক্ষে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাবেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বাংলায় এক গণ আন্দোলনের রূপ লাভ করে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি এবং তুরস্কে খিলাফতের বিলুপ্তির ফলে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জনে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের প্রচেষ্টা চরমভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাঁদের আরব্ধ কর্ম হতে বিরত হননি এবং নিরলসভাবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অবিচল থাকেন। ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁদের এ প্রচেষ্টা সফল পরিণতি লাভ করে। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ছিল নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে' বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ যতটা অপূর্ণ ছিল 'বেঙ্গল প্যাক্ট' তার পূর্ণ প্রতিবিধান করে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে । ফলে বাংলার মুসলমানরাও এ চুক্তির প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায় চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু কেবল মাত্র 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র মূলেই কুঠারাঘাত করেনি, এর ফলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ বাংলার রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখার যে প্রয়াস চালান তার আশাও চিরতরে তিরোহিত হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। জাফর আলী খান (১৮৭৩-১৯৫৬); 'মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' থেকে ১৮৯৫ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করার পর হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পিতা নিজামউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত 'জমিনদার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।১৯১২ সালে তিনি ভারতীয় রেডক্রিসেন্ট মিশনের সংগৃহীত অর্থ তুর্কী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য তুরস্ক গমন করেন। জাফর আলী খান খিলাফত আন্দোলনের একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা এবং খিলাফত প্রতিনিধিরূপে ইংল্যান্ড, প্যারিস ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। ১৯২৯ সালে তিনি 'আহরার' দলে যোগদান করেন। ১৯৩৭-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত জাফর আলী খান পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপেও দায়িত্ব পালন করেন। সূত্রঃ Mushirul Hasan, op. cit., pp.331-332.

২। মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১); 'মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' এবং 'অক্সফোর্ড'-এ অধ্যয়ন শেষে রামপুর শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১১ই জানুয়ারী তিনি 'কমরেড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কানপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্দোলন এবং প্যান-ইসলামী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইউরোপে খিলাফত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯২০ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯২১-১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানদেরকে যোগদান না করার আহবান জানান। ১৯৩০-১৯৩১সালে তিনি গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। সূত্রঃ Ibid., pp.320-321.

৩। W.C. Smith, op, cit., pp.234-285, Rajat Kanta Ray, op.cit., p.223.

৪। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহ 'মিত্র শক্তি জোট' ও 'কেন্দ্রীয় শক্তি জোট' এ দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'মিত্র শক্তি জোটে' ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, জাপান ও ইটালী এবং 'কেন্দ্রীয় শক্তিজোটে' ছিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক । সূত্রঃ- James Mallory (General Editor), Collins Concise

Dhaka University Institutional Repository

Encyclopedia, Oxford & IBH Publishing CO., Indian Edition, First Published, New Delhi, 1977, p.615.

৫। Sharifuddin Pirzada, op. cit., p. 476.

৬। Ibid., p. 497.

৭। I bid., pp. 497-498.

৮। Mushirul Hasan, op.cit.,p. 153.

৯। ১৯১৮সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি তদন্তের জন্য ইংরেজ আইনজীবি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটির সুপারিশ ক্রমে 'রাওলাট বিল ' নামে একটি খসড়া আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। এ আইনে এমন একটি বিশেষ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় যার রায় আপীলের উর্ধ্বে। তাছাড়া গোপন বিচার, খানা তল্লাশী ও গ্রেফতারের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবস্থাও এ আইনে রাখা হয়। সূত্রঃ বদরুদ্দীন উমর , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

১০। Chandiprased Sarkar, op. cit., pp. 81-82.

১১। মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃঃ ২১৯ (পরবর্তীতে মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ হিসেবে উল্লেখিত)।

১২। আবুল ফজল, 'একটি নাম একটি ইতিহাস,' দৈনিক আজাদ, ঢাকা ৭ই জুন, ১৯৬৮ বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১২ (পরবর্তীতে আবুল ফজল হিসেবে উল্লেখিত)।

১৩। A.S.M. Abdur Rab, A.K. Fazlul Haq: Life and Achievements, Barisal, 1966, p.60 (পরবর্তীতে Abdur Rab হিসেবে উল্লেখিত)।

১৪। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এ্যাক্ট'-এর অধীনে মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী এবং আরও কয়েকজন মুসলমান নেতাকে অন্তরীণ করে। সূত্রঃ Harun -or-Rashid, op. cit., p. 20, F.N. 83.

১৫। Chowdhury Khalequzzaman, Pathway to Pakistan, Lahore 1961,p. 46.

Dhaka University Institutional Repository

১৬। Gail Minault, The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India , Oxford . University Press, Delhi, 1982, p. 74 (পরবর্তীতে Gail Minault হিসেবে উল্লেখিত)।

১৭। Ibid., p. 75.

১৮। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬,পৃঃ ৬ (পরবর্তীতে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হিসেবে উল্লেখিত)।

১৯। Gail Minault, op. cit., p. 76.

২০। Ibid., p. 77, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৬।

২১। ভার্সাইয়ে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মিত্র শক্তি যে বিজয় অর্জন করে সে উপলক্ষে বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ১৯১৯ সালের ১৩ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সূত্রঃ Abdur Rab, op. cit.,p.52.

২২। Mushirul Hasan, op. cit., pp. 159-160, Gail Minault, op. cit., pp. 77-78.

২৩। Gail Minault, op, cit., P. 78.

২৪। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর , ১৯১৯ইং, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ বাং পৃঃ ৪।

২৫। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

২৬। Gail Minault, op. cit., p. 80.

২৭। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

২৮। Gail Minault, op. cit., pp. 81-82.

২৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

৩০। P.K. Lahiri, op. cit., p. 89.

৩১। এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মৌলভী মুজিবর রহমানকে বর্ধমানের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলভী মুজিবর রহমান ছিলেন চব্বিশ পরগণার অধিবাসী। সূত্র ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫, Bhuiyan Iqbal, op. cit., p. I.

Dhaka University Institutional Repository

৩২। সৈয়দ মজীদ বখ্শ যশোর জেলার অধিবাসী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সৈয়দ মজীদ বখ্শকে তাঁর গ্রন্থের একস্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সহ-সম্পাদক বলে উল্লেখ করলেও একই গ্রন্থের অন্যত্র ঐ একই সংগঠনের সেক্রেটারী বলে উল্লেখ করছেন। সূত্রঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫ ও ১৬৭।

৩৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১, Mushirul Hasan , op. cit., pp. 161-162.

৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ১৯২০, ১লা চৈত্র, ১৩২৬ বাং, পৃঃ ৫, Mushirul hasan, op. cit., p. 162.

৩৭। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১-১২, Gail Minault, op, cit., p.87. Mushirul Hasan তাঁর গ্রন্থে ইংল্যান্ডে প্রেরিত খিলাফত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নামের যে তালিকা প্রদান করেছেন তাতে বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেমকে আব্দুল কাসেম বলে উল্লেখ করেছেন। সূত্রঃMushirul Hasan op. cit., p. 162, F. N.100.

৩৮। আবুল মনুসর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪, আবুজাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), মওলানা আকরম খাঁ ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬,পৃঃ ১৮৩ (পরবর্তীতে আবু জাফর হিসেবে উল্লেখিত)।

৩৯। আবুল মনসুর আহমদ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪, আবুজাফর, প্রাগুক্ত।

৪০। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ১৯২০ ইং, ১লা চৈত্র, ১৩২৬ বাং , পৃঃ ৩।

৪১। খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৮। বলা প্রয়োজন, খন্দকার আবদুর রহিম তাঁর গ্রন্থে ১৯১৯ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফত দিবস উদযাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইলে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় বলে উল্লেখ করলেও জনাব রহিম তাঁর প্রদত্ত তথ্যের সমর্থনে কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে খন্দকার আবদুর রহিমের উদ্ধৃতি দিলেও তিনি ১৯২১ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফত দিবস উদযাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইলে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ২৮ ও ২৯ শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার টাউন হলে 'বঙ্গীয় খিলাফত কনফারেন্স'-এর যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঐ বছর অর্থাৎ ১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফত দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে মোতাবেক ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাতেও ঐ দিন খিলাফত দিবস পালন করা হয়। সুতরাং খন্দকার আবদুর রহিম ও মুহাম্মদ আবদুল্লাহ কর্তৃক খিলাফত দিবস প্রসংগে উল্লিখিত সনের কোনটিকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায় না। সূত্রঃ খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত ,পৃঃ ৪২৮, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০, ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ১৯২০ ইং, ১লা চৈত্র, ১৩২৬, পৃঃ ৫, Mushirul Hasan, op.cit., pp.161-162.

৪২। রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সত্যাগ্রহ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভার প্ল্যাটফর্ম থেকেই তিনি সত্যাগ্রহ শপথ আন্দোলনের (Satyagraha Pledge Movement) ডাক দেন। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে সত্যের অনুসরণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাকার শপথ গ্রহণ করতে হত। সূত্রঃChandiprasad Sarkar, op, cit., p. 82, F. N. 49. একজন সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গান্ধীর অভিমত ছিল এরূপঃ "একজন সত্যাগ্রহীকে রাগ দ্বেষ মুক্ত রাজনৈতিক প্রতিবাদী হতে হবে। তিনি প্রতিপক্ষের রোষ সহ্য করে যাবেন, কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্তী হবেন না। সরকার যখন তাকে গ্রেফতার করতে আসবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করবেন। সত্যাগ্রহী কখনো ইংরেজ জাতির পতাকাকে সালাম করবে না, তবে পতাকাকে লাঞ্ছিতও করবে না। সূত্রঃ সৈয়দ মকসুদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী , ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃঃ ৯৬।

৪৩। Chandiprasad Sarkar , op. cit., p. 94.

৪৪। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩, Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 95.

৪৬। Mushirul Hasan, op. cit., p. 164, Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 95, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্নাঃ পাকিস্তান নতুন ভাবনা, তৃতীয় মুদ্রণ , কলকাতা, ১৩৯৮, পৃঃ ৩৫, P.E. Roberts,

Dhaka University Institutional Repository

History of British India: Under the Company and the Crown, Oxford University Press, London, Reprinted, 1958, p.593.

৪৭। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 96, Mushirul Hasan, op. cit., p. 166, F.N. 120 , মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩-১৪।

৪৮। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 96.

৪৯। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট, ১৯২০ইং, ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৭ বাং, পৃঃ ৫,Chandiprasad Sarkar, op. cit., pp. 97-98. 'নবযুগ' সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাটি এ.কে. ফজলুল হকের মালিকানায় প্রকাশিত হয়। Chandiprasad Sarkar 'নবযুগ' -এর প্রকাশ কাল ১৯২০ সালের মে মাস বলে উল্লেখ করলেও পত্রিকাটির অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুজফফর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে 'নবযুগ' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ করেন। সূত্রঃ Chandiprasad Sarkar, op, cit., p. 98,মুজফফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

৫০। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক , ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী , ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭৭ (পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইনাম- উল- হক হিসেবে উল্লেখিত)।

৫১। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের অদ্বিতীয় লক্ষ্যরূপেই স্বরাজ আন্দোলনের উদ্ভব হয়। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী ইউনাইটেড কিংডম বা তার উপনিবেশগুলোর ন্যায় স্বায়ত্ত শাসন বা স্বরাজ লাভই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। সূত্রঃ বিপান চন্দ্র, আধুনিক ভারত (ভাষান্তর ঃ গৌরাঙ্গ গোপাল সেন গুপ্ত), দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৪১৪, অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (অনুবাদনির্মল দত্ত), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃঃ ১২৮।

৫২। Chandiprasad Sarkar , op. cit., pp.104-105.

৫৩। আল- এছলাম, (মাসিক), কলকাতা, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ , ১৩২৭ বঙ্গাব্দ , পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪। আল-এছলাম,(মাসিক), কলকাতা, ৬ষ্ঠ ভাগ,৫ম সংখ্যা,ভাদ্র, ১৩২৭বঙ্গাব্দ,পৃঃ ২৪১।

৫৫। আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮,মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ২১৪।

৫৬। আনিসুজ্জামান সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত ,পৃঃ১৯৮।

৫৭। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃঃ ২১৭-২১৮।

৫৮। Chandiprasad Sarkar, op.cit., p.106.

৫৯। আল-এছলাম, (মাসিক), কলকাতা, ৬ষ্ঠভাগ, ৯মসংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭,বঙ্গাব্দ, পৃঃ৫১২।

৬০। মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত ,পৃঃ ২১৯-২২০।

৬১। Chandiprasad Sarkar,op.cit.,p. 113.

৬২। সুফিয়া আহমেদ, 'কীর্তিমান পুরুষ বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম' পদ্মপার, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতি,ঢাকা, কর্তৃক সুধী সমাবেশ ১৯৯৫উপলক্ষে প্রকাশিত,পৃঃ২৫। উল্লেখ্য জনাব ইব্রাহিম পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

৬৩। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা,১৯৮৫, পৃঃ২৬ (পরবর্তীতে আবুল কালাম শামসুদ্দীন হিসেবে উল্লেখিত)।

৬৪। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৬৫। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।

৬৬ আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

৬৮। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬২-৬৩, আবুল মনসুর আহমদঃ জীবন কথা, দৈনিক সংবাদ,২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং,১৮ই ভাদ্র,১৪০৫ বাং, পৃঃ ৫।

৬৯। আল-এছলাম (মাসিক),কলকাতা, ৬ষ্ঠ ভাগ,৯ সংখ্যা,পৌষ,১৩২৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ৪৯৩-৪৯৭,৫১২। উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপ্রণালী সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্টঃ ৪।

৭০। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৫১২।

৭১। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭২। Abdur Rab, op. cit., pp.53-54.

৭৩। Ibid., p .55.

৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা , ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯২০ ইং, ৪ঠা পৌষ ১৩২৭ বাং, পৃঃ ৩।

৭৫। প্রাগুক্ত, ২৩শে জানুয়ারী ১৯২১ ইং ,১০ মাঘ ১৩২৭ বাং, পৃঃ ৪।

৭৬। প্রাগুক্ত।

৭৭। প্রাগুক্ত, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ ইং, ১৫ ই ফাল্গুন ১৩২৭ বাং , পৃঃ ৫।

৭৮। Chandiprasad Sarkar,op. cit., p. 110, Harun-or-Rashid, op. cit., p. 21.

৭৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০।

৮০। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ ইং, ১৫ ই ফাল্গুন ১৩২৭ বাং, পৃঃ ৫।

৮১। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 103.

৮২। Ibid., p. 116.

৮৩। Ibid., p. 117.

৮৪। আবুল ফজল, 'একটি নাম একটি ইতিহাস', দৈনিক আজাদ, ঢাকা৭ই জুন ১৯৬৮, বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১২।

৮৫। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খান ব্যতীত স্বদেশী খিলাফত ষ্টোরস লিঃ এর অপরাপর পরিচালকবৃন্দ ছিলেনঃ মিঞা মোহাম্মদ হাজী জান মোহাম্মদ ছোটানী সওদাগর, সভাপতি সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটি, বোম্বাই, মওলানা শওকত আলী, সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটি বোম্বাই , ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, জমিদার করটিয়া, ময়মনসিংহ, সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, সওদাগর, মোহাম্মদ ইউশা খাঁ , সওদাগর , জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, উকিল, মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী, উকিল। সূত্রঃ আল এছলাম (মাসিক), কলকাতা, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭৬।

৮৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

৮৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।

৮৯। সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম(সম্পা), পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৯০। Tamiz Uddin Khan, The Test of Time My Life and Days, First Published, Dhaka, 1989, p. 99.

৯১। Ibid., pp. 101-102.

৯২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০-১২১।

৯৩। ওয়াকিল আহমদ, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৪-১৯৩৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৪।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৯৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃঃ ৫৬-৫৭।

৯৭। আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

৯৮। বদিউজ জামান, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৭৮-৭৯, Sufia Ahmed, op, cit., P. 359.

৯৯। বদিউজ জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩।

১০০। Harun-or-Rashid, op. cit., P. 26.

১০১। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।

১০২। ১৯২১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের চর্তুদশ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আব্বাস তৈয়বজী তাঁর অভিভাষণে মুসলিম লীগের অতীত ইতিহাস উপস্থাপনের পর অনুসিদ্ধান্তে উল্লেখ করেন যে, "... after the great help of the Hindus on the Khilafat question, and after finding that the League and the Congress had the same object in view, ...the League should cease to be a separate and distinct body." সূত্রঃ Sharifuddin Pirzada, op. cit., p.556.

১০৩। Harun-or-Rashid, op. cit., p. 27.

১০৪। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 121, আফতাব উদ্দীন চৌধুরী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

১০৫। Ram Gopal, op.cit., p.150.

১০৬। মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

১০৭। মুহম্মদ এনামুল হক, 'বাঙালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব,' ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ- শ্রাবণ ১৩৭৫, দ্বিতীয় বর্ষ ১ম, সংখ্যা , পৃঃ ৪।

১০৮। B.R. Khan, op. cit., p. 13.

১০৯। Shila Sen, Muslim Politics in Bengal (1937-1947), First Published, New Delhi, 1976, p. 51 (পরবর্তীতে Shila sen হিসেবে উল্লেখিত)।

১১০। Harun-or-Rashid, op, cit., p. 22, Shila Sen, op. cit., pp. 52-53. উল্লেখ্য তৎকালে স্বরাজ্য পার্টির ন্যায় গঠিত দলগুলি ছিল এক একটি গ্রুপের মত এবং তারা কংগ্রেসের কাঠামোর মধ্যে থেকেও দলীয় তৎপরতা চালাতে পারত। সূত্রঃ বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

১১১। আবুল মনসুর আহমদ ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।

১১২। B.R.Khan, op. cit.,p. 16.

১১৩। J.H. Broomfield , op. cit., p. 238.

১১৪। Shila Sen, op. cit., p. 52.

১১৫।'ফরওয়ার্ড' পত্রিকাটি স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ছিল এবং এর সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। সূত্রঃ Ibid., p. 52, F. N. 57.

১১৬। Ibid., p. 52.

১১৭। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত , পৃ ঃ ৫১, Harun-or-Rashid , op. cit., pp. 22-23.

১১৮। বেঙ্গল প্যাক্টে সন্নিবেশিত শর্ত সমূহ ছিল নিম্নরূপঃ "সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পার সে জন্য এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেএকটি চুক্তি অত্যাবশ্যক; যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাইবে। লোক সংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রত্যেক জিলার সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০ টি আসন পাইবে। সরকারী দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে এবং যে পর্যন্ত তাহারা এই সংরক্ষিত পর্যায়ে না পৌছে সে

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৮০ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। যে পর্যন্ত চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের হার উপরোক্ত পর্যায়ে না আসে সে পর্যন্ত তাহাদেরকে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে; ইহার পর মুসলমানগণ চাকুরীর শতকরা ৫৫টি ও অমুসলমানেরা শতকরা ৪৫টি পাইবে, মধ্যবর্তী কালে হিন্দুগণ শতকরা ২০টি চাকুরী পাইবে। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কীয় কোন আইন ব্যবস্থাপক পরিষদে পাশ করিতে হইলে সে সম্প্রদায়ের আইন সভায় নির্বাচিত তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকিতে হইবে। মসজিদের সম্মুখে গান বাজনা সহকারে মিছিল করা হইবে না এবং গরু জবেহ করার ব্যাপারে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না।" সূত্র ঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২২।

১১৯। ১৯২৪ সালের ২১ও ২২ শে ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট'কে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত খিলাফত কনফারেন্সেও এ চুক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সূত্রঃ ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০, F.N. ১১৭।

১২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

১২১। Chandiprasad Sarkar, op. cit., p. 157.

১২২। B. R. khan, op. cit., p. 16, Shila Sen, op. cit., p. 53.

১২৩। J. H. Broomfield , op. cit., p. 245, Ujjwal Kanti Das, 'The Bengal pact of 1923 and its reactions', Bengal Past and Present, vol. xcix, part I, January-June, 1980, p. 31 (পরবর্তীতে Ujjwal Kanti Das হিসেবে উল্লেখিত)।

১২৪। ছোলতান (সাপ্তাহিক), কলকাতা, ৮ম বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪, পৃঃ ৬।

১২৫। ছোলতান (সাপ্তাহিক), কলকাতা , ৮ ম বর্ষ, ৪৫ শ সংখ্যা , ১৫ ই চৈত্র, ১৩৩০, ২৮শে মার্চ,১৯২৪ পৃঃ ১৬।

১২৬। ছোলতান(সাপ্তাহিক), কলকাতা, ৮ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র,১৩৩০, ২৮ শে মার্চ , ১৯২৪, পৃঃ১৫- ১৬।

১২৭। J.H.Broomfield , op. cit., p. 250.

১২৮। B. R. khan ,op. cit.,p. 17.

Dhaka University Institutional Repository

১২৯। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১, আফতাব উদ্দীন চৌধুরী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

১৩২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে সিরাজগঞ্জে ঈদগাহ ময়দানে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাসের সমালোচনা করার পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশন বর্জন করার বিষয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে বার্ষিক অধিবেশন সিরাজগঞ্জে হইতেছে তাহাতে মোছলমানদিগকে উপেক্ষা করায় এবং একনিষ্ঠ আদর্শ দেশ সেবক মৌলবী শিরাজী সাহেবকে অগ্রাহ্য করায় এই সভা প্রস্তাব করিতেছে, পাবনা জেলার মোছলমানগণ আগামী প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগদান করিবেন না।" সূত্রঃ ছোলতান (সাপ্তাহিক) কলকাতা, ৮ম বর্ষ, ৪৫ শ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩৩০, ২৮ শে মার্চ , ১৯২৪, পৃঃ ৯, বদিউজজামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬।

১৩৩। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২, আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

১৩৪। সিরাজগঞ্জের আঞ্জুমনী মুসলমান নেতারা ঐতিহ্যগত ভাবেই কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁরা সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস সম্মেলন ভন্ডুল করার প্রচেষ্টা চালান। সূত্রঃ আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২।

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

১৩৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৩৭। প্রবাসী, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৩১, ২৪শ ভাগ, ১ম খন্ড , পৃঃ ৪২২।

১৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৮ই জুন, ১৯২৪ ইং, ২৫শে জৈষ্ঠ্য, ১৩৩১ বাং, পৃ ৪।

১৩৯। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

১৪০। J.H. Broomfield, op, cit., p. 245.

১৪১। Shila Sen, op, cit., p. 54, J.H. Broomfield, op. cit.,p.247.

১৪২। এ.কে. এম. ইদ্রিস আলী, 'এ. কে. ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি' ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮, পঞ্চবিংশ বর্ষ ১ম - ৩য় সংখ্যা, পৃঃ১০১।

১৪৩।Shila Sen , op. cit., p. 55.

১৪৪। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫। Shila Sen , op. cit., pp. 55-56.

১৪৬। Ujjwal Kanti Das, op. cit., pp. 39-40.

১৪৭। Ibid., p.42.

১৪৮। আবুজাফর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬।

১৪৯। Ujjwal Kanti Das, op. cit.,p.43.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯০৫ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ আলোচ্য সময়কালে বাংলার রাজনীতিতে ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের অভ্যুদয় ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থ -সামাজিক দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমানগণ ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার তদুপরি হিন্দুদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ার আশংকায় ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসে যোগদানে বিরত থাকেন এবং এর বিরোধিতা আরম্ভ করেন।

বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নিজেদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও মুসলমানদের একটি অংশ কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস সমর্থক বাংলার এ সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাঁদের স্বধর্মীদের স্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কেননা তাঁরা মনে করেন যে, খন্ডিত সাম্প্রদায়িক চিন্তা জাতীয় চেতনার বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি হবে এবং বৃটিশ রাজশক্তি লাভবান হবে।তাই তাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসে যোগদানকারী বাংলার এ সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দই আলোচ্য সময়ে (১৯০৫-১৯২৫) বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে তাঁদের সক্রিয় আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বৃটিশ সরকার বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান এ বিভাজনকে সমর্থন করেন। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সম্প্রদায়গত ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বঙ্গ ভঙ্গকে সমর্থন করলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শে বিশ্বাসী বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ বিভক্তিকে মেনে নেননি। কেননা তাঁরা মনে করেন যে, একই ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসরত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। আর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তাঁরা বৃটিশ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত এ প্রাদেশিক পুনর্গঠন ব্যবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, এ বিভাজন বাংলার জনগণের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করবে। আর এ জন্যই বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ ভাবাবেগ তাড়িত না হয়ে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং এর বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

তবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতের বিরোধিতা করলেও বাংলার উদার পন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনের বিষয়েও সদা সচেতন ছিলেন।আর তাই সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও অগ্রগতির ধারাকে গতিশীল করারলক্ষ্যে আব্দুর রসুল, মৌলভী আবুল কাসেম, মওলানা আকরাম খান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলিম লীগেও যোগদান করেন এবং সংগঠনটির সভ্য হিসেবে এর বিভিন্ন সাংগঠনিক ক্রিয়া কর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। এ সময় বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে কিছু সাংবিধানিক সংস্কার প্রণয়ন করেন। এর বাস্তবায়ন করা হয় ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে।এই সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আব্দুর রসুল সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় এ ব্যবস্থা সমর্থন না করলেও পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা স্থাপনের স্বার্থে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেন। তবে মৌলভী মুজিবর রহমান ভারতে সত্যিকারের জাতীয় চেতনার বিকাশে মুসলমাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় মনে করে এ ব্যবস্থাকে এর সূচনা থেকেই সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১২ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলা প্রদেশকে পুনর একত্রিত করলে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারী মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে তাঁরা সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকার অনুগত নীতির পরিবর্তে আরও শক্তিশালী সরকার বিরোধী নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ পটভূমিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারী মুসলমানদের এরূপ পরিবর্তিত মানসিকতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকার মাধ্যমেও বাংলার তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দের এরূপ সরকার বিরোধী মনোভাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। বাংলার মুসলমানরা যাতে আরও বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ সময় সমগ্র বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রয়াসী হন। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের ওপর এ সময় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় থাকার প্রেক্ষিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার আশঙ্কায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগ পুনর্গঠনে রক্ষণশীলদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। এ সময় বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের মানসিকতায় পরিবর্তনের ফলে মুসলিম লীগের নীতি ও কর্মসূচী সংশোধন করার জন্য সর্বভারতীয় মুসলমানরা যে প্রচেষ্টা চালান তাতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরাও সহায়তা করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে সরকার অনুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় থাকার প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ রদোত্তর যুগে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বঙ্গীয় লীগ কাঠামোর বাইরেও নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠনের লক্ষ্যে তাঁদের কর্মপরিধিকে সম্প্রসারণ করেন।

এ সময় তুর্কী-ইটালীর যুদ্ধ, বল্কান যুদ্ধদ্বয়, কানপুরে মসজিদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনাবলী, সর্বোপরি তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকারের অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মনে যে বৃটিশ বিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাঁদের নিজেদের নেতৃত্বের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি ও সমর্থন আদয়ের লক্ষ্যে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাছাড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি বিষয় উত্থাপনের মাধ্যমে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণেও সচেষ্ট হন।

এছাড়া মুসলমান রায়ত, ওলামা ও সাহিত্যিক সহ বাংলার মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিগণ এ সময় বিভিন্ন সভা-সংঘ স্থাপন এবং সম্মেলনেরও আয়োজন করেন যা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাঠামোর বাইরেও তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানকে অনেকটা সংহত করে।

১৯১৫ সালে বাংলার রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রধান নেতা নবাব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওপর বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় পর্যায়ে হিন্দুদের সাথে সমঝোতা স্থাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করে বঙ্গীয় লীগের নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন এবং ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্ট ' সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের এ সমঝোতা প্রয়াসকে বাংলার সরকার অনুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানরা সুনজরে দেখেননি। তাঁরা নবাব সলিমুল্লাহর উত্তরসুরী নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্ট' -এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এ প্যাক্টকে বানচাল করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালান। এতদসত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লক্ষ্ণৌপ্যাক্ট' সমর্থিত হলে রক্ষণশীলদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধ সূচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বৃটিশ সরকার শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের আরও অধিক সুযোগ দানের লক্ষ্যে ১৯১৮ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কিন্তু এ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় বাংলার ন্যায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

বিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা ভারতের মুসলমানদের চেতনাকে ভীষণ ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলিত করে। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদের সরকারী সিদ্ধান্তের ঘোষণার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের অনুভূতিতে প্রথম আঘাত লাগে। এ ছাড়া ১৯১১ সালে তুর্কী-ইটালীর যুদ্ধ, ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে সংঘটিত পর পর দুটি বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটেনের ভূমিকা, কানপুরের মসজিদের ঘটনাবলী ইত্যাদি কারণে ভারতের মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ সময় উনবিংশ শতাব্দীতে জামাল উদ্দীন আফগানীর ভারত আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে প্যান- ইসলামবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে তা বিকাশ লাভ করে এবং ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে ভারতের মুসলমানগণ তুর্কী খিলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কারণ তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা এবং সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রধান। স্বাভাবতঃই বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও খিলাফতের ভাগ্য সম্পর্কে উকণ্ঠা প্রকাশ করেন।

এ সময় খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হলে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও খিলাফতের পক্ষে বাংলার মুসলমান জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খিলাফত সমস্যাটিকে সাংগঠনিকরূপ দেওয়ার জন্য এ সময় ভারতের মুসলমানরা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির শাখারূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি গঠন করে খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে সভা-সমিতির মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী চেতনাবোধকে ঐক্য বদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পান।

এমতাবস্থায় রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালা বাগে সংঘটিত হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত জুড়ে যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তাকে আরও গতিময় করার লক্ষ্যে মহাত্মাগান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষাপটে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ খিলাফতের পাশাপাশি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অসহযোগের মূলমন্ত্র প্রচার করে এ কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষায় ভারতের জন্য স্বরাজ (স্বায়ত্বশাসন) অর্জনকে অপরিহার্য বিবেচনা করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলার মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অনুকূলে ব্যাপক প্রচারণা চালান।

প্রকৃত পক্ষে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের প্রভাবেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করার মধ্য দিয়ে এক জাতীয় গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের চরম মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আকস্মিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং উভয় সম্প্রদায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্রবাদের বিস্তার রোধকল্পে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ এ সময় চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সহযোগিতার বিষয়কে রাজনৈতিক রূপ দানের জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তার প্রতি বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণের সহায়তার ফলেই ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' রচিত হয়। অচিরে এ প্যাক্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও অনুমোদন লাভ করে।

'বেঙ্গল প্যাক্টে'র মাধ্যমে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও তাঁদের এ সাফল্য স্থায়ীরূপ লাভ করেনি। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাস অকালে মৃত্যুবরণ করলে বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। এ সময় কংগ্রেসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বিরোধী সাম্প্রাদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু নেতাদের প্রভাবে ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রত্যাখ্যান করা হলে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ হিন্দু- মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের প্রভাব মুক্ত রাখার যে প্রচেষ্টা চালান তার আশা বিদূরিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯০৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে খন্ডিত সম্প্রদায় কেন্দ্রিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে বাংলার এ সকল উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ তার ব্যত্যয় ঘটান। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, সম্প্রদায় কেন্দ্রিক চিন্তা জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা বোধেরই প্রসার ঘটাবে, যা দেশ, জাতি ও সমাজের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তির রেখা টেনে কল্যাণ ও মুক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

এ আদর্শ ও ভাবধারার বশবর্তী হয়েই বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ আলোচ্য সময়ে বাংলায় উদ্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ স্বসম্প্রদায়ের মাঝে তাঁদের সম্প্রীতিকামী মতাদর্শ প্রসারেও জোরদার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁদের সহায়ক না হওয়ায় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক শক্তির চাপের মুখে তাঁদের সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা বারবার বাধা প্রাপ্ত হয়।

এতদসত্ত্বেও সমকালীন প্রতিকূল রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ যেভাবে তাঁদের তুলনামূলকভাবে সীমিত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান বিংশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তা এক স্বতন্ত্র ধারা ও উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে বললে অতিরঞ্জন হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ১

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের ভাষণ ঃ

Fellow Delegates,-I thank you most heartily for the great, the very great honour which yor have conferred upon me by electing me to preside over your deliberations this year. I appreciate the honour all the more as I am the first Bengal Mahomedan in whom such great confidence has been placed and upon whom such high distinction has been conferred by the people of United Bengal. No honour can be greater, no distinction higher than that which comes spontaneously from the heart of a great people. I feel the proudest moment of my life has come, when I find myself seated here as the President of our National Assembly.

Since this great Assembly met last year at Mymensingh, one year has passed. But what a year - annus mirabilis-it has been for us, the people of Bengal. It has been a year in which we have seen how an alien bureaucracy has loaded it over patriotism, how it has trampled upon the cherished rights and privileges of the people. It has been a year in which we have seen how deeply sensible a nation may become of the calamities that may be brought upon it by foreign domination and also what a nation can do when it is united.

Both before and after the last Conference, the whole nation in a trembling voice was asking the question "Are we really going to be divided" ? We know in what rude and spiteful manner that question has been answered by Lord Curzon. We know, he was determined to divide us, but we never dreamt of the manner in which he was to do it. The quarrel over the Indian Army-question had been going on for some time. Lord Curzon in his usual supercilious manner looked upon Mr. Brodrick as one of the members of the Ministry of

Dhaka University Institutional Repository

incompetents and considered the fight between Mr.Brodrick and himself as that between a pigmy and a giant, and that the former would be bound to give in. He thought, he had simply to threaten resignation, then all the incompetents at home would go down on their knees before him, the only clever and intelligent member and the only hope of the Conservative party, and beg of him not to leave the helm of the Indian Empire which without him would go wrong and that they would in short submit to anything he dictated to them. But Lord Curzon was after all not infallible. He was sadly mistaken. He found that in his estimate of self, he was wrong. His resignation was accepted with pleasure. To his consternation and mortification, the incompetents did not go down on their knees, but on the contrary were defiant and had already hot his successor ready. After such a great humiliation, the general opinion, both Indian and European, was that Lord Curzon would not think of carrying his partition-scheme into effect,and his successor would be more considerate and not likely to override the wishes of the people. His resignation under the peculiar circumstances of the case was tantamount to a dismissal. Oh, what a fall ! He was vanquished, but "his doom reserved him to more wrath. What though the Viceroyalty was lost! All was not lost! The unconquerable will, the study of revenge, immortal hate for the Bengalees was not lost'!. Knowing what a half-hearted support Mr. Brodrick had given to his partition-scheme, Lord Curzon was afraid that his successor might vever carry it through, so he must do it himself, before leaving India. "Stirred up with envy and revenge" he was racking his brain as to how soon he could bring about the ruin of the Bengali People. It did not take him long. The date of partition was soon announced, he went through the farce of passing a bill through the supreme Council at Simla in the absence of the Indian members and partition was proclaimed on the 16th October, 1905, inspite of and in the teeth of the opposition of the whole nation. He knew that unless he did this in great haste, his long-cherished object of breaking up the unity of Bengal would be lost for ever. Think of the audacity of the

Dhaka University Institutional Repository

man, who did not hesitate to defy the authority of the Parliament to whom the Secretary of State had given a solemn pledge that nothing would be done till all the papers regarding the partition-scheme were laid on the table of the House. The country was ringing with shouts of protests from one end to the other, when on being asked by the Secretary of State to postpone the Partiton till parliament had an opportunity of considering the matter, he informed the Secretary that the so-called agitation was subsiding. If a man in the position of a Viceroy representing the King-Emperor could be guilty of such misrepresentation of the true state of things, he was capable of doing anything. This is another instance of how some Englishmen inspite of their education, birth and position in life, after crossing the English Channel, lose their sense of justice and propriety and conscience in their dealings with other races whom they consider inferior to them.What made Lord Curzon so bitter against the people of Bengal?

Being pedantic and a great admirer of his own abilities, he thought, he was perfect, and like a constitutional monarch never did wrong. Comig out as the Viceroy of India, he expected admiration from all quarters as a great man of letters and a great statesman, but adverse criticism he never expected. He knew very little about Indian character. He knew nothing about Bengal and its people beyond what he had read about them in Macaulay's essays or scurrilous report of the special correspondents of some rabid journals. But he soon discovered that in Education and intelligence at any rate the despised Bengalees were quite equal, if not superior to the people of his own race. That a subject race should be in any way equal to the ruling race upset his equilibrium. It was in Bengal that his unpopular measures were most severely criticised. It was here he discovered that the press was most powerful and that Calcutta was politically nearly as strong as London. He knew what Bengal said today, the rest of India would say to-morrow. Lord Curzon got alarmed at a rapidity with which the people of Bengal were progressing politically. It dawned upon him that

Dhaka University Institutional Repository

unless the Bengalees were curbed, unless their alarmingly increasing political power was crushed, unless the growing unity between the Hindus and Mahomedans was nipped in the bud, the British bureaucratic rule in India would be at an end. So he was determined, come what may, to cleave Bengal in twain. Well, after all, let us congratulate ourselves that Lord Curzon considered that in Bengal he found a foeman worthy of his steel.

It was not for administrative purposes nor was it for the purposes of relieving the Lieutenant-Governor of Bengal that Bengal has been divided into two Provinces, but it was simply to wreak Lord Curzon's vengeance on the too harmless and law-abiding people of Bengal that they have been separated from their kith and kin and placed under two different Governments whose chief object will be to aim death-blow at the solidarity and homogeneity of the entire Bengali nation by introducing different laws through their different legislatures. This is not our opinion alone, but it is shared by many fair-minded Anglo-Indians, both official and non-official. If partition was at all necessary for administrative purposes which we by no means admit, there were several alternative schemes which would have at once relieved the Lieutenant-Governor of Bengal and left the Bengali-speaking people in tact.

The nation has unanimously asked to be governed by a Governor and Council. The advantage of such a Government is that we should get an experienced and impartial statesman to be our Governor who is not blinded by the prejudices and idiosyncrasies common to almost all the members of the Civil Service. How thankful the whole nation is to His Excellency Lord Minto for the recent high appointments to natives of India showing that he has not been guided by any considerations of race. But if the Bengali-speaking people were to remain undisturbed under any re-distribution scheme, then Lord Curzon's object of destroying the political ascendency of Bengal would

Dhaka University Institutional Repository

have been frustated. The Civil Service acquiesced in it because the creation of a new Province always brings into prominence several of its members who would otherwise remain in obscurity. One of the reasons given for partition was that the Lieutenant Governor could not find time to visit all the districts under his administration. It is well-known what the visit of the Lieutenant-Governor means. Can anyone honestly say that instead of doing harm, it does any good to the people or bring efficiency to the administration ! When the Lieutenant-Governor's visit is announced, a Reception Committee is formed, subscriptions are practically extorted from the land-owners and other wealthy citizens who unfortunately cannot refuse to pay for fear of having their names put down on the disloyal-list. If they have not the money, they must borrow it on mortgaging their property.

Large sums must be raised befitting the occasion for fire-works, bombs, and triumphal arches. The bombs announce the arrival of the Lieutenant-Governor who holds a Durbar, shakes hands with some of the local magnates, smiles on others, visits the court premises, the jail and the local schools or Madrassas and then leaves the place. The Lieutenant-Governor with his suite travels by special trains or in his luxuriously fitted boat. Such visits are pleasure-trips to him at the expense of the country, but what benefit the people derive from them. I for myself cannot comprehend. To me the whole thing is a farce, waste of public money and time and harassment of local Zemindars, some of whom are already contemplating selling their property and leaving the district amongst other rasons to avoid these so-called voluntary contributions.

If such visits are going to be frequent as a result of the partition, then they will develop into veritable visitations. This is one of the innumerable boons which the partition is going to confer on the people.

Dhaka University Institutional Repository

Gentlemen, now that the Government disregarding the sentiment, the prayer and the universal protest of the people have so cruelly dismembered our beloved motherland, what is our duty to her now?

Our duty is never to recognize this partition as final and always to consider ourselves united as we were before the memorable 16th October, 1905, and we have already shown it by coming to this conference at Barisal from all parts of Bengal as we used to do before the partition. This conference will discuss as heretofore all questions affecting the interests and welfare of United Bengal, and if the Government were to divide Bengal into twenty different parts, the result, I hope , would be just the same. We are determined to remain one indivisible nation and nothing on earth can separate us.

On the 16th October last we took a solemn vow in solemn form never to acknowledge this partition of our province, but ever to remain one and united.

If we are true sons of mother Bengal, if we are not to be traitors, if we are not to sell our birth-right for official favour we shall fearlessly adhere to our vow like men and if our efforts fail, we shall bequeath it as a legacy to our children.

Undone the partition is sure to be. It is only a question of time. Our case is so strong and so unanswerable that nothing is wanted to insure its complete success, but resolutions, perseverance and disinterested action on the part of all Bengalees, whether Hindus, Mahomedans or Christian.

We must continue our agitation with renewed vigour and redoubled energy always remembering that we have nobody to support us and that we must rely entirely on our own efforts. Some non-official Anglo-Indians here did promise to help us in this matter but for fear of

Dhaka University Institutional Repository

incurring the wrath of the stronger party viz the Government, they deserted the weaker one, v. z. the people.

We undoubtedly did expect a great deal of support from the Liberal Party in England, specially from Mr. Morley- "Honest John" as he is called, but we have been bitterly disappointed. When we could not get any relief from one of the most honest and large-hearted man like Mr. Morley, it is futile to expect anything from any living English statesman.

It is a great mistake on our part to put any reliance on either of the two English parties. As far as India is concerned, it makes very little difference whether the Liberals or Tories are in power, because they are equally ignorant about India and equally indifferent as to India affairs. India must be kept outside party- politics and being an Asiatic country must be ruled with a rod of iron. This is the cant in vogue in England now-a-days and this is the principle on which both parties act. They like to brag about India as the brightest jewel in the British Crown but turn a deaf ear to the grievances of the millions in the country the possession of which has given the title of Emperor to the King of the British Isles. All honour to those few kind-hearted men in the Liberal Party who do take a great deal of interest In India and are trying best to help us in every possible way, but unfortunately for us they simply cry in the wilderness. The bulk of the Liberals are just as indifferent as the Tories. Liberalism of the days of Cobden and Bright is gone for ever, spurious imperialism has taken its place and dominates England now.

The English people are now divided into Liberal Imperialists and Tory Imperialists. The former think now-a-days more of the expansion of the Empire, and trade than of those forty Principles for which English Liberalism was once famous all over the world . The English conscience is more elastic and pliable now than

Dhaka University Institutional Repository

heretofore, but for which no war in South Afrika or the inhuman treatment to the Indians there would have been possible .

The Liberal Party like the conservative Party mainly consists of the middle class people in England. India is a happy hunting ground for their sons. Young men for all the higher public services in India both military and civil are recruited from this class every year .

It is self- interest which prevents them from making any concessions to India, lest they in any way contribute to the diminution of the bureaucratic power in India, the fall of which means the loss of provision for their sons. Therefore, they will not interfere with the Government of India even when it is necessary to do so for the sake of justice.

Owing to this attitude on the part of the Liberal Party in the past a large portion of our countrymen are reluctant to look to it or to the Government of India for sympathy or support and insist upon self-help and self-reliance . I do not think there can be two opinion as to the fact that if we want to rise as a nation we must principally depend upon ourselves and on our own efforts, but at the same time we ought to be practical politicians and not political dreamers and philosophers. We know that there are some very good, honest and justice- loving Englishmen in the Liberal Party who are always ready and willing to help us in our aspirations. Now to my mind it will not be inconsistent with our idea of self-help and self-reliance to take advantage of their help or even to petition the Government here, when we have a sympathetic Viceroy at its head, if we honestly believe that by doing so we shall further the interest of our country. But I do consider it derogatory to our national pride and honour to petition the Government for help on any and every occasion as we have sometimes done in the past. We

Dhaka University Institutional Repository

have learnt in our younger days that "Help from without is often enfeebling in its effect, but help from within invariably invigorates. Whatever is done for men or classes to a certain extent takes away the stimulus and necessity of doing for themselves ."

We must study self-help and self-sacrifice, self-reliance and devotion to our motherland . When we have accomplished that we shall be in a position to do all. Remember the word "Bushido" whcih has made Japan what she is now. Defeat of the Japanese at Kagasima which was bombarded and destroyed by the English in 1863 was the cause of the great naval victory which Admiral Togo won for Japan last year in the great battle of the sea of Japan. The disaster at Kagasima was really a blessing in disguise for the Japanese. It opened their eyes to the fact that they as a nation had great responsibilites and that if they were to exist as a nation they must give up their internecine quarrels and sink all private differences and unite for the sole purpose of improving the condition of their country and successfully resisting any foreign aggression.

Since 1863 they have turned their attention to the scientific and industrial progress of their country. They have sent their young men to Europe and America to learn what those countries could teach them in different branches of science and art. They were determined to raise a strong army and a powerful navy and they have done so and it is well- known now how in their struggle with Russia their military and naval forces acquitted themselves. A Japanese gentleman said to a European gentleman during the Russio-Japanese war that before that gigantic struggle Japan despite her progress in art and civilization was looked upon by Europe and America as a barbarous Asiatic power, but now that she has been able to kill thousands of Europeans in the war, she is unanimously recognized as one of the great civilized powers.

Dhaka University Institutional Repository

Lord Curzon's malignant attempt at the destruction of the unity of Bengal in 1905 though a great calamity ought to be looked upon by us as a great blessing in disguise.

What we could not have accomplished in 50 or 100 years, that great disaster- the Partition of Bengal, has done for us in 6 months .

Its first fruits have been the great national movement known as the Swadeshi movement. It is the Partition which has brought it about. It is no longer confined to Bengal, but has spread far and wide over India. The idea of Swadeshi movement, though a bugbear to our rulers is nothing but one's sincere devotion to one's country , one's desire to serve her in every possible way. There are various ways in which an independent people can serve their country , as for instance Japan has done, but the sphere within which a people under foreign domination can move, is very limited.

We cannot enter the military service nor have we any voice in the shaping of the military policy of the country . Whether the forces that we have, are sufficient for the defence, or are in excess of the needs of the country, we the people of the country cannot decide. We pay taxes but we have no control or power over the expenditure for the public needs of the country .

In these matters whether the country is to progress or to retrograde, depends upon the sweet will of our rulers. But as regards the economic condition of the country at any rate whether the country is to progress or to retrograde, depends upon ourselves . What articles we should use and what articles we should discard, it is for us to decide . In this matter, we Indians can serve our country by resuscitating those industries which are already dead, reviving those that are dying, improving those that we already have, establishing new ones, using the products of our own

Dhaka University Institutional Repository

country, and eschewing the foreign ones. We have resolved to do so. This resolution has given rise to what is known by the name of the Swadeshi movement . The movement is simplicity itself. Its primary object is to promote the industrial development of the country. Time was when ours was a great cotton manufacturing country, when our muslins were the pride of European princesses, when instead of importing, as we do now to our shame, we used to export most extensively our cotton manufactures and supply the needs of various countries. All this we have lost through our wilful neglect. Our so-called education has made us hanker after everything foreign and discard almost everything made in our own country till we have carried this mania to such an extent that we have driven our manufactures entirely out of the market and facilitated the import of foreign articles which in the case of cotton manufactures have increased by leaps and bounds. In fact we have ourselves killed our own industries.

Now the people have found out their folly and want to repent and by way of doing penance, young and old, rich and poor, Prince and Peasant have taken vows to buy and use Swadeshi things made in their own country with the sole object of advancing the industrial development of their country . This attitude of our people had naturally had an appreciable effect upon the pockets of the countrymen of our bureaucrats. But why it should be confounded with disaffection is beyond our comprehension. It is a wonder to us that the Government , despite its pretensions as to its being in favour of the scientific and industrial advancement of the country , should look upon this Swadeshi movement as seditious . From the measures which the Government of the new province has adopted for its repression, the natural inference is that our rulers want to protect the interests of their countrymen at the expense of those of ours.

Dhaka University Institutional Repository

The success of the Swadeshi movement in Bengal has been to a great extent due to the efforts and work of our under-graduates, graduates and other young men, who, being animated by the enthusiasm created by this movement, sometimes go about singing patriotic songs such as "Bande Mataram" which has given great offence to our rulers . As far as I know, singing partiotic songs has never been considered an offence in any country before, but in our country the word of our rulers is required to be considered law and must be obeyed.

In order to deprive the Swadeshi movement of the great support given to it by these young men, officers of the Government at once issued circulars prohibiting under penalty all students from joining political meetings. I do not know whether Sir Bymfylde Fuller is a University man or not; but I have some experience of University life, and I have never heard that it was a crime for graduates and under –graduates to attend political meetings. But we must not forget that this is a new regime altogether. We may have a new circular before long. These circulars have been declared by one of the greatest English lawyers to be absolutely illegal; but they have not yet been withdrawn and under their authority, young and inexperienced inspectors of schools, forgetting the traditions of their Universities, have been playing pranks with the students and their teachers. These foolish and arbitrary methods only incited the people to carry on the Swadeshi propaganda with greater zeal and energy. The panic at Manchester and the Government's determination to suppress the movement at any cost being simultaneous, naturally led the people to believe that the object of the Government in putting it down was simply to further the interests of the English manufactures .

In connection with Swadeshi movement, Barisal must take the place of honour. She has suffered for her faith in the cause more

Dhaka University Institutional Repository

than any other place. Her sons have been the first in obtaining the crown of martyrdom.

Taking advantage of petty quarrels and absolutely unfounded rumours about European ladies being ill- treated and insulted at Barisal the Government sent the Goorkha Police to the town, and posted punitive police in two of its villages. We have heard of little boys being persecuted for singing "Bande Mataram" and of respectable citizens being belaboured by the Goorkhas at Barisal and by the Assam police at Serajgonge and these will remain for ever a bitter memory. The introduction of Goorkhas and the reign of terror that prevailed at Barisal will not be a proud record of British rule in India.

The Government is sadly mistaken if it thinks it can terrorise the people in this way. The people do not get so easily frightened now-a-days . They have learnt better.

It was here at Barisal that the respected leaders of the people were insulted by the Governor of the province. Perhaps he thought that by thus treating them he would lower them in the estimation of the people . He was wrong in so thinking . These men on board of his own steamer, were his guests and it is regretable that he should have forgotten the ordinary courtesies as between one man and another under those circumstances. These men, however, have risen in public esteem and I on your behalf tender them our best homage. Other places like Rangpur and Mymensingh have suffered and are still suffering and will suffer for their patriotism and devotion to the Swadeshi movement.

But repression can never extinguish a true cause though it may temporally retard its progress. The Swadeshi movement is a true and holy cause. Though its primary object is to foster the industrial and scientific advancement of the country it has

Dhaka University Institutional Repository

awakened in India a new sense of national consciousness and unity. It has united the rich and poor, the educated and the uneducated. It has kindled the spirit of self-reliance and self-sacrifice, which the people have taken vows to uphold. If our repentance is genuine, if we are determined to do penance for the sins we have committed in the past by having too long neglected our motherland, we can never forsake, and can never be untrue to this great national movement.

I cannot understand some people who advocate the cause of the Swadeshi movement but condemn "boycotting." This is an economic question. One must naturally follow the other. The word "boycott" may be offensive to some ears, but the success of the Swadeshi movement means the abstention from or "boycotting" of foreign goods. If we give preference to articles made in our own country and reject those made in foreign countries , this means "boycotting " the foreign articles. Why should it give offence to the Government or any body? Surely, in our own houses at least we are our own masters, and can choose what articles to buy and what to reject.

We are not an independent nation; we have no legislature of our own. We cannot by legislation keep foreign articles out of the market by building up tariff walls as Europe and America are doing . England has done the same. When cotton was first manufactured in England, a succession of statutes were passed, prohibiting the wear of imported cottons in order to foster the nascent industry. The only way by which we can protect our own industries is by eschewing or boycotting foreign goods.

Now about the boycotting of British goods in particular, Gentlemen I am entirely in favour of it. The whole nation has in no uncertain voice petitioned the Government to annul the partition.

Dhaka University Institutional Repository

We have implored the interposition of the British people to redress our grievances, but all in vain. Our petitions have been alighted and the British people have turned a deaf ear to our grievances.

Not very long ago Macedonia and the tiny island of Crete made the whole of Europe listen to their grievances and yet we eighty millions of people cannot make our grievances heard by one power.

The only thing that lies in our power is to keep up a vigorous " boycott" of British goods. If we can only continue it for a few years, our grievances will than force themselves upon the unwilling ears of the British people . It will at the same time give such an impetus to the industries, which are springing up every where (for we have done wonders in Bengal in the course of ten months as far as the weaving industry is concerned) that in the words of a writer in the 'New Age' the greatest curse under which India groans- the dranage of millions of pounds annually from our shores- will perceptibly diminish.

The permanence of the success of this national movement depends upon the education of the masses. This is the most important thing in the constitution of a nation, without which no nation can prosper. The causes of our lagging behind other nations in the race of progress is our want of education. It is a reflection on the British rule in India that what it could not accomplish in the field of education in 150 years the Japanese have done for Japan within less then 40 years.

Whatever confidence there was in the Government with regard to its education policy has disappeared since the passing of the Universities Act and the issuing of the Pedler Circular. The question of education therefore must be taken up by the people without further delay.

Dhaka University Institutional Repository

A right beginning has been made by the inaugration of the National Council of Education. The thanks of the nation are due to two very young doners, Viz Babu Brojo Kishore Roy Chaudhri of Gouripur and Babu Subodh Chandra Mullick of Calcutta, for their munificent gifts. The National Council will have two departments- one literary and the other scientific and technical. The object is to impart education both literary and techincal on National lines as cheaply as possibe. Amongst other things the Council, if well supported, and I have not the slightest doubt that it will be well supported by the nation,- will establish industrial and technical schools all over the country to teach our youths how to make with small Capital the necessaries of life which we now import from foreign countries. We must make the National Council of Education an institution worthy of the name of Bengal. The whole of India is looking forward to our making it a success. It is a gigantic undertaking. Gentlemen, you must rememeber that the Six lakhs of rupees which we have got from the two generous doners, very handsome gifts though they are like drops in the ocean,are. In order to have a well equipped University or Institution we require something like a crore of rupees and what is a crore of rupees to a nation of 80 millions people. When England alone can have 7 or 8 Universities which are all supported by private donations, it will be a disgrace to us if we cannot support one University which will educate us in all the different branches of art and science that we require for our purposes here.

Of course it is not possible to secure such a large sum of money at once; but if we one and all contribute our mites to its funds in the course of a very few years, it will amount to a very respectable sum.

Let us, therefore, support the National Council of Education with all our heart so that we may in a short time raise it to the

Dhaka University Institutional Repository

status of a full-fledged University, which by imparting education on national lines will make men of us. By National lines we mean, among other things, inspiring students with a genuine love for and a real desire to serve their country. Without such education our Swadeshi movement cannot have a permanent hold on the heart of the people.

Now some people take a lot of coaxing before they are persuaded to belief in the truth of the Swadeshi cause; but when the masses will be educated on National lines, when they will understand their own responsibilities and when they will feel that as a nation they will have to play an important part on the stage of the world, then the Swadeshi cause will need no preacher, no coaxing , no impetus from without, the impetus will come from within. We must by education open the eyes of our people to see and feel our degradation and humiliation and teach them to remember that though we are not treated by our rulers better than the savage races as far as the Government of the country is concerned, We have not always been what we are now. We have had a civilization of our own. Our ancestors were civilized at the time when those of our rulers had not passed the stage of the state of nature. We have a glorious past and we must make our future as glorious. Henceforth to educate the masses on national lines must be the sacred duty of every educated citizen.

It may be that the Government may not recognize the degrees and certificates of proficiency conferred on the successful candidates by the National Council of Education.

If such contingency does arise, the nation must be prepared to hold out prospects for them.

The Capitalists must open their purses and engage the services of those trained in the Technical Departmant, and the

Dhaka University Institutional Repository

Zamindars and the merchantile classes employ most extensively those educated in the general department.

The Association for the Advancement of Scientific and Industrial eduction ought to be congratulated on being able to send this year 44 young men to Europe,America and Japan .We hope more will be sent every year .But what will those trained by the National Council of Education or these young men on their return do if the nation will not make use of their services ?

Gentlemen, there is a splendid future before us if the nation will only rise to the occasion and do its duty .Gentlemen ,we must pay special attention to another great problem that is before us .It is, how to get rid of our inordinate craving for Government services.This desire has been the cause of our downfall and degradation,specially of that of my co-religionists. The only ambition of our life is to become Government servants, no matter what it brings to us .

A Bengali clerk ,whether Hindu,Mahomedan,or Christian, drawing Rs .20 a month and working 10 or 12 hours a day is quite proud of his position and boast of being a Government servant.

We have carried it to such excess as to bring on ourselves the ridicule of the people of other parts of India who have prospered in trade. They wonder why we Bengalees, instead of hankering after Government service, do not make use of our brains in other spheres of life. No wonder we are called a nation of clerks. As now constituted, what charm is there in Government service, which we cannot enter except through favouritism and influence? The abolition of the system of open competitive tests has put an end to that effective stimulus which had been given to the effort of many young people towards self-improvement by the opening of a career as a reward and an encouragement to intellectual merit alone. Now only those, be they

Dhaka University Institutional Repository

competent or incompetent, who can creep into the good graces of some high official, will be taken into the service.

All the higher appointments are a special preserve for the ruling race and cannot be encroached upon by despised Indians without the prestige of the service being lost.

The Indians, however, well qualified, are considered fit only to hold subordinate posts and unfit to discharge the duties of higher posts. But experience shows that it is the ill-paid subordinate officers who really do work of the departments.

The intelligent deserving men of the country cannot get posts for which they can draw more then Rs700 or Rs 800 after 25 or 30 years service. Examination for all the higher appointments are held in England where very few of our young men can afford to go to compete for them. We have repeatedly prayed the Government to hold examinations simultaneously in England and India but no purpose. If our prayer were granted many of our young men would be eligible for the higher appointments-a prospect which the ruling race could only look upon with dismay. However competent our young men may be, their claims must give way to those of the Governing race.

Take for instance the Indian Educational Service. Some of the Indian Professors who are in many respects superior to many European Professors, are only in the Provincial Service drawing much less pay than the European Professors of the Indian Eductional service. Even Prof. J.C. Bose, with a world –wide reputation was till very recently in the Provincial Service.

This kind of injustice is shown in every department of the Government. We are simply to be the hewers of wood and drawers of water for our rulers.

Dhaka University Institutional Repository

In the Public service of our own country we have to play second fiddle. It is better to deal in Swadeshi goods as a small shop-keeper than to seek employment under the Government under such humiliating conditions. We must make up our minds once for all not to be any longer called a nation of clerks. No nation has ever risen by service nor will ever rise.

Service deadens the power of initiative and makes slaves of men. To trade then must we turn attention if we want to free ourselves form the shackles of slavery. Even in trade we are unfortunately hampered by the action of some misguided Government underlings.

Shop-Keepers selling Swadeshi goods are often harassed by them. The Government in spite of its protestations and pretentions as to its being in favour of the Swadeshi movement has taken up a hostile attitude towards the people of the country which has caused dissatisfaction and unrest all over the Province. The authorities instead of taking our recognized leaders into their confidence have in their utter helplessness during the last eight or nine months introduced Russian methods of Government by suppressing public meetings, prohibiting religious processions, interfering with the liberty of the Press and otherwise interfering with the rights and privileges of the people.

This not the way to conciliate a people who have quite recently suffered an unprecedented calamity and are still in mourning. No Goverment can be a good Government which has not the approval and support of the Governed. This attitude will only further widen the breach between the rulers and the ruled.

In conclusion I wish to say a few words to my Mahomedan countrymen who by holding themselves aloof from the Politics of the

Dhaka University Institutional Repository

country sitting on the hedge in fact have created a situation from which they find it difficult to extricate themselves.

They have now become indifferent to everything that vitally concerns them. They are a mass of inaction, they are politically dead. How has it been brought about ? To my mind it has been brought about by their so-called leaders. These leaders in order to carry favour with the Government and thereby serve their own interests, have entirely disergarded those of the community and told the latter that by the dispensation of Providence they have been placed under a benign and perfect Government and that it would be impolitic on their part to concern themselves with the politics of the country. Whatever the Government condescends to give them they ought to receive with gratitude . A subject race has no rights and privileges. Whatever they get from the Government they get as a favour. Their only duty is to pay taxes and all other matters concerning their interests and welfare should be left to the superior judgment of the Government.If they were to interfere with the infallible judgment of the Government they would suffer in pocket by not getting into Government service. This doctrine, the wisdom of which they have never challenged but which has led blindly followed by them has lowed them where they are now. I do not know whether we Mahomedans have reached the lowest of degradation or not but as far as I can see the depth is low enough. It is difficult to know if there is any sphere of life in which we do not meet with disgrace and humiliation.

If we had exercised our own judgment and had not relied upon that of our leaders, we should have found out long ago the hollowness of this teaching. We have often been told that the Hindus are disloyal subjects because they dare question the infallibility of the Government. We Mahomedans should have nothing to do with them. Would to God that we could only see what we have gained by our policy and what the Hindus have attained by theirs. Whatever the

Dhaka University Institutional Repository

Government or our leaders may say we can not dissociate ourselves from the Hindus. For good or for evil we are indissolubly bound together; we are the sons of the same motherland. Our Political interests are identical with those of the Hindus. In religious matters our interest may be the same as those of the Chinese or Zanzibar Mahomedans but in purely Political matters we are in the same boat with our Hindu and Christian countrymen. Yet the perversity of our leaders has made us so blind as not to appreciate this plain truth.

We refrained from co-operating with the Hindus in the Congress movement twenty years ago, having been tempted by offers of Government appointments.But have we realised what has happened to us since then ! Where as we have gone down lower and lower, the Hindus have made steady progress. The English people, whatever they may be, are not wanting in appreciation. They respect the Hindus for their fearless criticism, and despising us at heart for our sycophancy and political cowardice, make use of us for political purposes. We were always deluded with the idea that if we kept ourselves aloof from all political movements, we should be in the good graces of the Government and monopolise Government posts. But have we done so? In the High Court of Calcutta there are three Hindu Judges but not a single Mahomedan Judge. Was there no Mahomedan lawyer in Calcutta competent enough to occupy a seat on the High Court bench ! Supposing there was not, the Government, if it wanted to encourage the Mahomedans, could have imported one from the Lahore or Allahabad Bar. But has it done so!

In other departments too Mahomedan claims are overlooked simply because the so-called leaders will not exert themselves for fear of offending the authorities and because there is no unity among the Mahomedans and there is no such thing as Mahomedan public opinion. This ought to convince us that if we want to be respected by others, if we wish to have our voice heard and influence felt, we must

Dhaka University Institutional Repository

give up the doctrine that has been preached to us in season and out of season. We must think for ourselves, we must exercise our own judgment in matters that affect the welfare of the whole community . Take for instance the Partition question and Swadeshi movement. Some of the Mahomedans have been told that the Partition is for the benefit of the Mahomedans because a lot of Mahomedans will get appointments. The cause of the downfall of the Mahomedans has been due to always looking after their individual interests at the expense of the interests of the whole community. Some of them will get Government posts, so they must support Partition no matter what happens to the interests of the dumb millions of their community. If they reflected for a moment on the reason why the Province has been partitioned, if they weighed the advantages and disadvantages that will accrue to the people on account of the Partition, they would have co-operated with the Hindus and other Mahomedans in opposing the Partition. It is one man amongst us who has been proclaiming from the housetop that the Parttition is a boon to the Mahomedans. Of course it has been a boon to him whether it will be a boon to the Mahomedan community time will show. For the support given to the Partition by his followers Sir Bympfylde has given them some Sub-Inspectorships and promised to provide the Mahomedans with other appointments. In my opinion the favour thus shown to the Mahomedans will do them more harm than good in the long run. The showing of favour in this way is nothing more than mere make believe on the part of the Government. It is to keep the Mahomedans separate from the Hindus, but it is a death-blow to the idea of self-help and self-reliance without which the Mahomedans cannot ameliorate their condition. The Mahomedans always thought that they were the favourites of the Government and whether they paid much attention to education or not they would be provided for. How sadly mistaken they have been, they know now to their cost. About the Swadeshi movement too some Mahomedans have been told by the so-called leaders that it is a Hindu movement and

Dhaka University Institutional Repository

therefore disloyal. Again I say that without taking the statement of their leaders as gospel truth, if they were to think for themselves they would see that their salvation more than that of the Hindus lies in this movement. Can any Mahomedan in his senses deny that the impetus given by this Swadeshi movement to the weaving industry of the country, is not benefitting the Mahomedan weavers, all over the country? Can anybody deny that many Poor Mahomedan families in Calcutta who used to starve before, are comfortably maintaining themselves because of the 'Biri' Industry? Hindus being admittedly more educated than the Mahomedans can obtain posts more easily than the Mahomedans who have to depend upon trade or manual labour.

Therefore, the success of the Swadeshi movement all over India will be more beneficial to the Mahomedans than to the Hindus. Yet some Mahomedans will not co-operate with the Hindus to make it a success; Why because they are told by their leaders not to do so.

I, therefore, appeal to my Mahomedan countrymen to give up their indifference to Politics and join the Hindus and co-operate with them in all matters comcerning the welfare of the common motherland. Unless you are ready to migrate in a body to Arabia, Persia or Trukey, Your Political interests will ever be the same as those of the people of other denominations in Bengal. The principle 'Divide and Rule' is well-known to all of us. It is because we are divided that we have made it possible for our rulers to rule over us in the way we are ruled. United we stand, divided we fall is an adage which is most applicable to our case. Bengal with a united population though the Government gas done much to disunite them, will withstand any bureaucratic attempts to subjugate body and mind and will successfully resist any menaces or repressions. There is no denying that a cloud rests all over Bengal. It is a dark and heavy cloud and its darkness extends over the feeling of men in all parts of

Dhaka University Institutional Repository

the country. But if we can only be united that cloud will be dispelled. The dangers that surround us will vanish and we may yet have the happiness of leaving to our children the heritage of an honourable citizenship in a united prosperous Bengal.

সূত্র ঃ The Bengalee, Sunday, 15 April, 1906, 2nd Bysakha, 1312.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ২

১৯১৬ সালের ২৪শে এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের ভাষণঃ

Gentlemen, I thank you most sincerely for the great and unique honour you have conferred upon me by inviting me to preside over the delibertations of the present session of the Bengal Presidency Moslem League. I have used the word "Unique" advisedly because it is indeed an unique honour for me. There was a time when I was looked upon by a large number of my co-religionists as a dangerous person. My political views were considered by some leaders at any rate too advanced for the Moslem community and therefore they thought any association with me was enough to jeopardise their or relative's prospects or chances of success in life. My only fault as far I could see was that I was a Congresswallah. I did not see how that could be a disqualification. Some up-country papers went so far as to call me a traitor to the communiy. Inspite of abuses and calumny I stuck to my views and I say now as I have always said before that our salvation lies in our united efforts to promote the welfare of our common motherland. In criticising some of our leaders, I admit, I have sometimes used warm expressions, but I trusted that my people would attribute them to the strength of my convictions and to my solititude for general welfare. I allude to this unpleasant topic only to show what progress my co-religionists have made in politics now, in thought in general. Had it not been for this I would not have occupied today this proud position of the president of this august assembly. It is, therefore, not only a great honour to me but you are also to be congratulated for discarding the antiquated ideas about politics and adopting such liberal and lofty views as are consistent with the dignity and self-respect of the great community to which you and I have the

Dhaka University Institutional Repository

honour to belong. It delights one's heart to see what keen interest the Mahomedans all over the country have now been taking in politics. I am of opinion that in the past our leaders made the greatest mistake in keepig themselves aloof from all political movements. Had it not been for this egregious political blunder, the Mahomedans of today would have been far more advanced in their ideas than the members of other communities. Why it was only in 1906 that the 'All-India Moslem League' was founded at Dacca and those who have eyes can see what gigantic strides they have made in political education. We used to be advised that we should first educate ourselves and then think of politics. There is a Bengali Proverb "It is only the crying child that gets the milk." In the history of the world has any body-politic ever got any right or concession without ever asking for it ? No. Before you ask for any such right or concession with any hope or prospect of success, you must organise yourselves and agitate for it. Unfortunately Mahomedans never made any serious attempt in this derection till the All-India Moslem League, which is now a power in the land, came into existence and it is not an exaggeration to say that as far as the Mahomedans are concerned, the League has done proportionately more for them in the course of a few years than the Congress has done for the different communities in 30 years. It can now be safely said that there is such a thing as a Moslem Public opinion in the country which no other community nor Government can ignore. Now you can see what "dabbling" in politics which was for merely so unwisely condemned by our leaders means. Politics as I have often said is the very soul of political entity. In this connection I beg to impress upon you, gentlemen, that if you really want to make the Bengal Presidency Moslem League a Powerful living body then you must give up your lethargy and unpardonable indifference. It will be a standing disgrace to the Mahomedans of Bengal, if we carry on the work of the League in the way we have been doing. We are all to blame. It is not the fault of the Secretary or the Council alone. I

Dhaka University Institutional Repository

sincerely hope and trust that after this session we shall turn over a new leaf.

Rural Sanitation

Gentlemen, most of you came from the Mofussil and you know that the sanitary condition of the Province is anything but satisfactory. People are dying by thousands of Malaria and other preventable diseases. For want of tanks and wells people have to drink muddy water from November to the end of July. In many parts of the country there are no decent roads, bridges or canals for the convenience of the people. The League should take up these matters and make representations to the Government for the redress of the grievances of the people. In this connection I should venture to make a suggestion to the effect that the Council of the League should apoint a Sub-Committee to meet from time to time and the Committee of the Bengal Provincial Conference which is also appointed for similar purposes to see whether they cannot make united efforts to remedy the evils from which the people of Bengal undoubtedly suffer. We must have healthy homes before we can think of education and high politics.

Mahomedans of Bengal are blamed for hankering after Gov ernment services. It is, I am afraid, due to a large extent to poverty. In these days of competition and having regard to the claim of other communities it is not always very easy to secure employment under the Government. I should, therefore advise that young men discarding false ideas of dignity should go on for agriculture and start small business in partnerships or as companies with small Capital.

Mahomedans and War

I dare say you would like me to say a few words on the titanic struggle which has been shaking the world to its very foundation. It is a very delicate subject and more specially so as far as the Indian Mahomedans are concerned. I would have fain remained silent, but

Dhaka University Institutional Repository

the conduct and attitude of some of our leaders have compelled me to speak. It is only natural that persons belonging to the same faith should sympathise with one another.Moslems cannot be an exception to this rule. That Indian Moslems have always shown such sympathy for the Turks and Persians in their troubles is an admitted fact. Now what was the position of Indian Moslems when war was declared between England and Turkey? On the one hand they were bound politically to be loyal to their Sovereign, on the other hand was it possible for them not to feel sympathy for the Sultan of Turkey who is generally looked upon as the Khalifa. They have, however, regretted all along that the two Governments who have helped each other in the past, could not settle their differences and save the Indian Musalmans from a most embarrassing position. When some of the Moslem leaders in the exuberence of their zeal to show their Loyalty announced on their platforms and in the press that they did not sympathies with the Turks and abused them in various ways, they did not know what disservice they were doing to the Government; Loyalty is not synonymous with hypocrisy. As it is untrue to say that Mahomedans are not loyal, so it will be equally untrue to say they do not sympathise with the Turks.Indian Moslems cannot but be loyal. Apart from any other consideration, it is to them a question of self interest. It is the Government which gives them protection and Mahomedans have never been found to be ungrateful. In this crisis it is our duty to advise the Government not to do anything which may exasperate the Mahomedans and at the same time use our influence with the people to prevent them from giving violent expression to their feelings and see that there is no breach of the peace.

Indian Volunteers

Speaking of this war, we cannot but feel hurt at the treatment which we have received at the hands of our ruller. We have offered to enlist ourselves along with the Anglo-Indians as volunteers, but the latter have been accepted and we have been rejected. The Anglo-Indian, Armenian, Jewish and even Negro boys are enlisted as boy-

Dhaka University Institutional Repository

scouts, but our Government cannot think of entertaining the idea of similarly enlisting our boys as scouts. The French Government have invited their subjects in India to join the Army on equal terms with the Frenchmen. Our Government in spite of our offers of service are still hesitating to take our young men as volunteers. What can be the feelings of our young men under the circumstances? The attitude of the Government in this respect is any thing but statesman-like. Instead of training the people in the use of arms in case of invasion of the country, they are even forbidden to possess arms to save their families and property from the depredations of armed dacoits and wild animls. Thanks to the rigour of the Arms act, dacoities with bloodshed are becoming so common that the people are in despair. We must, therefor, protest against this indefference of the Government to the prayer of the people for the repeal or a liberal modification of the Arms Act. It is very unpleasant to always criticise the Government. But Government is not infallible and sometimes it becomes a duty to point out the evil effects of some of their acts. Whether there should be repressive legislation or not depends altogether upon circumstances. No citizen can object to such legislation when the state finds it absolutely necessary for its protection. But the power given to the Executive by such legislation should be exercised with great caution and discretion, if possible in consultation with the leaders of the different communities. It will serve no useful purpose now to discuss whether the Press Act and the defence of India Act should have been passed or not, but the enforcement of some of the provisions of these Acts have created a situation which no wise Government should ignore.

Internments

Indiscriminate house searches, internments and suppression of newspapers are bound to irritate the people. Highly respected leaders like Mohammnad Ali, Showkat Ali and Moulana Azad have been interned or punished. It may be that the Government had very good reason for doing what they did, but from our experience in the past we

Dhaka University Institutional Repository

have also reasons to believe that they act on police reports which are not always reliable. Before taking such drastic measures against men who are loved and held in high esteem, the Government should have those reports further enquired into by men in whose integrity they have absolute confidence.

An Irony of Fate

Since the beginning of the war, a very large number of Mahomedan newspapers have had to cease publication because of their inability to furnish security under the provisions of the Press Act. What an irony of fate! It was the Mahomedan papers with a few honourable exceptions which supported the Press Act and now it is they who have suffered most. It never does to support any retrograde policy even to spite one's opponent because sooner or later it is bound to act as a "boomerang". Now if I may be permitted to say so, it never does any good to the Government to suppress any newspaper, on the contrary it not only does harm to the Govermnent but gives an importance to a paper which otherwise it might never have had. The uneducated people never care to think whether or not the Government had any justification for doing so, but only think of a poor man being deprived of his means of livelihood. Acts like these cannot but produce an unhealthy political atmosphere which it should be the duty of every Government to control.

Self- Government

Now something should be said on the constitutional angle of vision with regard to the future Government of India. Both on the platform and in the press our leaders have been giving expression to their views on the present system of Government and the form in which they want it in future.Both the Moslem League and the National Congress are unanimously of opinion that India must have Self-Government. Even the reactionary "London times" and Anglo-Indian papers have agreed that India should have Self-Government.Yes,all that sounds very grand indeed; But when are we to be blessed with it ? They reply: "When you are fit". In what form are we to get it? The reply is " When

Dhaka University Institutional Repository

you are fit, we shall tell you in what form. It is too premature to think of it now". With regard to these two questions even our leaders have different views. With reference to time, some say "not yet." As to the form they say- we must go step by step, which to my mind means nothing. It is said by our opponents that we have no reason to complain. We have got Representative Assemblies in the Provinces where there is a non-official majority. What this so- called non-official majority means is well-known to all educated Indians. Even supposing for argument's sake that there was a substantial non-official majority in the Provincial Councils and the Governments were repeatedly defeated what would be the position ? They are not bound to take any notice of the Resolutions that may be passed in the teeth of their opposition. The Government of the country would go on just in the same way as before. Now what are the powers of the members of the so-called representative Assemblies? They are given the power of interpellations and of bringing in Resolutions, which has been welcomed by some of our leaders as a great boon but it is perhaps not known to many that in these matters the members are entirely at the mercy of the President of the Council who at his discretion may accept or refuse them.

Time aloted to the members for speaking is so regulated that many members prefer to remain silent. Sittings of the Council are few and far between. The work that is done by these Councils might as well be left undone. Now as to the Executive Councils here also we are told that we have nothing to complain of, for have we not been complimented by the appointment of an Indian member in each Council.

Gentlemen, I must confess that in my opinion this experiment has been a gigantic failure. It has considerably increased the cost of the Government without any appreciable advantage to the people.

Dhaka University Institutional Repository

No Half- Measures

Gentlemen, time has come to put an end to this kind of lingering. I have never believed in half- measures. We, the people of India must make up our minds to ask our rulers either to do away with these Councils or to give us real Self- Government by which I mean responsible Government such as exists in Canada, Australia and South Africa. Under this system the Legislative Councils are entirely elective to which the members of the Executive Council or Cabinet are responsible.

If the people of India have any idea of Self-respect and if they really want the moral and material improvement of the country, they must insist upon obtaintng this form of Government and no other. Unless you attain this, there will be no speedy remedy for the evils that exist in the country and some of which I have enumerated before. The question of education, sanitation, encouragement of indigenous industries etc. will be solved in no time. There will be no such thing as political unrest in the country. While discussing this question I do not lose sight of the Mahomedans and other minorities. The Constitution framed as to give them not only adequate and complete representation but also to make such provisions as will always protect them from the vagaries of the majorities. A great deal of nonsense has been talked about our unfitness. When shall we be fit ? Do our opponents believe that when the entire popultion of 300 millions become educated then we shall be fit for self-government? How many Englishmen were educated when Parliament sat in the reigns of the Tudors and Stuarts or even the early Georges ? Even at the present day is the number of administrators and real workers in democratic England so very large.

What was the state of education in England before the Education Act of 1870 was passed, and before the Reform Bill was passed what was the nature of representation to Parliament ? The fact of the matter is that the members of the Civil Service and the

Dhaka University Institutional Repository

Anglo-Indian journalists forget the history of their country as soon as they cross the English Channel. It is the free English people who have tought us the golden maxim "Freedom alone teaches the people to be free." I, therefore,appeal to the great free English people to give us a chance to be free from thraldom of the Civil Service and then they will see how our people will talk freedom breathe freedom do nothing-that is inconsistent with the dignity of a free people. In the words of one of the greatest English friends of India, Mrs Besant, I implore you, O, mighty English people "to live up to your own old traditions to be faithful to the memory of your past, Liberty is your birth-right : Oh, share your birth-right with your Indian friends, then India will become the buttress of your Empire. Her three hundred millions will be at your back whenever you are in difficulty with other countries. It would be a glorious day for England when the Status of India is raised from a dependency to that of a self-governing dominion containing autonomous states with the title of the United States of India under the aegis of the British Crown.

সূত্রঃ The Bengalee, Calcutta, Tuesday, 25 April, 1916, 12 Bysakha, 1323.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৩

১৯২৪ সালের ১ লা জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণঃ

জাতির মানসিকতা

চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তাহার লক্ষণ নিদানাদি নির্ণীত হওয়া আবশ্যক । অন্যথায় সে চিকিৎসা অনর্থক পন্ডশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে-বরং অনেক সময় তাহা দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। অতএব জাতীয় দেহের যে সকল আধি ব্যাধির প্রতিকার মানসে আমরা আজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার মূল কারণ ও প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আমার মনে হয়, দাসত্বই যে ঐ সকল রোগের একমাত্র কারণ, সে সম্বন্ধে আজ আর কাহারও মতভেদ থাকিতে পারেনা।

আমার বিশ্বাস এই যে,- জনসাধারণের কথা বলিতেছিনা, আমরা- সেবকত্বের দাবীদার আমরা নায়কত্বের অভিমানী আমরা- আজও সম্যক রূপে সে যাতনার উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই আমাদিগের এই মৌখিক মুমুক্ষা একটা সারহীন সত্যহীন পন্ডশ্রমে এবং লক্ষহীন বস্তুহীন বাবদুকতায় পরিণত হইয়া যাইতেছে। আমাদিগের এই দাস জীবনের পরতে পরতে, গোলামীর নারকীয় বিষবাষ্প মুহূর্তে মুহূর্তে যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে - তাহা অনুভূতি মাত্রই অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং যুগপৎভাবে তাহাতে সাধকের সমস্ত হৃদয় জাগিয়া উঠে, কিন্ত আমরা কি আজও নিজেদের মধ্যে সেই অসহ্য যন্ত্রনা অনুভব করিতে পারিয়াছি?

আশঙ্কা ও অবিশ্বাস

দেশের নায়ক ও কর্মিবৃন্দের মধ্যে আজও সে বাস্তব শাশ্বত মুমুক্ষা জাগিয়া উঠে নাই। তাই দেখি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ যখন কংগ্রেস ও কনফারেন্সের মন্ডপে সমবেত হন, তখন তাঁহাদের উদারতা ও ভ্রাতৃভাবের অবধি থাকেনা। আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যখন নিজেদের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে উপস্থিত হন, তখন সে উদারতার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা

Dhaka University Institutional Repository

কেবলই ভাবেন, স্বার্থ সংঘর্ষে অন্য সম্প্রদায়ের উপর জয়লাভের কথা। যেন কংগ্রেস কেবল এই জন্য আছে যে, আমরা আবশ্যকমত ভিতরের সমস্ত গলদকে ঢাকা দিয়া ইংরাজকে দেখাইব যে, আমরা সম্মিলিত ভাবে স্বরাজ চাই।

আমার মনে হয়, এদেশের হিন্দু মুসলমান স্বধর্ম্মের প্রেম অপেক্ষা পরধর্ম্মের বিদ্বেষকেই অধিক সম্মান দান করিয়া থাকেন। নচেৎ ধর্ম্মের যে আদেশ নিষেধগুলি মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তিরূপে পরিগণিত-যে গুলিকে পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্মের মূলনীতি ও শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য হইতে শত যোজন দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, সে গুলিকে পদদলিত করার সময় কাহারও মধ্যে একটু ধর্ম্ম প্রবণতা বা উত্তেজনার লক্ষণও দেখা যায় না- ইহার কারণ কি? তুমি মুসলমান, কোন হিন্দু তোমার মসজিদের সম্মুখে ঢাক-ঢোল বাজাইলে- তোমার শিরায় শিরায় উত্তেজনার যে তড়িত তরঙ্গ জাগিয়া উঠে, ইংরাজের মিছিলের সময়ত তাহার বিন্দু বিসর্গেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। স্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানই যখন ঢাক ঢোল, দামামা নাকরা ও শত শত 'সানাই' প্রভৃতির প্রচন্ড শব্দে মহরমের দশ দিবা-রাত্রি , বাঙ্গালার নগর ও পল্লী গুলিকে মাথায় করিয়া তোলে- যখন মাদার ও মহরমের শত শত মিছিল, ইংরাজি হিন্দু স্থানী উৎকলী মাদ্রাজী প্রভৃতি সকল প্রকার বাজনার সমবায়ে দুনিয়া তোলপাড় করিতে করিতে মসজিদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতে থাকে-তোমার এই বহু-বিশ্রুত ধর্ম্মভাবটা তখন যায় কোথায়? কোন হিন্দুর বাড়ীতে একখানা নর-অস্থি বাহির হইলে, অমনই তাহার বাড়ীটী তোমার গোরস্থানে পরিণত হয়, আর অমনি তাহার 'অস্তিত্ব ও পবিত্রতা' রক্ষার জন্য তোমরা ব্যাকুল হইয়া পড়। কিন্ত এই যে একমাত্র খিদিরপুর ডকের ব্যাপারে বহু সংখ্যক মসজিদকে চিরকালের তরে ভিরান করিয়া দেওয়া হইল, মুসলমানের শত শত টাটকা গোর ও গোরস্থান ধাঙ্গার মেথর দিয়া উৎখাত করিয়া ফেলা হইল-এই যে কলকাতার বুকের উপর মানিকতলার শত বৎসরের শত শত গোরস্থানকে তোমাদের স্বজাতীয় মুসলমানই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হাতে অনায়াসে ও প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিল-আর সেই গোরস্থান গুলি যে আজ অশ্ব-গো-মহিষাদির গোয়ালে পরিণত হইয়াছে, তাহার উপর যে আজ শত শত পায়খানা প্রস্তত করা হইতেছে-কই,হে ধর্ম্মাভিমানী মুসলমান। জিজ্ঞাসা করি, এই তারতম্যের কারণ কি? আমার মতে ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে ধর্ম্ম তোমাদের ছুতা আর হিন্দু বিদ্বেষ ভিতরকার আসল জিনিষ।

Dhaka University Institutional Repository

আর হে ধর্ম্মাভিমানী হিন্দু । তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মুছলমান তোমার শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিতেছে না বলিয়া তুমি তাহার মুন্ডুপাতের ব্যবস্থা করিতেছ। কিন্ত তুমি তোমার নিজের শাস্ত্রের সব হুকুম মান্য করিয়া আসিতেছ কি ? জিজ্ঞাসা করি, এই যে চাকরীর নামে তোমার মধ্যে এতটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি-হয় এই চাকরী এই দাসবৃত্তি এই শ্ববৃত্তি কি তোমার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে ? হে বংশ গৌরবের অভিমানী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমার গীতায় 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো, ভয়াবহঃ' বলিয়া , প্রত্যেক বর্ণের জন্য যে বৃত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তুমি গীতার নির্ধারিত সেই স্ববৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া 'শ্ববৃত্তি' অবলম্বন করিলে- আর তাহারই জন্য আজ কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ- ধর্ম্মের কোন আদেশে, শাস্ত্রের কোন বিধানে? জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু জমিদার যখন গোচারণের মাঠগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া গোটা গো-জাতিটাকে ধ্বংস করিতে বসে-যখন হিন্দু গোয়ালকে কসাইয়ের হাতে গরু বিক্রয় করিতে দেখ, যখন দেখ যে হিন্দু গোয়ালা সদ্য প্রসূত শত শত গো-বৎসকে অমানুষিক নির্ম্মমতা সহকারে কসাইয়ের হাতে বাধিয়া দিতেছে-যখন হিন্দু মহাজনকে কসাই খানায় টাকা সরবরাহ করিতে দেখ, যখন হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে কমিসিরিয়টে এবং বিদেশে গো-মাংস সরবরাহ করিতে দেখ, তখন তোমার শোণিতে এক বিন্দু উষ্ণতাও পরিলক্ষিত হয় না কেন? জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রেণীর একটি লোকও কি কখনও হিন্দু সমাজ কর্তৃক কোন প্রকারে দন্ডিত হইয়াছে? না হয় নাই। হয় নাই তাহার কারণ এই যে, এখানে ধর্ম্ম তোমার ছুতা আর মোছলেম বিদ্বেষ ভিতরকার আসল জিনিষ। তাই আমি বলিয়া থাকি, হিন্দু-মুসলমানের এলড়াই ধর্ম্মের লড়াই নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা অধর্ম্মের লড়াই। দুই পক্ষের সমস্ত কোন্দল কোলাহলকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সকলকেই আমার কথার সত্যতা, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আমার এই উক্তিগুলি আপনাদের অভিমানকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে এবং হয়ত সেজন্য আপনারা উভয় পক্ষই তারস্বরে আমাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিবেন। করুন, আমি তাহাতে দুঃখিত বা বিচলিত নহি। গালাগাল শুনিবার সৌভাগ্য আমার আছে, গালাগালি সহিবার শক্তিও আমার আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন এইসব কথার সত্যতা স্বীকৃত হইবেই।

সন্ধিবিচ্ছেদ

বর্তমানে যে সকল বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে এবং সে সম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণাকরা হইতেছে, সে সমস্তই আপনারা বিশেষভাবে অবগত আছেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধির সহিত দেশবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

দাস ও পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর সাক্ষাৎকার ও তাহার ফলাফলও দেশবাসী সম্যকরূপে বিহিত হইয়াছেন। আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, এ সমস্যাটা আপাততঃ অপমাধ্য যখন দেশের প্রধানতম নেতৃবর্গ, বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, কোন মতেই তাহার সমাধান করিতে পারিলেন না , তখন অন্যে পরে কা কথা? যাহা হউক, এখন আমাদিগকে ধীরভাবে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমার মনে হয়, এখন আর এই প্রসঙ্গ লইয়া কথা কাটাকাটি করার কোন আবশ্যকতা বা সার্থকতা নাই । বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই হইতেছে এখানকার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন , আমার মতে, সকল দলের নেতাদিগের এখন তাহারই অনুসরণ করা উচিত। ব্যক্তিগত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া সকল পক্ষ ধীরভাবে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবশে করিলে- উপস্থিত এই কথার কোন্দল থামিয়া যাইবে, দেশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে- ইহাই আশু লাভ। তাহার পর উভয় পক্ষ নিজের নিজের কাজের দ্বারা প্রতিপন্ন করুন যে, তাহাদের অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতিই স্বরাজ লাভের প্রকৃষ্টতম সোপান। আমার মনে হয়, লক্ষ্য যদি এক থাকে, তাহা হইলে দুদিন পরে আবার সকলকে একই কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত হইতে হইবে। ইহা আশার প্রহেলিকা নহে, সাময়িক আত্মপ্রবঞ্চনা নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ।

আর এই অনুমান যদি সত্য না হয়, যদি অবস্থাগতিকে আমাদের পুনর্মিলন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় , এমনকি- স্পষ্ট করিয়া বলি- যদি স্বরাজ্যদলের নতৃবৃন্দ চিরকালের তরে কংগ্রেসকে ছাড়িয়াও যান, তাহা হইলেও আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান বিশ্বাস করি যে, দুনিয়ার কোন কাজই আল্লার হুকুম ব্যতীত সম্পন্ন হয় না- আমরা সকলে যন্ত্র এবং তিনিই এ সকল যন্ত্রের একমাত্র যন্ত্রী। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের এই মুক্তি সাধনা, মুক্তি সাধনার এই শান্তি সংগ্রাম , তাঁহারই আহবানের সাড়া মাত্র । সুতরাং তাহার শক্তিও তিনি দান করিবেন।

জাগরণের পূর্বাভাস

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বা কাল প্রভাবে আজ দেশের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক স্তরে নিজেদের অবস্থা এবং অধিকার সম্বন্ধে যে অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা খুবই আশাজনক। আজ অত্যাচারী জমিদারের ও সর্ব্বগ্রাসী কুসীদজীবি

Dhaka University Institutional Repository

মহাজনের বিরুদ্ধে যুগযুগান্তরের দলিত মথিত মনুষ্যত্ব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে-নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছে; ইহাও এই অনুভূতির ফল। আমি জানি, অজ্ঞতা হেতু এবং পরিচালকের অভাবে, এই সকল ক্ষেত্রে সময় সময় নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলা ও অনাচার সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং এগুলি যে খুবই অন্যায় তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সংঘর্ষকে নানাবিধ রাজনীতিক স্বার্থ বা অন্য প্রকার দলাদলির কারণে হিন্দু মুসলমান কিন্ত তবুও আমি বলিব এই জাগরণ অত্যন্ত আশাজনক। অনেক সময় এই শ্রেণীর সংঘর্ষ নাম দিয়া দেশময় একটা জটলা পাকান হয়। বস্তুতঃ এগুলি জাতির প্রকৃত জাগরণের পূর্ব্বাভাস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে হিন্দু- মুসলমান বলিয়া আদৌ কোন কথা নাই। আমরা অধিকারের নামে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতদিন যে সাধনা করিয়া আসিয়াছি, ইহা তাহারই বাস্তব মূর্তি। কাজেই প্রারম্ভিক সর্ব্বপ্রকার ভীষণতা সত্ত্বেও, আমি এই জাগরণকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি। দেশ মাতৃকার প্রত্যেক সন্তানই যখন এমনই ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, নিজেদের ছোট ছোট স্বত্বাধিকারের অনুকূলে এবং বিশেষ বিশেষ লাভের এবং বৃহত্তম অন্যায় দূর করার সত্যিকার সাধনা আরম্ভ হইবে। আমার মনে হয়, এই যে ধর্ম্ম মন্দির তীর্থস্থান তৎসংশ্লিষ্ট সম্পত্তি-সংক্রান্ত অনাচার ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে শিখ ও হিন্দু সমাজে সত্যাগ্রহের সংকল্প জগিয়া উঠিয়াছে ইহাও বর্ণিত জাগরণের একটা অংশ মাত্র। এই হিসাবে আমি তারকেশ্বরের বর্তমান শান্তি সংগ্রামের নায়ক ও সৈনিকগণকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমি এই প্রসঙ্গে হিন্দু- সমাজকে জানাইয়া দিতেছি যে- বাঙ্গালার কংগ্রেস কর্ম্মী মুসলমানগণ এই সত্যাগ্রহে তাহাদিগের সহিত যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্ত এক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্মুখে যে বাধা আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখন তাঁহারা আলেম সমাজের মতামতের অপেক্ষা করিতেছেন মাত্র। যাহা হউক, এই বাংলাদেশে মসজিদ মাদ্রাসা ও অন্যান্য সেবাব্রতের জন্য বহু লক্ষ টাকা আয়ের ওয়াকফ্ সম্পত্তি বিদ্যমান আছে -মোতাওল্লিগণের ভোগ বিলাসে ও পাপাচারে তাহার অধিকাংশই অপচয় হইয়া যাইতেছে। আমি আশা করি মুছলমান সমাজ এই অনাচারকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিতে দিবেন না।

উপসংহার

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এই শ্রেণীর গুরুতর বিষয়গুলির আলোচনায় আমার ন্যায় সমম্বল হীন ও অনধিকারী ব্যক্তির যে পদে পদে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিতে পারে, তাহা আমি জানি এবং সেজন্য প্রথমেই আপনাদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছি। এখন আসুন আমরা সকলে সমবেত কণ্ঠে সেই অগতির গতি বিপন্নের বন্ধু সত্যের সহায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি-প্রত্যেক সাধকের মনঃপ্রাণ ধৈর্য্যে শৌর্য্যে প্রেমে পুণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক ঋদ্ধি আসুক সিদ্ধি আসুক, শক্তি আসুক, মুক্তি আসুক-তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভারতের এই মহামানবতার উদ্বোধন সফল হউক, সার্থক হউক। -আমীন বা রাব্বল আলামীন।

সূত্রঃ ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ২৫শে জৈষ্ঠ্য রবিবার, ১৩৩১ . ৮ই জুন, ১৯২৪. পৃঃ ৪,৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৪

এছলামাবাদ- জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়

পাঠ্য প্রণালী বা স্কিম।

প্রাথমিক বা নিম্ন বিভাগ।

(১ম বর্ষ বা শিশু শ্রেণী, বয়স ৬ বৎসর)

১। বাঙ্গালা- পঠন, লিখন।

২। অঙ্ক-গণনা, নামতা, অমিশ্রযোগ।

৩। আরবী-মৌখিক কলেমা, ছুরা ইত্যাদি।

বা

সংস্কৃত- মৌখিক শ্লোকাদি শিক্ষা।

(২য় বর্ষ বা ৮ম শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা-পঠন, লিখন।

২। অঙ্ক -অমিশ্র চারি নিয়ম, ধারাপাত।

৩। আরবী-বর্ণমালা, বোগদাদী কায়দা।

বা

সংস্কৃত - বর্ণমালা।

৪। হস্তশিল্প - কাগজ কাটা ও কাদা বালির কাজ।

৫। ড্রিল।

(৩য় বর্ষ বা ৭ম শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা - সাহিত্য, লিখন, পঠন।

২। অঙ্ক - লঘুকরণ, মিশ্রচারি নিয়ম, শুভঙ্করী মানসাঙ্ক।

৩। আরবী - কোরাণশরিফ পাঠ নামাজের ছুরাগুলির অর্থ শিক্ষা।

বা

সংস্কৃত-১ম পুস্তক।

৪। ভূগোল -বঙ্গদেশ ও নিজজেলা।

৫। হস্তশিল্প- (ক) বেত্র ও বংশশিল্প [চেয়ার, মোড়া, টেবল, বাস্কেট, ব্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি] অথবা (খ) সূচি শিল্প।

৬। ড্রিল, ড্রইং।

মধ্যবিভাগ

(৪র্থ বর্ষ বা ৬ষ্ঠ শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা- সাহিত্য পঠন, লিখন, ব্যাকরণ।

২। পাটীগণিত-মিশ্র চারিনিয়ম, জমিকালী, মণকষা, সেরকষা, বাজার হিসাব ইত্যাদি ।

৩। ইতিহাস- ভারতের ইতিহাস।

৪। ভূগোল- ভারতবর্ষ, এশিয়া, ইউরোপ।

৫। স্বাস্থ্য নীতি।

৬। ইংরেজী -১ম ভাগ।

৭। হস্তশিল্প- (ক) বেত্র ও বংশের সূক্ষ্মতর কার্য্য।

বা

(খ)সূচিশিল্প।

৮। ড্রিল, ড্রইং।

(৫ম বর্ষ বা ৫ম শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা - সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, পত্রদলিল লিখন।

২। অঙ্ক - ত্রৈরাশিক, উৎপাদক , গঃ, সাঃ, গুঃ, লঃ, সাঃ, গুঃ, ভগ্নাংশ ঐকিক নিয়ম।

৩। ইতিহাস - ভারতের ইতিহাস।

৪। ভূগোল - আফ্রিকা, আমেরিকা , অষ্ট্রেলিয়া।

৫। ইংরেজী- ২য় ভাগ, কথোপকথন, ব্যাকরণ।

৬। স্বাস্থ্য নীতি।

৭। হস্তশিল্প- সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন।

৮। ড্রিল, ড্রইং।

(৬ ষ্ঠ বর্ষ বা ৪র্থ শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা - সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, পত্র দলিলাদি লিখন।

Dhaka University Institutional Repository

২। অঙ্ক- দশমিক, বহুরাশিক, পুণঃ পৌণিক, বর্গমুল, ক্ষেত্রফল।

৩। ইতিহাস - ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস।

৪। ইংরেজী-তৃতীয় ভাগ, কথোপকথন, ব্যাকরণ।

৫। ভূগোল - সমুদ্র, মহাসমুদ্র পথ, বাণিজ্যপথ, আমদানী, রপ্তানী।

৬। হস্তশিল্প - সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন ও কাপাসের চাষ।

৭। উর্দ্দু বা হিন্দি- প্রথম ভাগ।

৮। ড্রিল, ড্রইং।

(৭ম বর্ষ বা ৩য় শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা- সাহিত্য, রচনা।

২। আরবী বা ফার্সি অথবা সংস্কৃত বা পালি -১ম ভাগ, ব্যাকরণ।

৩। ইতিহাস- বৈদেশিক ইতিহাস।

৪। ইংরেজী - সাহিত্য, ব্যাকরণ, কথোপকথন , পত্র লিখন।

৫। হস্তশিল্প- সূতাকাটা , বস্ত্রবয়ন, রংকরা, রাজ কাপাস আবাদ।

৬। অঙ্ক- সুদকষা, কোম্পানীর কাগজ , ডিস কাউন্ট , একচেঞ্জ।

৭। উর্দ্দু বা হিন্দি-২য় ভাগ।

৮। ড্রিল, ড্রইং।

(৮ম বর্ষ বা ২য় শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা- সাহিত্য, রচনা।

২। আরবী বা ফার্সি অথবা
সংস্কৃত বা পালি। } সাহিত্য ব্যাকরণ।

৩। ইংরেজী - সাহিত্য , ব্যাকরণ, অনুবাদ, পত্র লিখন।

৪। ইতিহাস - বৈদেশিক ইতিহাস ।

৫। উর্দ্দু বা হিন্দি।

৬। (ক) হস্ত শিল্প - কর্ম্মকারের কার্য্য (ছুরি, চাকু, কাঁচি, হাতা, তালা, যাতি ইত্যাদি)।

বা

(খ) ব্যবসা শিক্ষা-বুককিপিং, টাইপরাইটিং।

৭। ড্রিল , ড্রইং ।

Dhaka University Institutional Repository

(৯ম বর্ষ বা ১ম শ্রেণী)

১। বাঙ্গালা - সাহিত্য , রচনা।

২। আরবী বা ফার্সি
অথবা } সাহিত্য, ব্যাকরণ অনুবাদ।
★ সংস্কৃত বা পালি।

৪। ইতিহাস - বৈদেশিক ইতিহাস।

৫। জ্যামিতি ও
পরিমিতি } ১ম ভাগ।

৬। (ক) হস্ত শিল্প - কর্ম্মকারের কার্য্য।
(খ) ব্যবসা শিক্ষা - বুককিপিং, টাইপরাইটিং।

৭। উর্দ্দু বা হিন্দি - সাহিত্য, ব্যাকরণ।

৭। ড্রিল, ড্রইং।

অতিরিক্ত শ্রেণী (Advanced class)

বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা জাতীয় কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। যাহারা কলেজে পড়িবেনা, অথচ ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আরও এক বৎসর অতিরিক্ত শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে পারিবে।

১। আরবী-সাহিত্য, কোরআণের অর্থ।
বা
সংস্কৃত - সাহিত্য, ধর্ম্মেগ্রন্থের ব্যাখ্যা।

২। রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক দর্শন।

৩। অর্থনীতি।

বশংবদ-

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী।
সেক্রেটারী
এছলামাবাদ জাতীয় -উচ্চ-বিদ্যালয়।
আঞ্জুমান্ অফিস, চট্টগ্রাম।

আল-এছলাম, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৭। পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠ্য প্রণালীর তারকা চিহ্নিত স্থানে ৩ নং বিষয়টি উল্লেখিত নাই।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৫

জীবনপঞ্জী

আব্দুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭) ঃ জন্ম, গুনিয়াক গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা গোলাম রসুল একজন সমৃদ্ধশালী জমিদার। ১৮৮৮ সালে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিলাত গমন। ১৮৯২ সালে লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে প্রবেশিকা , ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ডের সেন্ট জোন্স কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৮৯৮ সালে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঐ একই বছর বি.সি. এল. (Bachelor of civil law) ডিগ্রী লাভ এবং মিডল টেম্পল থেকে বার-এট-ল পরীক্ষায় কৃতকার্য। ১৮৯৯ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালের ৩রা নভেম্বর 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন ও এর সভাপতি। একই বছর ৩১ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের বিকল্প সংগঠনরূপে 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন' গঠন ও এর অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি (১৯০৬ সালের বরিশাল অধিবেশনে প্রথমবার ও১৯১২ সালে চট্টগ্রাম অধিবেশনে দ্বিতীয়বার)। ১৯০৬ সালে 'দি মুসলমান' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। ১৯০৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সক্রিয় ভুমিকা পালন। এবং ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির অন্যতম স্থপতি । ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। একই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত। মৃত্যু, কলকাতা, ৩০. ৮. ১৯১৭।

আব্দুল হালিম গজনভী (১৮৭৬-১৯৫৩) ঃ জন্ম, দেলদুয়ার, টাংগাইল। প্রভাবশালী জমিদার ও কলকাতার আইনজীবী। কলকাতার সিটি কলেজ স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন। ১৯০০ সালে কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ । টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান, স্থানীয় বোর্ডের সদস্য এবং অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তা। ১৯০৬ সালের ১৪ও ১৫ এপ্রিল বরিশার প্রাদেশিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ এবং আব্দুর রসুলের পক্ষ থেকে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ১৯০৬ সালের বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদেরকে সংগঠিত করার জন্য উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের সংগঠন 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত। আব্দুর রসুল ও মৌলভী মুজিবর রহমানের সঙ্গে একযোগে 'দি মুসলমান' পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ। প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য হলেও ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার বিষয়কে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী অংশের মধ্যে মতভেদের কারণে কংগ্রেস ত্যাগ এবং নির্দলীয় উদারপন্থী হিসেবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত। ১৯২৬-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রূপে দায়িত্ব পালন। ঢাকা ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো। ১৯৩৫ সালে স্যার উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু, টাঙ্গাইল, ১৮. ৬. ১৯৫৩।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)ঃ জন্ম, ধানিখোলা গ্রাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা রিপন কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি । অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করে কংগ্রেসের আহবানে বি.এ. পরীক্ষা বর্জন এবং গৌড়ীয় বিদ্যায়তন (National College) থেকে ১৯২১ সালে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৩ সালে কলকাতার দৈনিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। ১৯২৫-১৯২৯ সাল পর্যন্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ১৯৩৭ সালে মওলানা আকরাম খান সম্পাদিত দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদনা বিভাগে যোগদান। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন ও সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন সভার পদ থেকে ইস্তফা।১৯৪৬ সালে দৈনিক 'পাকিস্তান'- এর সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনের সময় পাকিস্তান সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে সিনরা-এ- খেদমত ও সিতারা-এ- ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন। মৃত্যু, ঢাকা, ৪. ৩. ১৯৭৮।

আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) ঃ জন্ম,বর্ধমান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.ডিগ্রী অর্জন করার পর পিতৃব্যও ভূপালের প্রধান মন্ত্রী নবাব আব্দুল জাব্বারের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন । বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্য এবং ১৮৯৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনেই অংশগ্রহণ ।১৯০৪সালে কংগ্রেসের

Dhaka University Institutional Repository

কনস্টিটিউশন কমিটি ও ১৯০৫ সালে কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের অন্যতম মুসলমান নেতা। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান ছাত্রদের যোগদানে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করণ। মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন হিসেবে ১৯০৬ সালে স্বদেশী মুসলমানদের সংগঠন 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা ও এর সম্পাদক মনোনীত। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'দি মুসলমান' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। খিলাফত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং ১৯২০ সালে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে যে খিলাফত প্রতিনিধি দল ইংল্যান্ড সফর করেন তার অন্যতম সদস্য। ১৯০৯ এবং ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। মৃত্যু, ১১.১০.১৯৩৬।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) ঃ জন্ম, ধানিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ। নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে আই.এ. ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বি.এ. এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এল.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সাংবাদিকতায় যোগদান এবং মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাপ্তাহিক 'ছোলতান' ও মাওলানা আকরাম খানের সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' সহকারী সম্পাদক (১৯২৩-১৯২৬)। ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত মৌলভী মুজিবর রহমানের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা। ১৯২৯-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি। ১৯৪১ সালে এ.কে.ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে চাকুরী। ১৯৪৬-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাস পরিচালিত স্বরাজ দলের অন্যতম কর্মী। নেতাজী শুভাষ চন্দ্র বসু পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান।পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভার স্বাস্থ্য মন্ত্রী। ১৯৫৬ সালে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষমন্ত্রী। ১৯৫৬-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৮-১৯৬২ সাল পর্যন্ত কারাবরণ। ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান এবং ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে সমাজের মুখোশধারী মানুষের অন্তরের রূপ সার্থকভাবে উন্মোচিত। উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ রচনা 'আয়না' (১৯৩৫)। রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬৯)। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮.৩.১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

আলিমুজ্জামান চৌধুরী (?-১৯৩৬)ঃ ফরিদপুর জেলার বেলগাছির জমিদার। ১৮৮৭ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৮৯৯ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং প্রায় নিয়মিত ভাবে এর অধিবেশন সমূহে যোগদান। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা থেকে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেরও একজন প্রতিনিধি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯১৫-১৯১৬ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ৮ম অধিবেশনে গঠিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটির সদস্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৪-১৯২৬)। ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে সি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু, ১৯৩৬।

আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬)ঃ জন্ম, সুয়াগাজী গ্রাম, কোতোয়ালী থানা, কুমিল্লা। কলকাতার হেয়ার স্কুলে (১৯০৯-১৯১৩) শিক্ষা লাভের পর ১৯১৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯২০ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২১ সালে কুমিল্লা বারে যোগদান। খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। কুমিল্লা জেলা খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্যকরার দায়ে দুই সপ্তাহের কারাদন্ডে দন্ডিত। পরবর্তীতে আরও কয়েকবার কারা বরণ। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসের আহ্বানে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ ও ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা। ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান ও এর সেক্রেটারি নির্বাচিত। 'মোসলেম ভারত' সাপ্তাহিক 'নয়া বাংলা' ও 'দি মুসলমান' পত্রিকা পরিচালনায় অর্থ সাহায্য প্রদান। ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের টিকিটে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত এবং শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। মৃত্যু, কুমিল্লা, ২৫.৩.১৯৭৬।

ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ঃ জন্ম, সিরাজগঞ্জ।স্থানীয় জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুল এবং সিরাজগঞ্জ বি. এল. হাইস্কুলে অধ্যয়ন। দারিদ্রের কারণে উচ্চশিক্ষা লাভে বর্ধিত হলেও নিজের প্রচেষ্টায় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি,

Dhaka University Institutional Repository

সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কংগ্রেসে যোগদান এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ।বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বল্কান যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে ১৯১২ সালে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯২৩ সালে চিত্ত রঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তাতে যোগদান। মুসলমান সম্প্রদায়ের নবজাগরণ ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অনলস্রাবী সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান 'অনলপ্রবাহ' কাব্য গন্থ। এ গ্রন্থটি বৃটিশ সরকারের নিকট আপত্তিকর বিবেচিত হওয়ায় শিরাজী দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত। মৃত্যু, ১৭.৭.১৯৩১।

এ.কে.ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)ঃ জন্ম, চাখার, বাকেরগঞ্জ।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ.এবং বি. এল. ডিগ্রী অর্জনের পর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ কালীন সময় নবাব সলিমুল্লাহর সহায়তায় রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পন। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ এবং ১৯১২ সালে চাকুরী ত্যাগ করে আইন ব্যবসা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড আরম্ভ। ১৯১৩ সালে ঢাকা বিভাগ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্মৌ প্যাকট কে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'- কে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন । ১৯১৮ সালে একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন। ১৯১৯ সালে রাওলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা এবং জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য গঠিত বেসরকারী তদন্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত। একই বছর খিলাফত আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০ সালে কলকাতায় মুসলিম লীগ ও খিলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং উভয় সম্মেলনে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদন ১৯২৪ সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৫ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নিযুক্ত। ১৯৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টির (নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পরিবর্তিত নাম) কোয়ালিশন সরকারের প্রধান মন্ত্রী। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান এবং ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৯৫১-১৯৫৩)। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর (১৯৫৬ - ১৯৫৮)। মৃত্যু, ঢাকা, ২৭.৪.১৯৬২ ।

তমিজ উদ্দীন খান (১৮৮৯-১৯৬৩)ঃ জন্ম, খান খানানপুর গ্রাম, ফরিদপুর। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স (ইংরেজী) এবং ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯১৪ সালে বি. এল. ডিগ্রী অর্জন। ফরিদপুর আদালতে আইন ব্যবসা আরম্ভ এবং কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। ফরিদপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও খেলাফত কমিটির সহ-সভাপতি। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। এ আন্দোলনে যোগদানের কারণে ১৯২১-১৯২৩ সাল পর্যন্ত কারাবরণ। ১৯২৬ সালে প্রথম বার ও ১৯২৯ সালে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের মনোয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত । ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগে যোগদান এবং ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তৃতীয়বার বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নিযুক্ত। ১৯৩৭-১৯৪১ সাল পর্যন্ত ফজলুল হক মন্ত্রীসভার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী।১৯৪৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী সভার শিক্ষা মন্ত্রী। ১৯৪৫-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইন সভা এবং ১৯৪৬ সালে চতুর্থবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক গণপরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও ১৯৫৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে গণপরিষদ পুনর্গঠন ১৯৬২ সালে ফরিদপুর আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য ও উক্ত পরিষদের স্পীকার নিযুক্ত। মৃত্যু, ১৯.৮. ১৯৬৩।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)ঃ জন্ম, আড়ালিয়া গ্রাম, চট্ট গ্রাম।১৮৯৫ সালে হুগলী মাদ্রাসা থেকে জামায়াত - এ - উলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 'ইসলাম মিশন' এবং 'আঞ্জুমান -ই- উলামা -ই- বাঙ্গালা'র অন্যতম সংগঠক। সাপ্তাহিক 'সোলতান' (১৯০৪-১৯১৯), 'আল- এসলাম', 'ছোলতান'(নবপর্যায়),

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সালে দৈনিক 'সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে উদার সংস্কার সমর্থন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলমানদের আত্মমর্যাদার পক্ষ সমর্থন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসে যোগদান এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের সংগঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ও চিত্ত রঞ্জন দাসের স্বরাজ আন্দোলন সমর্থন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ। মৃত্যু, বাইনজুড়ি গ্রাম, চট্টগ্রাম, ২৪.১০.১৯৫০।

মোহাম্মদ আকরাম খান (১৮৬৮-১৯৬৮)ঃ জন্ম, হাকিমপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগণা পশ্চিম বঙ্গ। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্যে ও বুৎপত্তি অর্জন করেন। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' (১৯১০), দৈনিক 'সেবক' (১৯২২), মাসিক 'মোহাম্মদী' (১৯২৭), দৈনিক 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ও এর মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র অন্যতম সংগঠক। 'আঞ্জুমান -ই-উলামা -ই-বাঙ্গালা'র প্রথম সভাপতি ও এর মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। বাংলায় খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সক্রিয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কারাবরণ। চিত্ত রঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ। ফজলুল হক ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন। ১৯৩৬ সালে দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশ ও সম্পাদনা। একই বছর মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত।পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪ সালে রাজনীতি থেকে অবসর। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮.৮.১৯৬৮।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০)ঃ জন্ম, মাতুলালয়, টুব গ্রাম, বর্ধমান। পৈত্রিক নিবাস সুলতানপুর চট্টগ্রাম। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী তাঁর অগ্রজ। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শেষে হুগলী ও কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে অধ্যয়ন। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী। ১৯১৯ সালে কলকাতার

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি.এ. অধ্যয়নরত অবস্থায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন। মওলানা আকরাম খান সম্পাদিত খিলাফত কমিটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'জামানা'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান এবং ১৯২১ সালে এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯২২ সালে 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ বাংলা'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত।) ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেফতার ও কারাভোগ। ১৯৩৫ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস সম্মেলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্স এবং ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত আহলে হাদীস সম্মেলনে যোগদান। মৃত্যু, ঢাকা, ১৯৬০।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫৩)ঃ জন্ম, মাতুলালয়, টুব গ্রাম, বর্ধমান। পৈত্রিক নিবাস, সুলতানপুর চট্টগ্রাম। দিনাজপুরের বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন। প্রথমে রংপুরের এক মাদ্রাসায় শিক্ষা আরম্ভ। পরবর্তীতে ভারতের জামিউল উলুম মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য, ইসলামী শাস্ত্র ও ইতিহাস অধ্যয়ন। রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসী আদর্শের অনুসারী। 'আঞ্জুমান-ই- উলামা-ই বাঙ্গালা'র অন্যতম সংগঠক ও কর্ণধার। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২) বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার দায়ে গ্রেফতার ও কারাভোগ। এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক প্রজা পার্টির প্রজা আন্দোলনে যোগদান। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি। একই সঙ্গে পাকিস্তান গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য মনোনীত । মৃত্যু, ঢাকা, ১৯৫৩।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৯৮-১৯৬৬) ঃ জন্ম, বিষ্ণুপুর গ্রাম, ফরিদপুর। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম বিভাগে অংক, ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তিনটি স্বর্ণ পদকসহ বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ। ১৯১৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এসসি পরীক্ষায় বৃত্তি সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ১৯১৮ সালে ইংরেজীতে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পরবর্তীতে অর্থ শাস্ত্রে এম. এ. অধ্যয়ন। ১৯২২ সালে ঢাকা ল' কলেজ থেকে বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং বৃটিশ পরিচালিত শিক্ষা বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আহবানে সাড়া দিয়ে নাগপুর

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে যোগদান এবং এম.এ. পরীক্ষা বর্জন। প্রথমে ফরিদপুর (১৯২২-২৩) ও পরে ঢাকা বারে (১৯২৪-১৯৩৯) আইন ব্যবসা। কিছু কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা। ১৯৩৯ সালে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর, বরিশালের অতিরিক্ত জেলা জজ ও সেসন জজ (১৯৪৩-১৯৪৫), যশোরের জেলা ও সেসন জজ (১৯৪৫-১৯৪৭), বরিশালের জেলা ও সেসন জজ (১৯৪৭-১৯৫০)। ১৯৫০ সালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত। ১৯৫৬ সালে অবসর গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার আইনমন্ত্রী রূপে যোগদান। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে মতবিরোধ ঘটায় ১৯৬২ সালে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ। মৃত্যু, ঢাকা, ১৩.১১.১৯৬৬।

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৪-১৯৩৩)ঃ জন্ম, নারায়ণপুর গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর। পাংশা এম.ই. স্কুলে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদনার দ্বারা কর্মজীবন আরম্ভ। এছাড়া 'হাবলুল মতিন', 'হিতকরী', 'সোলতান', মাসিক 'মোহম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকা সমূহের প্রকাশনার সঙ্গেও যুক্ত। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্তথেকে আজীবন ঐ আদর্শের অনুসরণ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন দান। স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনাকল্পে পাংশায় ১৯০৫ সালে স্বদেশ বান্ধব সমিতি স্থাপন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেরও একজন সুপরিচিত নেতা। মৃত্যু,পাংশা, ১৯৩৩।

মুজিবর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০)ঃ জন্ম, নেহালপুর গ্রাম, বশীরহাট, চব্বিশ পরগণা।প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। অতঃপর রাজনীতিতে যোগদান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর 'দিমুসলমান' পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রথমে এর ম্যানেজার এবং পরবর্তীতে সম্পাদক ও পরিচালক নিযুক্ত। ১৯২৩ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম' প্রকাশ।'আঞ্জুমান-ই- উলামা-ই বাঙ্গালা' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' গঠনে সহায়তা। বাংলায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং ১৯২১ সালে গ্রেফতার। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯২৬ সালে নিখিল ভারত সাংবাদিক সমিতির প্রথম সভাপতি নিযুক্ত। ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সহ- সভাপতি এবং ১৯৩১ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত। মৃত্যু, নেহালপুর, ২৬.৪.১৯৪০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী গ্রন্থ

Ahmed, Rafiuddin : The Bengal Muslims (1871-1906): AQuest for Identity, New Delhi, 1981.

Ahmed, Salahuddin : Social Ideas and Social Change inBengal(1818-1835), E.J. Brill, Leiden, 1965.

Ahmed, Sufia : Muslim Community in Bengal (1885-1912), Dacca, 1974.

Basu, Mrinal kumar : Rift and Reunion : Contradictions in the Congress (1908-1918), Calcutta, 1990.

Bose, Nemai sadhan : Indian Awakening and Bengal, Calcutta, Reprint, 1990.

Broomfield, J.H. : Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal, California, 1968.

Chakravorti, K.M. : The National Council of Education, Bengal:A History and Homage, Calcutta, 1968.

Chattopadhyay, Gautam : Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle (1862-1947), New Delhi, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

Gandhi, Rajmohan : Understanding The Muslim Mind, First Published in the U.S.A. by the State University of New york Press, Albany, 1986, Reprinted in India, by Ananda offset Private Limited, Calcutta, 1990.

Ghosh, Pansy Chaya : The Development of the Indian National Congress (1892-1909), First Edition, Calcutta, 1960.

Gopal, Ram : Indian Muslims : A political History (1858-1947), Bombay, Reprinted, 1964.

Hyat, Abul : Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1966.

Haque, Enamul : Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, Dacca, 1968.

Hasan, Mushirul : Nationalism and Communal politics in India (1916-1928), New Delhi, 1979,

Hashmi, Taj-ul-Islam : Pakistan as a Peasant Utopia: The Communalization of Class Politics in East Bengal (1920-1947), Colorado, 1992.

Hunter, William Wilson : The Indian Musalmans, Bangladesh Edition, Dacca,1975.

Dhaka University Institutional Repository

Hussain, M. Delwar : A study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule In Bengal: Charles Stewart To Henry Beveridge, Asiatic Society of Bangladesh , Dhaka, 1987.

Ikram,S.M. : Modern Muslim India and The Birth of Pakistan , Lahore, 1965.

Iqbal, Bhuiyan (edited) : Selections From The Mussalman (1906-1908), Calcutta, 1994.

Jain,Naresh Kumar (edited) : Muslims in India,vol. I & II, New Delhi, 1976.

Karim , A.K. Nazmul : The Dynamics of Bangladesh Society ,New Delhi, 1980.

Khaliquzzaman, Chowdhury : Pathway to Pakistan, Lahore, 1961.

Khan, Bazlur Rahman : Politics in Bengal (1927-1936), Asiatic Socety of Bangladesh, Dhaka, 1987.

Khan, Muin-ud- Din Ahmed : History of the Faraidi Movement,Islamic Foundation, Bangladesh, Dhaka,1984.

Khan, Tamizzuddin : The Test of Time: My life and Days, Dhaka, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

Lahiri, Pradip Kumar : Bengali Muslim Thought (1818-1947): Its Liberal and Rational Trends, Calcutta, 1991.

Maitra, Jayanti : Muslim Politics in Bengal (1855-1906) : Collaboration and Confrontation, Calcutta, 1984.

Majumdar, Romesh Chandra (edited) : An Advanced History of Inida, London,1965.

Mallick, Azizur Rahman : British policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Mallory, James (general Editor): Collins Concise Encyclopedia, Indian Edition, New Delhi, 1977.

Mannan, Mohammad Siraj : The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947) : A study of Their Activities and struggle for Freedom, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987.

Minault, Gail : The Khilafat Movement : Religious Symbolism and Political Mobilization in India, Delhi , 1982.

Mukherji, Haridas and Uma : Indias Fight For Freedom or The Swadeshi Movement (1905-1906), Calcutta, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

Pirzada, Syed Sharifuddin : Foundations of Pakistan: All-India Muslim League Documents (1906-1947), vol. I, karachi,1969.

Rab, A.S.M. Abdur : A.K. Fazlul Haq: life and Achievements, Barisal, 1966.

Rahim, Muhammad Abdur : The History of the University of Dacca, University of Dacca, Dacca, 1981.

Rahman, Matiur : From Consultation To Confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics (1906-1912),London, 1970.

Rahman, M. Fazlur : The Bengali Muslims and English Education (1765-1835), Dacca, 1973.

Rashid, Harun-or- : The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim politics (1936-1947), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987.

Ray, Rajat Kanta : Social Conflict and Political Unrest in Bengal (1875-1927), Oxford University Press, Delhi, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

Roberts, P.E. : History of British India : Under the Company and the Crown, London, Reprinted, 1958.

Roy, Asim : The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Copyright, 1983, by Princeton University Press, Reprinted by Permission by Princeton University Press by Academic Publishers, Dhaka .

Sarkar, Chandiprasad : The Bengali Muslims : A Study in their Politicization (1912-1929), Calcutta, 1991.

Sarkar,Sumit : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), Second Reprint, New Delhi, 1994.

Seal, Anil : The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the later Nineteenth Century , Cambridge, 1968.

Sen, Shila : Muslim Politics in Bengal (1937-1947), New Delhi, 1976.

Sen, S.P. (edited) : Dictionary of National Biography, Vol.II, Calcutta, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

Smith, Wilfred Cantwell : Modern Islam in India : A social Analysis, Reprinted, New Delhi, 1979.

ইংরেজী সাময়িকী

Ahmed, Sufia : Origins of the Dhaka University --The Dhaka University Studies, vol- xxxx, June, 1984.

Das, Ujjwal kanti : The Bengal Pact of 1923 and its reactions--Bengal Past and Present, vol. xcix, Part, I January-June , 1980.

Griffin, Ernest, H. (Introduction by) : Memoirs of the Late RT. Hon'ble Syed Ameer Ali—Islamic Culture: The Hyderabad Quarterly Review, 1931-1932.

Subhan, Abdus : Nawab Abdul Latif Father of Muslim Awakening in Bengal-- Journal of the Asiatic Society of Bangladesh vol. 35, June, 1990.

বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮). তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩।

——————— ঃ মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের দশ দিশারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

——————— ঃ রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭).ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫।

——————— ঃ বাঙলায় খিলাফত- অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

আলী, সৈয়দ মকসুদ ঃ রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

আলী, সৈয়দ মুর্তাজা ঃ মুজতবা কথাও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৭৬।

আহমদ, আবুল মনসুর ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭৫।

আহমদ, ওয়াকিল ঃ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা, (১ম ও ২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

——————— ঃ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আহমদ, মুজফ্ফর ঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, (১৯২০-১৯২৯), বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, সালাহ্ উদ্দীন ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

ইসলাম, নূরুল ও হোসেন , সেলিনা (সম্পাদিত) ঃ বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

ইসলাম, মুস্তাফা নূর উল ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, রাজশাহী, ১৯৬৮।

———————— ঃ সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন ঃ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯০।

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৮।

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন ঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ১ম খন্ড,তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯১।

চন্দ্র, বিপান ঃ আধুনিক ভারত, ভাষান্তর গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আফতাব উদ্দীন ঃ অতীতের কথা, দিনাজপুর, ১৩৭৭ বাং।

জাফর, আবু (সংকলিত ও সম্পাদিত) ঃ মওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

ত্রিপাঠী, অমলেশ ঃ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, অনুবাদ, নির্মল দত্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯১।

দত্ত, অমর ঃ উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), কলকাতা, ১৯৯৫।

দে, অমলেন্দু ঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯১।

দেশাই, এ, আর ঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, ভাষান্তর, মনস্বিতা স্যান্যাল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯২।

ফজল, আবুল ঃ সাংবাদিক মুজিবর রহমান , বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।

বদিউজ্জামান ঃ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার ঃ জিন্না ঃ পাকিস্তান নতুন ভাবনা, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৯৮।

——————————— ঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদঃ জাতীয়তাবাদের সন্ধানে, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঃ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা, অনুবাদ নলিনী মোহন দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৮৯।

বসু, অঞ্জলী (সম্পাদিত) ঃ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৬।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৫।

মনিরুজ্জামান , মোহাম্মদ ঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪।

মান্নান, কাজী আব্দুল ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ , ঢাকা, ১৯৬৯।

রহিম, খন্দকার আব্দুর ঃ টাংগাইলের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ টাংগাইল, ১৯৯২।

রহিম, মুহম্মদ আব্দুর ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৫।

রায়, সুপ্রকাশ ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯০।

শামসুদ্দীন , আবুল কালাম ঃ অতীত দিনের স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ , ঢাকা, ১৯৮৫।

শিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন ঃ অনল প্রবাহ, তৃতীয় সংস্করণ , সিরাজগঞ্জ, ১৩৬০, বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল ঃ ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

বাংলা সাময়িকী

আলী, এ.কে. এম. ইদ্রিস ঃ এ. কে. ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি —— ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম -৩য় সংখ্যা, ১৩৯৮।

———————————— ঃ উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—— ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৫।

আহমেদ, সুফিয়া ঃ নওশের আলী খান ইউসুফ জাই কর্তৃক ১৯০৩ সালে লিখিত বাংলায় মুসলিম শিক্ষার উপর বক্তব্য সম্পর্কে একটি ভাষ্য—— ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা,৯ম বর্ষ,১ ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ চৈত্র, ১৮৩২।

———————————— ঃ কীর্তিমান পুরুষ বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম—— পদ্মাপার, বৃহত্তর ফরিদপুর, জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতি, ঢাকা কর্তৃক সুধী সমাবেশ উপলক্ষে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

ফজল, আবুল ঃ আঞ্জুমানে- ওলামায়ে- বাঙ্গালা ——— মাহে নও, ঢাকা, জুন, ১৯৬২।

——————————— ঃ মৌলভী মুজিবর রহমান —মাহে নও, জানুয়ারী, ১৯৬৫।

রহমান, কাজী সুফিউর ঃ একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা——চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২ শরৎ-১৪০০।

রহমান, শামসুর ঃ আমাদের সমাজ এবং লেখকের স্বাধীনতা —— সুন্দরম, শীত সংখ্যা, ১৪০৫।

হক,মুহম্মদ এনামুল ঃ বাঙালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব—— ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৫।

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

Ahsan, Rana Razzaque : Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947), University of Dhaka, March, 1997

সংবাদ পত্র

বাংলা

আল-এছলাম (মাসিক) কলকাতা, ১৩২৭।

ছোলতান (সাপ্তাহিক) কলকাতা, ১৯২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা (সাপ্তাহিক) ১৩১২/১৯০৫,১৩১৮/১৯১২, ১৩২৬/১৯১৯, ১৩২৬/১৯২০,১৩২৭/১৯২১, ১৩৩১/ ১৯২৪।

দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৯৬৮।

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৯৯৮।

প্রবাসী (মাসিক) কলকাতা, ১৩৩১।

ইংরেজী সংবাদ পত্র

The Moslem Chronicle, 3 August 1901, 8 August 1903.

The Bengalee , Calcutta, 15 April, 1906, 2nd Bysakha, 1312, 25 April, 1916, 12th Bysakha , 1323.